দিব্যেন্দু পালিত

অনুভব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আকাদমি পুরস্কার প্রাপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

আত্রেয়ীর বিয়ে হয়েছিল বিদেশে। কিন্তু অনেক আশা ও স্বপ্ন নিয়ে কলকাতা থেকে লণ্ডনে পৌঁছে সে বুঝতে পারে তার স্বামী অন্য এক নারীর প্রতি আসক্ত। এই অপমান সহ্য করতে না পেরে দেশে ফিরে আসে সে। শুরু হয় অপূর্ণতা, নিঃসঙ্গতা ও অনিশ্চয়তায় আক্রান্ত তার বদলে-যাওয়া জীবন। স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টায় একটি রিসার্চ এজেন্সিতে চাকরি পেয়ে যায় সে—যুক্ত হয় ইউনেসকো-র এক প্রোজেক্টে। বিশ্বের প্রায় সর্বত্র মেয়েদের কীভাবে বাধ্য করা হচ্ছে পতিতা বা কলগার্লের বৃত্তিতে—কীভাবে তারা পরিণত হচ্ছে হৃদয়বর্জিত অস্তিত্বে, তারই সূত্র-সন্ধানের জন্য নির্দিষ্ট এই প্রোজেক্টে কাজ করতে করতে অসংখ্য তরুণী ও যুবতীর বিপর্যস্ত অভিজ্ঞতার সংস্পর্শে এসে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করে আত্রেয়ী। খুঁজে পায় তার বেঁচে থাকার অর্থ।

সম্পূর্ণ নতুন বিষয় নিয়ে দিব্যেন্দু পালিত-এর এই অসামান্য উপন্যাস—'অনুভব'—আত্রেয়ীর বৃত্তান্তের মধ্য দিয়ে বিরল সংবেদনশীলতায় স্পর্শ করেছে এক আন্তর্জাতিক বাস্তব। এরকম উপন্যাস এর আগে লেখা হয়নি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অনুভব

দিব্যেন্দু পালিত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

www.BanglaBook.org

১

সিনেমায় কিংবা টেলিভিশন সিরিয়ালে দেখা যায় এমন।

না, সিরিয়ালেও কি? এখনকার অবস্থায় চারপাশের সঙ্গে নিজের অনুভব মিলিয়ে আত্রেয়ী ভাবল, কোনও সিরিয়ালে এরকম দৃশ্য দেখেছে বলে মনে করতে পারছে না। হিন্দিতে তো নয়ই, সন্ধের খবরের আগে-পরে যে বাংলা সিরিয়ালগুলো হয়—যার বেশির ভাগই কেমন যেন ন্যাকা-ন্যাকা বোকা-বোকা, সেগুলোরও কোনওটাতে নয়। অবশ্য সেও কি আর দেখে সব! সময়ের যত না, তার চেয়ে বেশি চাপ থাকে মনের, ইচ্ছে করে না। তখন মনে হয় একান্তে নিজেকে নিয়ে থাকাই ভাল। এক একদিন এমনও হয় যখন ঝলমলে দিনদুপুরেও ঝপ্ করে নেমে আসে অন্ধকার, গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিতে ঝাপসা লাগে চারদিক, জলজ গন্ধে ভারী হয়ে ওঠে নিঃশ্বাস। কিংবা ভোর মানেও জানলায় মুখ ঘষছে কুয়াশা। বোধশূন্যতার মধ্যে বুঝতে পারে না সে কলকাতায় নাকি হাজার হাজার মাইল দূরে লন্ডনে। এই অবস্থায় পাছে কেউ বুঝে ফেলে তাকে—মা, চান্দ্রেয়ী কি পম্পা, সেজন্যে অন্যদের সঙ্গে টি-ভির সামনে বসে থাকার চেয়ে নিজের ঘরে ঢুকে বিছানায় গড়িয়ে একটা বই কিংবা ম্যাগাজিন নিয়ে নাড়াচাড়া করতে ভাল লাগে।

না, ভুল হল; সত্যি-সত্যিই ভালও কি আর লাগে! বরং নিজেকে অনাবশ্যক মনে করার এইসব মুহূর্তে মনে হয় এই আড়ালটুকু না থাকলে এতদিনে সে মরে যেত।

তবে, হ্যাঁ, সিরিয়ালে না হলেও সিনেমায় দেখেছে এই রকম ইন্টারভিউ দিতে এসে অফিসের রিসেপশনে বা আলাদা কোনও ঘরে চুপচাপ বসে আছে কয়েকজন। মাথা ঝোঁকানো কি অন্যভাবে উদাসীন, কারও হাতে ফোলিও কিংবা কেরিয়ার ডাইজেস্ট কিংবা জি-কে'র ম্যাগাজিন গোছের কিছু, পাতা ওল্টালেও পড়ছে কি না বোঝা যায় না। কেউ বা সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে জানলার সামনে, চোখ বাইরে, রাস্তায়—মানুষের ভিড়, ব্যস্ততা, ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, মিনিবাস, অ্যাম্বুলেন্স, পুলিশ ভ্যান, নানা মডেলের মোটরের যাতায়াত ও শব্দের অসামঞ্জস্য নিয়ে যেমন-কে-তেমন দাঁড়িয়ে আছে দুপুর বা বিকেলের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কলকাতা। মিছিল কিংবা ছিপ্‌টিতে তাড়া-খাওয়া গায়ে লাল নীল ছোপ-মারা ভেড়ার পালও থাকতে পারে। কোন ছবিতে মনে নেই, এই সব বাইরের দৃশ্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যাওয়া এক যুবতীকেও দেখেছিল ওইভাবে বসে থাকতে, অপেক্ষায়। সম্ভবত বিবাহিতা, কেউ কি ছিল তার পাশে ? মনে পড়ছে না ঠিকঠাক। তবে মেয়েটির মুখে একটি ডায়ালগ ছিল, কাকে যেন বলেছিল, 'এই চাকরিটা আমার ভীষণ দরকার।' এর পরে যে সংলাপ, 'ভেবো না, তোমারই হবে—', কেউ কি বলেছিল এই কথাগুলো ? যদি বলে থাকে, কোন সিনেমায় ?

প্রশ্নটা অনিশ্চিত করে দিল আত্রেয়ীকে। একটা সাধারণ, তাৎক্ষণিক ভাবনার মধ্যে এত যদি এসে পড়ছে কেন ? যদি কেউই কিছু না বলে থাকে, তাহলে তারই বা হঠাৎ মনে পড়ল কেন ! কিংবা, স্মৃতি হয়ে যা যা আসছে, যেমন এই সংলাপটা, বাস্তবে এরকম কখনওই শুনে না থাকলে, এই মুহূর্তে এটা কি তারই মনের কথা ? ঠিকানা খুঁজে এখানে আসতে আসতে সে যে ভাবতে শুরু করেছিল চাকরিটা হয়ে গেলে কী কী করবে, এক ভাবনা থেকে চলে গিয়েছিল অন্য ভাবনায়, এমন কি হতে পারে সেই সব ভাবনারই জের চলছে এখনও—বর্তমানে বসে ভবিষ্যতের সঙ্গে স্মৃতিকে গুলিয়ে ফেলছে সে !

সচেতন হয়ে সামান্য নড়েচড়ে বসল আত্রেয়ী। টেবিলের উল্টোদিকে প্রায় তার মুখোমুখি বসে থাকা যুবতীকে এড়িয়ে চোখ তুলল। সামনে অফ-হোয়াইট মসৃণ দেওয়াল। আরও একটু ওপরে কালো জমির ওপর সোনালি কাঁটার ওভাল-শেপ ঘড়ি—তিন, ছয়, নয় ও বারোর আঁক ছাড়া আর কিছু নেই সেখানে, চলছে না থেমে আছে তাও বোঝা যায় না চট করে। মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করল একটা সরু ও ধূসর সেকেন্ডের কাঁটা সময় ছুঁয়ে যাচ্ছে থেমে থেমে। এখন তিনটে বেজে পাঁচ-সাত হবে। দেওয়ালের রঙের সঙ্গে মানানসই পেলমেট থেকে ঝোলানো পুরু পর্দায় জানলাগুলো আড়াল। ঘড়ির শব্দ শোনা না গেলেও এয়ারকন্ডিশনারের চাপা শব্দ সমানভাবে ছড়িয়ে আছে ঘরে। বাসস্টপে নেমে অনেকটা রাস্তা হেঁটে আসার সময় এপ্রিলের বিদঘুটে ঘাম বিজবিজ করছিল সর্বাঙ্গে ; এই ঘরে ঢুকে অপেক্ষা করতে করতে কখন তা জুড়িয়ে গেছে খেয়াল করেনি। এখন স্বস্তি লাগছে, যদিও সে জানে না এই অপেক্ষার শেষে কী আছে, আদৌ কিছু আছে কি না। অন্য-কোনও চিন্তার অভাবে কিছুটা দার্শনিকতা এনে ভাবল, কী আর হবে ! একবারে জলে তো

www.BanglaBook.org

পড়েনি ! অস্বস্তিটা নিজেকে নিয়েই, একটা হীনমন্যতাবোধ সারাক্ষণ কুরে না খেলে গ্রীষ্মের দুপুরে কে আর এমন ছুটে আসত এখানে !

তিনটেয় সময় দেওয়া থাকলেও ক্যামাক স্ট্রিটে ক্রিয়েটিভ মার্কেটিং অ্যান্ড রিসার্চ সার্ভিসেস-এর অফিসে পৌঁছেছিল আড়াইটের কিছু পরে। চিঠি দেখে লিস্টে টিক মেরে তাকে কনফারেন্স রুমে পাঠিয়ে দিল রিসেপশনিস্ট। টানা টেবিল ঘিরে অনেকগুলো চেয়ার। ইতিমধ্যে জড়ো হয়েছে আট-ন'জন, অন্য দুই যুবতী ও তাকে নিয়ে মহিলার সংখ্যা আপাতত তিন। এই মাত্র স্যুট-টাই পরা, টাক পড়তে শুরু করা মাঝারি হাইটের একটি যুবক এসে ঢুকল এবং বাঁ দিকে যে চেয়ারগুলো খালি তার একটিতে গিয়ে বসবার আগে প্রায় স্বগতোক্তির ধরনে 'গুড আফটারনুন' বলল সকলকে। স্বতঃস্ফূর্ত, না কায়দা, নাকি ইন্টারভিউয়ের মহড়া বোঝা যায় না ঠিক। কেউই সাড়া দিল না। যুবকটি নিরপেক্ষ, আড়ে তাকিয়ে আত্রেয়ী দেখল, জ্যাকেটের পকেট থেকে তেভাঁজ রুমাল বের করে মুখ মুছছে সাবধানে। তার পাশের চেয়ারের ফর্সা, রোগাটে যুবকটি তাকেই দেখছে লক্ষ করে মুখ ফিরিয়ে ব্যস্ত হাতে শাড়ির আঁচলটা গুছিয়ে নিল সে।

এটা নিশ্চিত তিনটে বেজে গেলেও এখনও ডাক পড়েনি কারও। এমনও হতে পারে তাকে যে-সময়ে আসতে বলা হয়েছে অন্যদেরও আসতে বলা হয়েছে সেই সময়েই। আরও কেউ কেউও হয়তো আসবে এবং দেখতে দেখতে ভরে যাবে বাকি চেয়ারগুলোও। না তাকিয়েও আশপাশের অপরিচিত মুখগুলি অনুমান করে আবার নিজের মধ্যে ফিরে এল আত্রেয়ী। এরা কেউই তার চেনা নয়—বাস্তবে কেউই কারও নয়, তা না হলে এতটা সময়ের মধ্যে কেউ না কেউ কথা বলত কারও না কারও সঙ্গে। যেরকম জড় ও একভঙ্গি হয়ে বসে আছে সকলে, মনে হয় পরিচয় করে নেওয়ার আগ্রহও নেই কারও মধ্যে। একটু আগে সে যেমন ভেবেছিল এরা সকলেই তার প্রতিদ্বন্দ্বী, হতে পারে প্রত্যেকেই তার চেয়ে বেশি কোয়ালিফায়েড, সুতরাং শত্রু, অন্যরাও কি সেইভাবে ভাবছে ? সকলেই কি তারই মতো, বেকার ? নাকি বিজ্ঞাপনে যেমন লেখা ছিল, 'ট্যু টু থ্রি ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স ইন আ রেপুটেড মার্কেটিং, অ্যাডভার্টাইজিং অর রিসার্চ এজেন্সি উইল বি অ্যান অ্যাডভানটেজ—', সেই রকম, অভিজ্ঞতা নিয়েও এসেছে কেউ কেউ ? চাকরি বদলের জন্যে ? হতে পারে, কে জানছে !

www.BanglaBook.org

আত্রেয়ী জানে না, এতখানি অপরিচয়ের মধ্যে অনুমানও করতে পারে না। এটুকু জানে, তার সম্ভাবনা কম। এটুকও জানে, সম্ভাবনা কম বলেই হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। যত দিন যাচ্ছে ততই নিজের ভারে নিজেকেই মনে হচ্ছে দুর্বহ। যতই আড়াল করার চেষ্টা করুক, হতাশা বেরিয়ে পড়ে প্রায়ই।

কাল বিকেলে অফিস-ফেরত তার সার্টিফিকেট, মার্কশিটের কপি জেরক্স করে এনে শৈবাল বলল, 'দেখে নাও সব ঠিকঠাক আছে কি না।'

হঠাৎ ইচ্ছে থেকে পুরনো অ্যালবামের ছবি দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক, আত্রেয়ী তখন তার ক্লিভলি-ক্রিসেন্টের অ্যাপার্টমেন্টে—আদ্যন্ত শীতের পোশাকে মোড়া একটি ইংরেজ শিশুর পেরেম্বুলেটরে যেতে যেতে তার দিকে তাকিয়ে থাকা দেখছে। শৈবাল কখন এসেছে, ঘরে ঢুকেছে, খেয়াল করেনি। তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দাদার হাত থেকে খয়েরি খামটা নিয়ে বলল, 'থাকলেই আর কী! ইন্টারভিউ দেওয়াই সার। হবে তো না!'

'হতেও তো পারে—'

শৈবালকে অসহায় হতে দেখে জোর করে হেসেছিল আত্রেয়ী। তখন অন্ধকার ঢুকতে শুরু করেছে ঘরে, আলো জ্বেলে বলল, 'আগের চারটেয় যেমন হল? দুটো অ্যাপ্লিকেশনের জবাবই এল না, দুটো ইন্টারভিউয়ে ডেকে চুপ করে গেল!'

শৈবাল জবাব দিল না। দৃষ্টি আত্রেয়ীর মুখের ওপর, যেন বোনের মুড বোঝবার চেষ্টা করছে।

আত্রেয়ী বলল, 'চাকরিগুলো কারা পায় বলতে পারো?'

'কেউ কেউ তো পায়ই।' সহজ গলায় বলল শৈবাল, 'চাকরির বিজ্ঞাপন দেখে অ্যাপ্লাই করে দু' ধরনের মানুষ। এক, যারা বেকার, চাকরি খুঁজছে। আর এক দল, যারা চাকরি থাকতেও খোঁজে আরও বেশি সাফল্য। যারা চাকরি দেয় তারা বোধহয় দ্বিতীয় দলটাকেই পছন্দ করে বেশি। তবে, এটা তো লাকের ব্যাপার—অনেক বেকারও তো চাকরি পায়।'

সামান্য ছায়া ছড়াল আত্রেয়ীর মুখে। চোখ নামিয়ে নিল।

'গিয়েই দ্যাখো না।' আশ্বস্ত করার ধরনে শৈবাল বলল, 'সম্ভাবনা কম বলে ইন্টারভিউ মিস করার কোনও মানে হয় না। সব সময় মনে

www.BanglaBook.org

রাখবে, পুরোপুরি কোয়ালিফাই না করা সত্ত্বেও তোমাকে যখন ইন্টারভিউয়ে ডেকেছে তখন ইউ স্ট্যান্ড টু হ্যাভ আ চান্স।'

দাদা এইভাবেই বলে। আজ বলে নয়, সেই যে সে মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যেত, দাদা পৌঁছে দিত সেন্টারে, তখনও বলত, 'একটুও নার্ভাস হবি না—সব সময় মনে রাখবি তোকে ভাল করতেই হবে।' এই ক' বছরে স্বর পাল্টেছে, কিন্তু বলার ভঙ্গিটা পাল্টায়নি। বয়সে আর কত বড়, বছর সাত-আট ; কিন্তু কথাবার্তা, পিঠ চাপড়ানিতে যেন আরও কত বড়, কত অভিজ্ঞ। তার পরেও আরও কত উপলক্ষে ! উপদেশ, পরামর্শ দেওয়ার ব্যাপারে, আশ্বাস দেওয়ার ধরনে বদলায়নি কিছুই।

শুধু কি শৈবাল ! মা, বাবা, চান্দ্রেয়ী, অঞ্জন—তার রক্তের সম্পর্কগুলো, এই ক'বছরে এত ঝড়ঝাপ্‌টা, পরিবর্তনের মধ্যেও কেউই কি বদলেছে ? বা কিছুই ? তবু নিজেকে এত একা, এমন বিচ্ছিন্ন মনে হয় কেন ?

নিজের মনে ওঠা এই প্রশ্ন, জবাব খুঁজতে গিয়ে নিজেই দ্বিধা বোধ করল আগ্নেয়ী। না, এভাবে ভাবা যায় না। ইতিমধ্যে সে যেমন ছিল তেমনিই যখন আর নেই, তখন অন্যরাও বদলায়নি এটা কেমন করে সম্ভব ! যদি না বদলাত, তাহলে এই যে সম্পর্কগুলোয় যাতায়াত করতে গিয়ে সে নিজেই অস্বস্তি বোধ করে মাঝে মাঝে, সেটা কেন হয় ! আর কিছু না হোক, সম্বোধনের বদলগুলো কি সে নিজেই চিনতে পারে না ?

মনে পড়ল, রাহুলের সঙ্গে আর থাকা সম্ভব নয় এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পনেরো দিনের মধ্যেই তার লন্ডন থেকে কলকাতায় ফিরে আসা। তখনও জানত না ঠিক কী হতে চলেছে। বলতে কি, রাগ, ঘৃণা, অপমানবোধ তখন এমনই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে স্বামী-স্ত্রীর দেড় বছরের সম্পর্কে এটাই যে বিচ্ছেদ তখনও তা বোঝেনি তেমন করে—ঝোঁকের মাথায় একটা স্লিপিং পিল খেয়ে হিথ্‌রো থেকে দিল্লি টানা ফ্লাইটের পুরোটাই ফিরেছিল আচ্ছন্ন হয়ে। তার আগেই ফোনে কথা বলেছিল কলকাতায় মা, বাবা, দাদার সঙ্গে। শৈবাল বলেছিল অপেক্ষা করবে দিল্লি এয়ারপোর্টে। কিন্তু, অফিসের কাজে বা অন্য কোনও কারণে নয়, শুধু তারই জন্যে, তাকেই নিতে কলকাতা থেকে দিল্লিতে আসছে দাদা—এই ব্যাপারটাও তেমন গাঁথেনি মাথায়। অপমান হয়তো এমনই আত্মমুখী করে তোলে !

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিল্লিতে ল্যান্ড করার পর যখন সত্যি-সত্যিই অ্যানাউন্সমেন্ট শুনল, 'মিসেস আত্রেয়ী ব্যানার্জি, ইওর ব্রাদার হ্যাজ কাম টু রিসিভ ইউ', তখন 'মিসেস' আর 'ব্রাদার' শব্দ দুটোর টানাপোড়েনে কেমন যেন চিড় ধরে গিয়েছিল এতক্ষণের আচ্ছন্নতায়। শৈবালকে কাছে পেয়ে আর সামলাতে পারেনি নিজেকে। তাকে এয়ারপোর্টের বাইরে নিয়ে যেতে যেতে শৈবাল বলেছিল, 'এমন ভেঙে পড়লে চলে! মনে রাখবে, এসব আকছার হয় আজকাল, আবার ঠিকও হয়ে যায়। যেমন ছিলে তেমনিই ফিরে এসেছ তুমি। একবার ভাবো তো, এর মধ্যে যদি একটা বাচ্চাকাচ্চা হয়ে যেত, তাহলে আরও কত ঝামেলায় পড়তে!'

এই সব কথা, নিজের বয়সটাকে যেন অনেকটা বাড়িয়ে নিয়েছিল শৈবাল। তারও পরে, শান্ত হয়ে দাদার কথা শুনতে শুনতে আত্রেয়ীর হঠাৎ খেয়াল হয় শৈবাল তাকে আর 'তুই' বলছে না, 'তুমি'-ই বলছে—একটা দূরত্ব যেন ঢুকে পড়েছে দুজনের সম্পর্কের মধ্যে। নাকি সম্বোধনটা কিছু নয়, নিজেকে বিপর্যস্ত ভাবছিল বলেই দূরত্বের কথাটা ভেবেছিল সে। তখনকার মানসিকতায় সে তো এমনও ভেবেছিল, দাদার ওই 'যেমন ছিলে তেমনিই ফিরে এসেছ তুমি' কথাগুলোয় আশ্বাসের চেয়ে বেশি আছে তঞ্চকতা—ইতিমধ্যে বাচ্চাকাচ্চা হলেই সে হয়ে উঠত সমস্যা, না হলে নয়, এসব ধারণাও তো সত্যি নয়! এই যে দেড় বছর নিজের মন ও শরীরটাকে গচ্ছিত রেখেছিল রাহুলের কাছে, সম্পর্কটা স্বাভাবিক ভেবেই যথেচ্ছ হতে দিয়েছিল তাকে, এই ব্যাপারগুলো কি তাকে যেমন ছিল তেমনিই রেখেছে! দাদা বুঝবে না। মেয়ে হলে বুঝত হয়তো।

তারপর অনেক দিন, বেশ কয়েক মাস কেটে গেলেও—বাস্তবে বছর ঘুরে গেলেও, অপমানের এই দিকটা আজও ভুলতে পারেনি আত্রেয়ী। এখনও, যেমন প্রায়ই হয়, মনে পড়া থেকে পুরনো স্তব্ধতা ঘিরে ধরল তাকে। যেন কয়েক মুহূর্তের জন্যে ভুলে গিয়েছিল সল্টলেকের বাড়িতে নিজের ঘরে নয়, সে এখন ক্রিয়েটিভ মার্কেটিং অ্যান্ড রিসার্চ সার্ভিসেস-এর কনফারেন্স রুমে বসে অপেক্ষা করছে কখন ডাক আসবে।

নিজেকে নিয়ে সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতেই বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল চোখ দুটো। অন্যদের দৃষ্টি বাঁচিয়ে চোখে রুমাল বুলিয়ে স্থিরতায় ফিরে এল আত্রেয়ী। অনেকের মধ্যে একজন, এখন এমন কিছু ঘটতে দেওয়া

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উচিত নয় যাতে অন্যরা কৌতূহলী হয়ে ওঠে তার প্রতি। আবারও দেওয়ালের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল সময় এগোচ্ছে থেমে থিতিয়ে। ঘরের স্তব্ধতায় হঠাৎ কারও হেঁচে ওঠা ছাড়া আর কোনও হেরফের ঘটেনি। ঘড়ি থেকে চোখ নামানোর সময় সামনের যুবতীর সঙ্গে চোখাচোখি হল তার। যুবতী হাসল বলে সেও হাসল এবং নিশ্চিত হল তার ব্যবহারে কোনও অবজ্ঞা প্রকাশ পায়নি।

যুবতী হয়তো কিছু বলত, তার আগেই এক মহিলা ঢুকলেন কনফারেন্স রুমে। ধূসর জমির লালপেড়ে শাড়িতে সুবেশ এবং স্মার্ট, গম-রং তীক্ষ্ণ মুখের মধ্যে কপালের মাঝখানে গোল, বড় টিপটাই চোখে পড়ে আগে। চেহারায় এমনই বাঁধুনি যে বয়স পঁয়ত্রিশ না চল্লিশ তা ধরা যায় না ঠিক। আরও বেশি হবে কি? আত্রেয়ীর মনে পড়ল, এখানে এসে লিফ্‌টে ওঠার সময় এই মহিলাও ছিলেন একই লিফ্‌টে, প্রায় তার পাশাপাশি, লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে সটান হেঁটে চলে যান অফিসের ভিতরে। একটা সুগন্ধ পেয়েছিল তখন। চেনা পারফিউম, পরে মনে হয়েছিল শ্যানেল-ও হতে পারে। লন্ডনকে যতই ভোলবার চেষ্টা করুক না কেন, কিছু স্মৃতি না চাইতেই ধরা দেয় এখনও।

'সরি, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন, সরি টু কিপ ইউ ওয়েটিং।' কোনও ভূমিকা না করেই বললেন মহিলা, 'আমাদের একটু দেরি হচ্ছে। ঠিক সাড়ে তিনটেয় শুরু হবে ইন্টারভিউ। তার আগে আপনাদের জন্যে চায়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্লিজ রিল্যাক্স।'

মহিলা দাঁড়ালেন না আর। তিনি চলে যাওয়ার পর-পরই দুই বেয়ারার হাতে চা এল ট্রে-তে। এবং আত্রেয়ী যা ভাবেনি, চায়ের কাপ হাতেই সামনের যুবতী এবার উঠে এসে বসল তার পাশের খালি চেয়ারে।

'বসে বসে বোর হচ্ছিলাম। তবু ভাল, চা দিল।'

আত্রেয়ী গুছিয়ে নিল নিজেকে। কিছু বলতে হয় বলেই বলল, 'ভদ্র বলতে হবে—'

'এদের এগুলো আছে। আগেও দেখেছি।'

এই প্রথম পরিষ্কার চোখে যুবতীর দিকে তাকাল আত্রেয়ী। বলল না কিছু। খানিক আগেকার জবুথবু ভাবটা কেটে গেলেও কেমন যেন মুড পাচ্ছে না এখনও।

'এই যে মহিলা এসেছিলেন, উনি ডলি সেন।' যুবতীই বলল, 'এদের

www.BanglaBook.org

রিসার্চ উইং-এ নাম্বার টু—'

'আপনি চেনেন ?'

যুবতী ঘাড় নাড়ল।

'রিসার্চের কাজে মাঝে মাঝে লোকের দরকার হয়—কনজিউমার সার্ভের জন্যে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে গিন্নিদের জিজ্ঞেস করতে হয় কোন প্রোডাক্ট ব্যবহার করে, কেন করে, এই সব আর কি। ছাপানো ফর্মে টিক মারো, নোট করো। পার ইন্টারভিউ টাকা দেয়। যখন হয় ভালই হয়, মাসে আড়াই, তিন হাজার। কিন্তু রেগুলার কিছু নয়।'

একটু বা নিচু স্বরে বলা, যাতে আর কেউ শুনতে না পায়, কিন্তু বলার ভঙ্গিতে এতটাই আগ্রহ যেন তাকে না পেলে আর কাউকে বলত। আত্রেয়ীর পক্ষে এগুলো জানা জরুরি নয়, অন্তত এই মুহূর্তে। তবু শুনতে শুনতে মনে হল মেয়েটি যত না গায়ে-পড়া, তার চেয়ে বেশি সরল। একই সারল্য ফুটে উঠেছে তার সাদামাটা মুখে, চেহারায়, সবুজ ডুরের তাঁতের শাড়ি ও সবুজ ব্লাউজে, কিছু বা মোটা করে টানা সিঁথির সিঁদুরে। হঠাৎ থেমে যাওয়া কথার মধ্যে চায়ের কাপটা হাতে তুলে চুমুক দিল শব্দ করে। ওর মুখ থেকে চোখ সরিয়ে অনেকটা দূরে বসা অন্য যুবতীটির দিকে তাকাল আত্রেয়ী। চোখে চশমা, একটু বেশিই ফর্সা বলে ফ্যাটফেটে দেখায়, গালে মেকআপের দাগ, ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা চুলের ঈষৎ তামাটে রং ডাই করার জন্যেই কিনা বোঝা যায় না। চোখাচোখি হতে মুখ ফিরিয়ে নিল।

অনেকক্ষণের মধ্যে এই প্রথম ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি খেলে গেল আত্রেয়ীর। একজন সরল হলে অন্যজন বড় বেশি আত্মসচেতন। তার সম্পর্কে এরা কী ভাবছে কে বলবে !

পাশের যুবতী বলল, 'আপনি চা খান না ?'

'খাই। এখন ইচ্ছে করছিল না।' হাসিটা জিইয়ে রেখে আত্রেয়ী জিজ্ঞেস করল, 'আপনার নাম কী ?'

'নন্দিতা। নন্দিতা হালদার। আপনার ?'

'আত্রেয়ী ব্যানার্জি।'

'বাঃ ! বেশ নতুন নাম তো। আগে শুনিনি।' নন্দিতা খুঁটিয়ে দেখল তাকে, 'ম্যারেড ?'

হঠাৎ এরকম প্রশ্ন আশা করতে পারেনি আত্রেয়ী। সামান্য থমকে গিয়ে ভাবল এর উত্তর 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' যে-কোনও একটা হতে পারে ;

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কোনটা যে ঠিক সে নিজেও তা জানে না। আইন মানলে সে এখন কারও স্ত্রী নয়, মুক্ত। কিন্তু নিজেকে ডিভোর্সি বলতেও অস্বস্তি লাগে কেমন। যেটা আরও অস্বস্তিকর, বিচ্ছেদ পাকাপাকি হওয়া সত্ত্বেও এখনও রাহুল ব্যানার্জির পদবিটা সঙ্গে নিয়েই ঘুরছে সে। ওটা ফেলে দিয়ে আবার মুখার্জিতে ফেরার কথা ভাবলে মনে হয় তাতেও কি রাহুল মুছে যাবে তার মন থেকে, শরীর থেকে, বঞ্চনার ভার থেকে ?

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল আত্রেয়ী। স্বাভাবিক হওয়ার জন্যে হাসিতে সেই ধরনটুকু আনবার চেষ্টা করল যার অর্থ হ্যাঁ কিংবা না দুই-ই হতে পারে। যা বোঝার বুঝে নিক নন্দিতা। তারপর প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্যে বলল, 'এত চেনা থাকলে চাকরি হতে বাধা কোথায় ?'

'অত সোজা নয়। আমার কোয়ালিফিকেশন কম—অর্ডিনারি গ্র্যাজুয়েট। এখানে সুবোধ রায় নামে একজন আছেন, সুপারভাইজার। আমাদের কাজটাজ দেন। ইন্টারভিউটা পাইয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ডিসিশন নেবে তো টপ লেভেল—মিস্টার দাশগুপ্ত আর ওই যাঁকে দেখলেন, ডলি সেন। ওঁরা বড্ড নাক-উঁচু।'

অল্প থামল নন্দিতা। তারপর অন্যরকম গলায় বলল, 'চাকরি হলে তো ভালই হত। টাকার এত দরকার।'

'স্বামী কী করেন ?'

'পি জি-তে, ক্লার্ক। ছেলে এবার হাইস্কুলে যাবে, মেয়েটা ছোট। খরচ কি কম, বলুন ?'

আত্রেয়ী জবাব দিল না। পরিবর্তে জড়িয়ে পড়ল দ্বিধায়।

ঠিক বুঝতে পারছে না কার সমস্যা বেশি। নন্দিতার কথা সত্যি হলে টাকার প্রয়োজনই ওকে টেনে এনেছে এখানে। তা হলেও ওর স্বামী আছে, ছেলেমেয়ে আছে, সুতরাং নির্ভরতাও আছে। তার কী আছে ? বাবা, মা, ভাই, বোন—শেষ পর্যন্ত এরা কি কোনও নির্ভরতার জায়গা ? হলেও কতটা ? রাহুল বিদেশেই থাকবে এটা জানার পরেও যখন তার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ করা হল এবং সেও রাজি হয়ে গেল, তখন তার মতো ওরাও কি ধরে নেয়নি আত্রেয়ীর সঙ্গে এতদিনের সম্পর্কটা চুকে না গেলেও আলগা হয়ে গেল বরাবরের মতো ? এর পর সময় সুযোগ পেলে উড়ে আসবে কখনও-সখনও, ক'দিন থাকবে, উড়ে যাবে আবার ! হ্যাঁ, তা-ই, তা না হলে মা একদিন হঠাৎই বলে ফেলত না, 'তোর এই অবস্থা হবে জানলে বাড়ির প্ল্যানে একটা বাড়তি ঘর রাখা যেত !' তেমন

www.BanglaBook.org

ভেবেচিন্তে না বললেও ভুল বলেননি অনুশীলা। আত্রেয়ী জানে, নতুন বাড়িতে যে ঘরটা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাকে সেটা বরাদ্দ ছিল ছোট বোন চান্দ্রেয়ীরই জন্যে—এখন রাত্রে শুতে আসা আর পোশাক বদলানোর দরকারে ছাড়া সে বড় একটা ঢোকে না এই ঘরে। দোতলার অন্য ঘরটা দাদা-বউদির ; নীচের দুটো ঘরের একটা আদিনাথ-অনুশীলার, অন্যটা অঞ্জনের। তবু ভাল, অঞ্জন বেশিটা সময়ই থাকে খড়্গপুরে, হস্টেলে, মাসে এক দু'বার আসে উইক এন্ডে। চান্দ্রেয়ীর লেখাপড়া, থাকা ওই ঘরে। মেয়েটা মানিয়ে চলতে পারে। কিন্তু সবটাই কি তাই ? কখনও কি ভাবে না, দিদি ভাগ বসিয়েছে তার পাওনায় ? আত্রেয়ী নিজেও কি বুঝতে পারে না ?

আবার ফিরে আসছে অস্বস্তি। দেওয়ালের ঘড়ির বদলে এবার নিজের রিস্টওয়াচে চোখ রাখল আত্রেয়ী। সময় হয়ে এল।

কাপের শেষ চা-টুকুতে চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়াল নন্দিতা।

'টয়লেটে যাবেন ?'

'কেন ?'

'না, মানে—', আত্রেয়ীর বিরক্তি অনুমান করে ঘাবড়ানো ভঙ্গিতে নন্দিতা বলল, 'আমি ঘুরে আসছি। ব্যাগটা থাকল। দেখবেন একটু—'

'ঠিক আছে।'

এখানে আসার পর থেকে অপেক্ষা ও নৈঃশব্দ্যের মধ্যে যে একমুখী চিন্তা বেঁধে রেখেছিল আত্রেয়ীকে, সন্দেহ নেই নন্দিতার সঙ্গে ফিসফাসে কিছুটা আল্‌গা হয়ে পড়েছে তা। মেয়েটিকে তার ভালও লাগেনি, মন্দও লাগেনি ; আগ বাড়িয়ে কেউ আলাপ করতে চাইলে ভদ্রতাবশত যেটুকু আগ্রহ দেখাতে হয় সেইটুকুই দেখিয়েছে—ওর দুরবস্থার বৃত্তান্ত শুনে সহানুভূতি আনতে চাইলেও তা দানা বাঁধেনি। এখান থেকে চলে গেলে মেয়েটিকে হয়তো মনেও থাকবে না তার। থাকবে কি ? রাহুলের সঙ্গে সম্পর্ক চুকে যাওয়ার পর থেকে নিজেকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একটা ব্যাপার প্রায়ই বুঝতে পারে আত্রেয়ী—এখন সে নিজেকে নিয়ে যতটা ভাবে অন্যদের সম্পর্কে ততটা নয়। কারণ থাক না-থাক, কেমন যেন সন্দেহ আর কাঠিন্য ঢুকে পড়ে মনে। প্রায়ই ভাবে, ভাগ্য তাকে পিছিয়ে দিয়েছে অনেকটা, এখন স্বার্থপর না হলে আর এগোনো সম্ভব হবে না।

এই মুহূর্তে যেটা খটকা লাগছে, এই যে এতজনকে ডাকা হয়েছে এখানে এবং তার মধ্যে নন্দিতাও আছে—যে অর্ডিনারি গ্র্যাজুয়েট, কোন

www.BanglaBook.org

এক সুবোধ রায় না কার সুপারিশে ইন্টারভিউ পেয়েছে, এটা কি বিচ্ছিন্ন একটি ঘটনা, নাকি আর যারা এসেছে তাদেরও কেউ কেউ কারও না কারও সুপারিশে, ওই রকমই, তেমন কোয়ালিফায়েড নয় ? যদি তাই-ই হয়, তা হলে এ-চাকরিটা হলেও হতে পারে-র যে সম্ভাবনাটাকে এতক্ষণ আঁকড়ে ধরেছিল সে, সেটা কমে যাবে, গত কয়েক দিনের উদ্বেগ এবং এতক্ষণের অপেক্ষা পরিণত হবে নিতান্তই প্রহসনে।

এমন যে হতে পারে সে-কথা শৈবালও বলেছিল সেদিন ; যেন নেগেটিভ দিকগুলোকে চিনিয়েই বোনকে পজিটিভ করতে চাইছিল সে। তবে, 'একটা প্রফেশনাল অর্গানাইজেশন এসবকে বড় একটা পাত্তা দেয় না', এমনও বলেছিল, 'আমরাও তো বুঝতে পারি, দ্য মার্কেট হ্যাজ বিকাম ভেরি কম্পিটিটিভ। কম্পিটিশনে টিকে থাকতে হলে এফিসিয়েন্ট লোকই খুঁজবে।' হয়তো তা-ই ; নন্দিতা ব্যতিক্রম। দেখছে না এমন ভঙ্গিতে আশপাশে অন্য মুখগুলির দিকে তাকিয়ে আত্রেয়ী ভাবল, সকলেই সুপারিশে এসেছে এবং কোয়ালিফায়েড নয় এমন ধারণা করার কোনও কারণ নেই। বিজ্ঞাপনে যে 'সেভারেল পোস্টিশনস্'-এর কথা লেখা ছিল, এরা কেউ কেউ হয়তো ঢুকে পড়বে সেখানে। তার সম্ভাবনা কতটা ?

প্রশ্ন নিয়ে গেল না কোথাও। গত কয়েক দিন ঘুরেফিরে এই চাকরিটার কথাই ভেবেছে, একবারও ভাবেনি এটা না হলে আরও কতদিন, কীভাবে অপেক্ষা করতে হবে। হঠাৎ মনে হওয়া থেকে একটা অসহায়তা বোধ ক্রমশ ঘিরে ধরল তাকে।

নন্দিতা ফিরে এসেছিল। কোনও কথা না বলে ব্যাগটা টেনে নিয়ে আগের জায়গায় গিয়ে বসতে না বসতেই সবুজ স্কার্ট-পরা একটি মেয়ে ঢুকল ঘরে। চেহারা দেখে মনে হয় অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। গোয়ানিজও হতে পারে। হাতে লিস্ট মতন একটা কিছু। এক পলক সেটা দেখে চোখ তুলল, 'মিস্টার আর মহাদেবন ?'

দেরিতে আসা এবং টাক পড়তে শুরু করা সেই যুবকটি উঠে দাঁড়াল।

'ইউ আর ওয়েলকাম।' মেয়েটি বলল, 'প্লিজ ফলো মি।'

ওরা চলে যাওয়ার পর দেওয়ালের ঘড়ির দিকে তাকাল আত্রেয়ী। ঠিক সাড়ে তিনটে। সেই মুহূর্তেই হাঁচিটা শুনল আবার। ফ্যাটফেটে সাদা, চশমা পরা মেয়েটির এক চেয়ার পরে যে-যুবকটি বসে, সে-ই,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অস্বস্তি বোধ থেকে নাক চেপে ধরেছিল হাতের মুঠোয়, সংবরণ করতে না পেরে আবারও হাঁচল। তারপর কিছুটা অপ্রস্তুতভাবেই যেন রুমালে নাক মুছতে মুছতে ব্যস্তভাবে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ঘরের ভিতর এখন বেশ ঠাণ্ডা, রোদ থেকে আসার পর সর্দিগর্মি লেগেছে হয়তো, নার্ভাসনেসও হতে পারে—যুবকটির পিছনে দরজা বন্ধ হওয়ার পর লক্ষ করল মজা-পাওয়া ধরনে মুখ টিপে হাসছে নন্দিতা। এখনও জল লেগে আছে সিঁথির পাশে, এখন ওকে দেখে মনে হচ্ছে না খানিক আগেই অভাবের কথা তুলে কাঁদুনি গেয়েছিল।

নিজের মধ্যে ফিরে এল আত্রেয়ী। মহাদেবনের পরে কাকে ডাকবে জানে না ; কতক্ষণ পরে, কতটা সময় নেবে এক একজনের পিছনে, তাও নয়। যখন-তখন ঘড়ি দেখার সুযোগ আছে বলেই বুঝতে পারছে সময় থেমে নেই, তা না হলে এই এক ঘণ্টার মধ্যে এমন কিছু ঘটেনি যা সে মনে রাখতে পারে। বস্তুত কিছুই ঘটেনি। যদি এই এক ঘণ্টার বর্ণনা দিতে হত তাকে, তা হলে থেমে পড়তে হত দু' তিন লাইনের পরেই—এমনই ক্লান্তিকর, বিরক্তিকর সব কিছু, এমনই বোরিং ! কিন্তু এটাই সত্যি যে এসব জেনেও সে বসে আছে, অপেক্ষা করছে, যেমন করছে আর যারা যারা বসে আছে এই কনফারেন্স রুমে, সবাই। প্রয়োজনই বাধ্য করে, অর্থহীনতার মধ্যেও খুঁজে নেয় অর্থ ; কে জানে সেটারও পরে আরও এক অর্থহীনতা অপেক্ষা করছে কি না !

কিন্তু কী লাভ এসব ভেবে ! জোর করে নিজেকে জড়তামুক্ত করতে করতে অত্রেয়ী ভাবল, যদি ইন্টারভিউটা তাড়াতাড়ি হয়ে যায় তা হলে এখান থেকেই নিউ মার্কেটে চলে যেতে পারে সে। বাচ্চাদের গ্রীষ্মের পোশাক নিয়ে পরশুর মধ্যে একটা ফিচার জমা দিতে হবে খবরের কাগজে, কয়েকটা দোকান ঘুরে ডিজাইন দেখবে, দরদাম ঠুকে নেবে। স্টেট্‌সম্যানেও গেলে হত একবার, কোনও ফাংশন কভারের কার্ড-ফার্ড পাওয়া যায় কি না দেখত। এইভাবে, সময় কাটানোর উপলক্ষ খুঁজতে খুঁজতে কিছু উপার্জন করা—কত সে জানে না, নন্দিতার মতো হিসেব করে দেখেনি কখনও। কিন্তু, ছোটখাটো এই দৌড়গুলো না থাকলে কী করত সে ? আদৌ কি বেরোতে পারত সল্ট লেকের বাড়ি থেকে ?

যাওয়ার জায়গা অবশ্য আছে আরও একটা—উৎপলের কাছে। পরশু বলেছিল, ইন্টারভিউ তাড়াতাড়ি শেষ হলে সে যেন ফোন করে, সাড়ে পাঁচটা, ছ'টা পর্যন্ত অফিসেই থাকবে, তারপর 'দুজনে যেতে পারি

www.BanglaBook.org

কোথাও।' দুজনে ? এই এক সমস্যা ! নিজেকে জড়িয়ে ওই শব্দটাকে ভাবলে হঠাৎই কেমন সন্দেহ এসে যায় শরীরে, বত্রিশ বছরের সমস্ত অভিজ্ঞতা থেকে আলাদা হয়ে কিলবিল করে দেড়টা বছর—ঠোঁট নেমে আসে গ্রীবায়, গ্রীবা নেমে আসে স্তনে ; নামার এই ধরনে মনে হয় সে একটা শরীর ছাড়া আর কিছু নয়।

না, সম্ভবত ভুল ধারণা করছে সে। এভাবে নিজেকে বিশ্লেষণ করলে যে-উত্তেজনা এসে যায় শরীরে সেটা চাপা দিতে দিতে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভাবল আত্রেয়ী, কেন বার বার একই বৃত্তে ঘোরাফেরা করছে সে ! এভাবে চিন্তা করা কি ঠিক ! চোদ্দ বছর লন্ডনে থাকা রাহুল ব্যানার্জির সম্পর্ক আছে আর একজনের সঙ্গে—স্ত্রী না হয়েও যে তার স্ত্রীর মতো, কিছুদিনের ছুটিতে দেশে এসে আত্রেয়ীকে বিয়ে করেছিল আরও এক নারীর সঙ্গে বৈধ সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে। আদিনাথ, শৈবাল বা চান্দ্রেয়ীও যেমন বলে, তেমনি সেও এটাকে একটা দুর্ঘটনা বলে মেনে নিতে পারে না কেন ! সব পুরুষই কি রাহুলের ছাঁচে গড়া হবে ! কিংবা লন্ডনে থাকতে থাকতে সে নিজেই যে শুনেছিল ব্রিটিশ মিউজিয়ামে কাজ-করা অণিমা তার আট বছরের পুরনো স্বামী ও ছেলেকে ছেড়ে চলে গেছে এক জার্মানের সঙ্গে, ছেলেকে নিয়ে সুখেন ফিরে যাচ্ছে দেশে, পাশাপাশি এমন দৃষ্টান্তও তো আছে। রাহুলের ব্যাপারটা তখনও জানত না সে ; অণিমা, সুখেন ও তাদের ছেলেকে একবারই দেখেছিল মিডিলসেক্স-এর দুর্গাপুজোয়, তো হঠাৎ ওদের ছাড়াছাড়ির ঘটনা শুনে সে নিজেও কি ভাবেনি এটা দুর্ঘটনা ! তাহলে রাহুলের সঙ্গে অন্যদের গুলিয়ে ফেলে কেন !

বিশেষত দাদার বন্ধু, বহু বছরের চেনা উৎপলদা সম্পর্কে এরকম ভাবা কি ঠিক হবে ? তাকে পছন্দ করে, যোগাযোগ রাখতে চায়, ফোন করে মাঝে মাঝে, ভাল নাটক কি সিনেমায় নিয়ে যায়, কথাবার্তায় একটু বা নরম হয়ে পড়ে কখনও-সখনও। নিজে ব্যস্ত হয়েও যে তোমার জন্যে সময় দিচ্ছে তাকে তোমার প্রতি দুর্বল ভাবতে পারো, তা বলে মানুষটাকে সন্দেহ করতে হবে কেন ? তুমি নিজেও কি অপছন্দ করছ তার সঙ্গ ? আর এটা তো সত্যিই যে উৎপলদা যোগাযোগ করিয়ে না দিলে এই যে সে কাগজে-কাগজে যাচ্ছে, ছোটবড় লেখার ফরমাশ পাচ্ছে প্রায়ই, মাঝে বার দুয়েক টক্ দিল রেডিওতে—এগুলো হত না। বাড়ির বদ্ধতা থেকে বেরিয়ে বাইরের আলো, হাওয়া, শব্দের সংস্পর্শে নিজের মতো করে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিছুটা অবাধ হওয়ার সুযোগও কি থাকত তখন ?

সম্ভবত পুরনো ক্ষতটা উসকে গিয়েছিল, অধৈর্য লাগছিল, না হলে হঠাৎ মনে পড়া থেকে উৎপলের সেদিনের কথাগুলোকে সন্দেহ করত না সে। এখন মনে হচ্ছে কিছু ছিল ওই কথাগুলোর মধ্যে, যা তাকে আলাদা করে গুরুত্ব দেয়, করুণা করার বদলে দিতে চায় সমানের মর্যাদা। হয়তো আরও কিছু ছিল, সে জানে না। তবে কেউ তার জন্যে অপেক্ষা করবে, তাকিয়ে থাকবে টেলিফোনের নৈঃশব্দ্যের দিকে, এত কাণ্ডের পরেও এটা ভাবতে ভাল লাগে। এখনও লাগল।

যেন সে ক্রিয়েটিভ মার্কেটিং অ্যান্ড রিসার্চ সার্ভিসেসের অফিসে নেই, অন্য কোথাও, কিছুক্ষণের জন্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল আত্রেয়ী। সচেতন হল সেই নীল স্কার্ট-পরা মেয়েটির আবির্ভাবে। সেই একই ভঙ্গি, হাতে লিস্ট, একবার দূরের চশমা-পরা যুবতীকে দেখে, তাকাল তারই দিকে।

'আত্রেয়ী ব্যানার্জি—?'

আত্রেয়ী উঠে দাঁড়াতে হাসল মেয়েটি। মাথা নেড়ে ইশারা করল তার সঙ্গে যেতে।

আত্রেয়ী ভাবতে পারেনি ডাকটা এত তাড়াতাড়ি আসবে। মহাদেবন যাওয়ার পর ঠিক কতটা সময় গেছে খেয়াল করেনি। এখন ঘড়ি না দেখেও অনুমান করতে পারল, প্রায় পনেরো মিনিট হবে। মহাদেবন এখানে ফিরে আসেনি, সুতরাং ধরেই নেওয়া যায় ইন্টারভিউ শেষ হলে সেও ফিরবে না। এই ভাবনা থেকে নিজেকে সামান্য গোছগাছ করে নিয়ে কনফারেন্স রুম থেকে বেরোবার আগে নন্দিতার দিকে তাকাল আত্রেয়ী। নন্দিতাও দেখছে তাকে, সোজাসুজি ; কিন্তু দৃষ্টি এমনই শূন্য যে মনে হতে পারে চেনে না, মনেই হয় না কিছুক্ষণ আগে সে এসে বসেছিল তার পাশে, কথা বলেছিল। না হাসলেও চলে এমন ভঙ্গিতে একটু হেসে বেরিয়ে এল আত্রেয়ী।

দু'পাশে কাঠের ফ্রেমে আঁটা কাচের ঘরের মধ্যে দিয়ে প্যাসেজ। ঘরের মধ্যে সঠিক দূরত্বে সাজানো চেয়ার, টেবিল যারা কাজ করছে তারা কাজই করছে। শব্দ মিশে আছে স্তব্ধতায়, হতে পারে আড়ালই সৃষ্টি করছে নৈঃশব্দ্য। বেশির ভাগ পুরুষের মধ্যে তিনটি মেয়েও চোখে পড়ল। কমপিউটারের পর্দার দিকে তাকিয়ে আছে একটি রোগাটে যুবতী, তার মভ-রং লো-কাট ব্লাউজের তলা থেকে ফুটে উঠেছে শিরদাঁড়া। যদি

www.BanglaBook.org

সব ঠিকঠাক চলে, না-ভাবার মতো করে ভাবল আত্রেয়ী, তাহলে একদিন সে এদেরই সঙ্গী হবে।

আগে আগে যেতে যেতে থেমে দাঁড়াল নীল স্কার্ট-পরা যুবতী। সে পাশাপাশি হতে বলল, 'আই অ্যাম আইরিন। তুমি কি আমাদের অফিসে এই প্রথম এলে?'

আত্রেয়ী হাসল।

'তোমার ইন্টারভিউ হবে ডিরেক্টরস্ রুমে।' আইরিন বলল, 'গুড্ লাক।'

বাঁ পাশে একটা বাঁক ঘুরে বড় কাঠের দরজা। ব্রাসের অক্ষরে 'ডিরেক্টরস্' লেখা। ভিতরে ঢোকার জন্যে দরজার হাতল ঘোরাল আইরিন।

প্রায় এক ঘণ্টা কনফারেন্স রুমে বসে থাকার একঘেঁয়েমিতে আর কিছু না হোক, নিজেকে নিয়ে ভাবনার টানাপোড়েনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল স্নায়ুগুলো- - সন্দেহ, হতাশা ও অনিশ্চিতি বোধ থেকে এক ধরনের বিষণ্ণতাও এসে গিয়েছিল মনে। কিন্তু, আইরিনের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে ডিরেক্টরস্ রুমে পৌঁছতে পৌঁছতেই বাস্তব বুঝে কিছুটা চাঙ্গা হয়ে উঠল আত্রেয়ী। 'মনে রাখবে, ইন্টারভিউয়ের কোনও পাস্ট বা ফিউচার থাকে না— ওই সময়টুকুই সব—', সকালে অফিসে বেরোবার আগে শৈবাল বলেছিল, 'প্রশ্নগুলোয় কনসেনট্রেট করবে, ভেবেচিন্তে ঠাণ্ডা মাথায় উত্তর দেবে।' শৈবালের কথার কোনও জবাব না দিলেও তখন ভেবেছিল, মাথা আবার গরম করলাম কবে! পারি না বলেই তো জ্বলে যায় ভেতরটা! এখন অবশ্য সেরকম কিছু ভাবল না। শৈবালের কথা নয়, লক্ষ্যই ফিরিয়ে আনল স্বাভাবিকতা। তাকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে আইরিন চলে যাবার পর যখন নমস্কারের ভঙ্গিতে হাত দুটো জড়ো করল বুকের কাছে, তখনই বুঝতে পারল এক ঘণ্টার আঙ্গোভার কাটিয়ে ঝরঝরে হতে পেরেছে সে। টেবিলের ওদিকে বসা ডলি সেন এবং অপরিচিত দুজন পুরুষের আগ্রহে তৎপর দৃষ্টিও চোখ এড়াল না।

'প্লিজ সিট।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।'

ডলি সেনকে আগেই চিনেছে। মহিলার ডান দিকে এবং তিনজনের মাঝখানের ভদ্রলোককে চোখমুখের গড়নে মনে হল বাঙালি। ইনিই কি দাশগুপ্ত? হতে পারে। শেষের জন সম্ভবত অবাঙালি। আর এগোলো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না আত্রেয়ী।

এই মুহূর্তের স্তব্ধতায় গোনা যায় বুকের শব্দ। ঘন হয়ে ওঠে নিঃশ্বাস। হঠাৎই মনে হয় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা থেকে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে চাকরির দরখাস্ত পাঠানো হঠকারিতারই সামিল। সম্ভবত সে হঠকারিতাই করেছে। শুধু বুঝতে পারছে না যেখানে এত বেকার, এত শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ ফ্যা-ফ্যা করছে একটা চাকরি, একটা সুযোগের জন্যে, সেখানে হঠাৎ তাকে ডাকল কেন! ভাগ্য? যেটা দেখা যায় না, বোঝা যায় না, সেটাকে ভাগ্য ছাড়া আর কী বলা যাবে। নিজেরই জীবনের গত দু' তিন বছরের ঘটনা থেকে সে কি বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা! রাহুলের স্ত্রী আত্রেয়ী পাকাপাকিভাবে স্বামীর সঙ্গে থাকার জন্যে যেদিন লন্ডনের ফ্লাইটে ওঠে, কিংবা আরও কয়েক ঘণ্টা পরে হিথ্‌রো এয়ারপোর্টের অ্যারাইভাল লাউঞ্জে অপেক্ষমাণ রাহুলকে দেখে শরীর-মনের উত্তেজনা চাপা দিতে দিতে যে ভেবেছিল ঠিক এই মুহূর্তটি থেকেই শুরু হচ্ছে তার বদলে-যাওয়া জীবন, সেদিন সে কি জানত দু' আড়াই বছর যেতে না যেতেই আরও একটা জীবন শুরুর আকাঙ্ক্ষায় কলকাতার ক্যামাক স্ট্রিটের এই বাড়িতে দয়াপ্রার্থীর মতো সে এসে বসবে তিন অপরিচিতের সামনে!

হ্যাঁ, ভাগ্যও একটা ফ্যাক্টর। এই যে আসা, প্রশ্নের অপেক্ষা করা, এটাও ভাগ্যেরই সন্ধানে। ভাগ্য তাকে কোনদিকে নিয়ে যাচ্ছে, এখনই তা জানা সম্ভব নয়।

কয়েক সেকেন্ডের এলোমেলো বিষাদ থেকে জোর করে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিল আত্রেয়ী। এখানে অন্যমনস্ক হওয়ার সুযোগ নেই।

মাঝের ভদ্রলোক ও ডলি সেন মুখ চাওয়াচাওয়ি করার পর সামনের ফাইলে চোখ রেখে আবার চোখ তুললেন ভদ্রলোক। নিজের অ্যাপ্লিকেশনটা চিনতে চিনতে আত্রেয়ী লক্ষ করল একই ধরনের ফাইল খোলা আছে তিনজনেরই সামনে।

'মিস ব্যানার্জি, ফার্স্ট আওয়ার থ্যাঙ্কস ফর অ্যাপ্লাইং ফর আ পোজিশন ইন সিমার্‌স্।' মাঝের ভদ্রলোক বললেন, 'এখানে ঠিক কী ধরনের কাজ হয় আপনি নিশ্চয়ই জানেন?'

আত্রেয়ী ঘাড় নাড়ল। কোম্পানির পুরো নামের আদ্যক্ষর জুড়েই যে 'সিমার্‌স্', এটা ইন্টারভিউয়ের চিঠির লেটারহেড থেকেই জেনেছিল।

'আপনার অ্যাপ্লিকেশনে কোনও অভিজ্ঞতার কথা লেখেননি।'

www.BanglaBook.org

'আমি জানি। যাকে অভিজ্ঞতা বলে সেরকম কিছু আমার নেই।' এটুকু বলে আত্রেয়ী বুঝতে পারল তাকে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। তখন বলল, 'তবে এসব ব্যাপারে আমার ইন্টারেস্ট আছে। সুযোগ পেলে হয়তো—'

'আই গেট ইওর পয়েন্ট। কিন্তু, অভিজ্ঞতা না থাকলে ট্রেনিংয়ের প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। আপনি কি রাজি আছেন তাতে?'

আত্রেয়ী হাসল, 'আমি সেটা ধরেই নিয়েছি।'

ক'মুহূর্ত তাকে দেখে তাঁর পাশের লোকটির দিকে তাকালেন ভদ্রলোক, 'মিস্টার রাও?'

'ইয়েস—।' সামান্য নড়েচড়ে বসলেন এতক্ষণ একটিও কথা না-বলা অবাঙালি ভদ্রলোক। ক'মুহূর্ত ফাইলে চোখ রেখে তাকালেন সোজাসুজি, 'মিস ব্যানার্জি, বায়োডাটায় দেখতে পাচ্ছি আপনার অ্যাকাডেমিক রেকর্ড বেশ ভাল। আ ফার্স্ট ক্লাস ইন ফিলজফি, দেন এম-এ ফ্রম দা ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটা— এখানেও রেকর্ড বেশ ভাল। কিন্তু, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট করেছেন পাঁচ বছর আগে। এর মধ্যে কোনও চাকরির চেষ্টা করেননি?'

'এম-ফিল করছিলাম। শেষ করতে পারিনি।'

'কেন?'

'আই মিন—,' অল্প ইতস্তত করল আত্রেয়ী। উত্তরটা সহজ, কিন্তু সেটাই এখানে বলবার কথা কি না বুঝতে পারল না। অস্বস্তি আড়াল করে বলল, 'ফর পার্সোনাল রিজন্‌স।'

'আই সি।' আত্রেয়ীর মুখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে মাঝের ভদ্রলোকের দিকে তাকালেন রাও, 'দাশগুপ্ত, ইউ মে হ্যাভ সামথিং টু আস্‌ক?'

'আই উইল কাম ব্যাক।' দাশগুপ্ত বললেন, 'ডলি?'

আত্রেয়ী দেখেছে, দাশগুপ্ত ও রাও যতক্ষণ কথা বলছিলেন প্রায় ততক্ষণই এক দৃষ্টিতে তাকে লক্ষ করছিলেন ডলি সেন। কথা শুরু করার আগেও সময় নিলেন। তারপর বললেন, 'একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে পারি?'

'অবশ্যই।' নিজেকে শক্ত করে নিয়ে আত্রেয়ী বলল, 'জবাব থাকলে নিশ্চয়ই দেব।'

'আপনার বাবার নাম আদিনাথ মুখার্জি। আপনি আত্রেয়ী ব্যানার্জি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মানে—'

'আমার বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু—'

আত্রেয়ী শেষ করার আগেই ডলি সেন বললেন, 'হয়েছিল মানে ?'

'ডিভোর্স হয়ে গেছে। রিসেন্টলি—'

স্থির ভঙ্গিতে কয়েক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থেকে যেন নিজেই খেই হারিয়ে ফেললেন ডলি সেন। কয়েক সেকেন্ড পরে বললেন, 'সরি। তা হলে মাঝখানের সময়টা এই জন্যেই নষ্ট হয়েছে।'

আত্রেয়ী চুপ করে থাকল।

ডলি সেন বললেন, 'আপনি জার্নালিজমে ফ্রি-লান্সিং করেন বলেছেন, পাবলিশড্ লেখার কিছু ক্লিপিংসও দিয়েছেন। বাংলা, ইংরেজি দুটো ভাষাতেই লিখতে পারেন। আপনার কি মনে হয় না, একেবারে অপরিচিত প্রফেসনে না এসে জার্নালিজমে কিংবা এডুকেশন লাইনে কনটিনিউ করলেই ভাল করতেন ?'

'হয়তো।' একটু থেমে বলল আত্রেয়ী, 'এডুকেশনে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু দেখলাম ইন্টারেস্ট পাচ্ছি না। তখন ভাবলাম—'

আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না ডলি সেন।

টেবিলের ওদিকে তিনজনই পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করছেন। এমন কি হতে পারে যে ওদের চোখেও আছে একরকম ভাষা যা তার পক্ষে বুঝতে পারা সম্ভব নয় ! সুযোগ পেয়ে সামান্য আল্‌গা হয়ে বসল আত্রেয়ী।

অ্যাপ্লিকেশনের সঙ্গে গাঁথা ক্লিপিংগুলো খুব দ্রুত হাতে উল্টে দাশগুপ্ত এবার বললেন, 'আপনার এই লেখাটা— 'নারী নির্যাতন বাড়ছে'। বড় কাগজেই ছাপা হয়েছে। আপনি বেশ কয়েকজনের কেস হিস্ট্রি দিয়েছেন, তাদের মুখে কথাও বসিয়েছেন। হাউ ডিড ইউ গো অ্যাবাউট অল দিস ? এগুলো কি কোনও সোর্স থেকে কালেক্ট করেছেন, নাকি নিজেই কেস খুঁজে ইন্টারভিউ করেছেন ?'

'না, ইন্টারভিউগুলো আমারই করা। কিছু রিসার্চ করতে হয়েছিল। সেকশন এডিটর গাইড করেছিলেন। পুলিশ সোর্স, রেস্‌কিউ হোমের সঙ্গে কনট্যাক্ট তিনিই করিয়ে দিয়েছিলেন। বাকিটা আমি করেছি।'

'এসব করতে গেলে তো বাইরে ঘুরতে হয়— পাঁচজনের খোঁজে যেতে হয়। এ ধরনের কাজ কি ভাল লাগে ? নাকি করতে বাধ্য বলেই করেন ?'

www.BanglaBook.org

'ভাল না লাগলে অ্যাসাইনমেন্ট নিতাম না।' সহজ গলায় বলল আত্রেয়ী, 'এদের কাছে না গেলে, কথা না শুনলে ঘটনাগুলো জানা যেত না—'

দাশগুপ্তর চোখ কাগজের ক্লিপিংয়ে। তার কথার মধ্যেই কিছুটা অংশ পড়ে মুখ তুললেন।

'এখানে একটা ছোট বিশ্লেষণও আছে। পার্সেন্টেজ অ্যানালিসিস। এটাও কি আপনার করা?'

'ঠিক আমারই করা বলব না। সেকশন এডিটর বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কীভাবে অ্যানালিসিস করতে হবে। তারপর করেছি।'

'দ্যাটস ইন্টারেস্টিং। রিপোর্টও আপনার?'

'হ্যাঁ।'

দাশগুপ্তকে খুশি দেখাচ্ছিল। কাগজ গুছিয়ে বললেন, 'মিসেস সেনের প্রশ্নটাই আবার করছি। নিউজপেপারে চাকরির চেষ্টা করেননি? আমার তো মনে হয় ওদিকে গেলেও আপনি সাইন করতেন—'

এতক্ষণে অনেকটা সহজ বোধ করছিল আত্রেয়ী। প্রায় মিনিট পনেরো সে বসে আছে এখানে, হয়তো এতটা সময় দেওয়ার পিছনে মানে আছে কোনও। এমনও হতে পারে, ভাবল, এঁরা তাকে পছন্দই করছেন। তখন নিশ্চিত গলায় বলল, 'দু-চারটে লেখা বেরিয়েছে। এতেই নিউজপেপারে ওপেনিং পাওয়া সহজ নয়।'

'মে বি। উই আন্ডারস্ট্যান্ড।' দাশগুপ্ত এবার তাকালেন রাওয়ের দিকে, 'শ্যাল উই—?'

'মিস ব্যানার্জি, এখানে আমরা অনেককেই ইন্টারভিউ করছি। ডিসিসন নিতে কয়েক দিন সময় লাগবে। বুঝতেই পারছেন, আমরা এখনই কিছু কমিট করতে পারছি না।' রাও একটু থামলেন। তারপর বললেন, 'লেট মি বি ফ্র্যাঙ্ক। ই উ নে স কো-এ একটা বড় রিসার্চ প্রোজেক্ট আমরা হাতে পেয়েছি। তাতে কয়েকজনকে লাগবে। ইফ ইউ আর উইলিং, আমরা আপনাকে কনসিডার করতে পারি। বাট, প্লিজ, আমরা এখনই কিছু প্রমিস করছি না।'

'কবে জানতে পারব?'

'দশ-পনেরো দিন।' দাশগুপ্ত বললেন, 'উই উইল গেট ইন টাচ উইথ ইউ। আপনার টেলিফোন নাম্বারও তো দিয়েছেন।'

চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা ক্রমশ ছেড়ে দিল আত্রেয়ী। যত না আশায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তার চেয়ে বেশি ইন্টারভিউ পর্ব শেষ হওয়ার জন্যে। দেখতে চাইতে পারে ভেবে গতকাল সন্ধেয় মার্কশিট ও সার্টিফিকেটগুলোর কপি জেরক্স করে এনে দিয়েছিল শৈবাল, সেগুলো ব্যাগেই আছে ; কিন্তু ওসব নিয়ে কথাই উঠল না দেখে খুশি হল সে। আপাতত একটাই প্রশ্ন, রাওয়ের কথা মতো যদি তাকে কনসিডার করা হয় তাহলে মাসান্তে কত টাকা পাবে ? চাকরি তো টাকার জন্যেই করা ! বাস্তবে সময় কাটানো একটা ব্যাপার হলেও স্বনির্ভরতার এই জোরটা না থাকলে কেমন খেলো মনে হয় নিজেকে। এখনও সে উঠে পড়েনি, প্রশ্নটা কি করা যায় এখানে ?

না, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভাবল আত্রেয়ী, এদের ধরনটা আলাদা। এমন কোনও প্রশ্ন করেনি বা জবাব চায়নি যাতে এক মুহূর্তের জন্যেও বিব্রত বোধ করতে পারে সে। আপাতত সেও এমন কিছু জানতে চাইবে না যাতে ওরা বিব্রত বোধ করে। এমন তো নয় যে সে বেগার খাটার জন্যে ইন্টারভিউ দিল এখানে !

'আপনার কোনও প্রশ্ন আছে ?'

'না।'

'সো !' দাশগুপ্তই বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ ফর কলিং—'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

আত্রেয়ী উঠে দাঁড়াল। টেবিলের ওপর থেকে ব্যাগটা হাতে নেওয়ার আগে আবার ফিরে এল নমস্কারের ভঙ্গিতে। তারপর এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

ডিরেক্টরস্ রুম থেকে বেরিয়ে দু' পাশের কাচের ঘরের মাঝখানের প্যাসেজটুকু কোনও দিকে না তাকিয়ে একটু দ্রুতই হেঁটে এল আত্রেয়ী, যেন পিছনে ফেলে আসা কুড়িটা মিনিট এবং তারও আগের ঘণ্টাখানেকের অভিজ্ঞতা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভুলতে চায় সে। নির্দিষ্ট কিছুই ভাবল না। লিফটের সামনে দাঁড়িয়ে শুধু অনুভব করল, কেমন খাপছাড়া লাগছে নিজেকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

২

আদিনাথরা বেরুচ্ছেন, ওঁদের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গিয়েছিল পম্পা। ফিরল চিঠি হাতে। দরজায় এসে বলল, 'এই যে ম্যাডাম। তোমার চিঠি।'

আত্রেয়ী তখনও জানলায় দাঁড়িয়ে, আদিনাথ, অনুশীলা আর চান্দ্রেয়ীর চলে যাওয়া দেখছিল। পিসতুতো বোন মনীষার বিয়ের আশীর্বাদ আজ। পরশু পিসিমা, পিসেমশাই দুজনেই এসে যেতে বলে গেছেন সকলকে। আত্রেয়ী জানত সে যাবে না ; হয়তো অন্যরাও জানত, সেজন্যে অনুশীলার একবার বলা ছাড়া কেউই জোর করেনি। কাল পর্যন্ত ঠিক ছিল পম্পাও যাবে। কিন্তু, সকালে দেখল মত পাল্টে ফেলেছে বউদি। সম্ভবত তাকে একা রেখে যেতে চায় না। কখন মত পাল্টাল বা কার সঙ্গে পরামর্শ করে সেসব জানা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এ বাড়িতে তার আড়ালেও যে তাকে নিয়ে আলোচনা হয়— একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর পাল্টে যায় হঠাৎ, ঘটনা ঘটে যাবার পর এরকম সে আগেও টের পেয়েছে কয়েকবার। সারাক্ষণের চাপা অস্বস্তিটা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তখন।

'এটা কিন্তু ঠিক করছ না, বউদি।' পম্পার সিদ্ধান্ত বদলের কারণ অনুমান করে আত্রেয়ী বলেছিল, 'আমি তো অনেক জায়গাতেই যাই না, তা বলে তুমি যাবে না কেন !'

'তুমি তা-ই ভাবছ বুঝি !' পম্পা যেন জবাবটা সাজিয়েই রেখেছিল, বলল, 'তোমার দাদার আজ বম্বে থেকে ফেরার কথা। যদি সকালেই ফেরে ! ও তো জানবে না দল বেঁধে বেহালায় গেছে সবাই।'

যুক্তিতে দাঁড় করালেও পম্পার কথাগুলো মেনে নিতে পারেনি আত্রেয়ী। অফিসের কাজে বম্বে, দিল্লি গেলে সাধারণত সন্ধের ফ্লাইটেই ফেরে শৈবাল, এবার হঠাৎ অন্যরকম হবে কেন ! তবে এ নিয়ে কথা বাড়ায়নি সে। এমনও হতে পারে বুদ্ধিটা পম্পারই, আত্রেয়ীর কথা ভেবে অন্যরাও মেনে নিয়েছে। তা ছাড়াও কারণ থাকতে পারে। আত্রেয়ীর বেরোনোর ওপর কোনও বিধিনিষেধ নেই— ইচ্ছে মতন বেরোয়, ইচ্ছে মতন ফেরে, আজও বেরোবে কি না জানা নেই। একটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাজের মেয়ে আছে বাড়িতে, এই অবস্থায় শুধু তার ওপর ভরসা করে বাড়ি ছেড়ে রাখা যায় না। ইদানীং এ অঞ্চলে প্রায়ই চুরিটুরি হচ্ছে। ক'দিন আগে তো দিনদুপুরেই এই রাস্তায় এক মহিলার গলার হার ছিনতাই করে নিয়ে গেল।

পম্পার হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখল আত্রেয়ী। লন্ডন থেকে পাঠানো এয়ারোগ্রাম। সেন্ডারের নামের জায়গায় লেখা : মানসী বিশ্বাস, মিডিলসেক্স, ইউ. কে.।

'এত সকালে চিঠি ! লেটারবক্সে পেলে ?'

'তা-ই তো। স্টেট্‌স্‌ম্যান-টাও গোঁজা ছিল, বের করতে গিয়ে দেখি তলায় পড়ে আছে। হয়তো আগেই এসেছে—।' পম্পার চোখে কৌতূহল, 'কার চিঠি ? মনে হচ্ছে লন্ডন থেকে ?'

'মানসী বিশ্বাস। ওখানে পরিচয় হয়েছিল—'

'অনেক দিন পরে তোমার চিঠি এল।'

'হ্যাঁ।' একটু বা তারতম্য ছুঁয়ে গেল আত্রেয়ীর নিঃশ্বাস। পম্পার কাঁধের পাশ দিয়ে আকাশে তাকাল। মেঘের ছায়ায় মলিন হয়ে আছে রোদ, একটিই জায়গা খুঁজে ওপরে নীচে ঘুরপাক খাচ্ছে কয়েকটা চিল। না-দেখা দৃষ্টিতে এসব দেখতে দেখতে বলল, 'কে লিখবে ! সম্পর্ক চুকে গেলে গরজটা থাকে না।'

এই ধরনের কথায় স্তব্ধতা এসে যায়। এখনও আসত হয়তো, তার আগেই সামলে নিল পম্পা।

'তুমি কি স্নানে যাবে এখন ? না আমিই সেরে নেব আগে ?'

'তুমি নাও। আমি পরে যাব।'

'সন্ধ্যাকে মাখন আনতে পাঠিয়েছি।' নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে পম্পা জিজ্ঞেস করল, 'আজ বেরোনো নেই তো ?'

'দেখি। একটা টেলিফোন এক্সপেক্ট করছি। তারপর—'

পাখির গলায় দশটা বাজছে পম্পাদের ঘরে। সেই শব্দে কান রেখে চিঠিটা নিয়ে আবার জানলায় এসে দাঁড়াল আত্রেয়ী। এখন আর দেখা যাচ্ছে না আদিনাথদের। সেকেন্ড সার্কেল পেরিয়ে আড়াল হয়ে গেলেও এখনও হাঁটছে নিশ্চয়ই, বাড়ি থেকে মিনিবাস স্ট্যান্ডে পৌঁছতে কম করেও ছ' সাত মিনিট লাগবে। বেহালায় পৌঁছতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট, এক ঘণ্টা। হঠাৎ মনে পড়ল, সে যেদিন লন্ডনে যাচ্ছে, দমদম এয়ারপোর্টে তাকে সি-অফ করতে এসে খুব কেঁদেছিল মনীষা। পরে

www.BanglaBook.org

চিঠিতে লিখেছিল, 'আমার জন্যেও তোমাদের ওখানে একটা ব্যবস্থা করে রেখো।' বড্ড ন্যাওটা ছিল তার। সে ফিরে আসার পর সম্পর্কটা আল্‌গা হয়ে গেলেও এই সেদিনও চিরকুট পাঠিয়েছিল পিসির হাতে, 'দিদিভাই, তুমি কিন্তু আসবে।' ওদের সঙ্গে তাকে না দেখে মেয়েটা দুঃখ পাবে হয়তো। কী আর করা যাবে!

এটুকু ভাবা ছাড়া যাকে দুঃখ বলে সেরকম কিছুই বোধ করল না আত্রেয়ী। মেঘের ছায়াচ্ছন্নতা থেকে বেরিয়ে আসা সূর্যের হঠাৎ-আলো মুখে পড়ায় সরে এল জানলা থেকে। এতদিন পরে মানসী আবার চিঠি দিল কেন! মাস ছয়েক আগে ইনিয়েবিনিয়ে যে-চিঠি লিখেছিল, সে তো সেটারও জবাব দেয়নি!

এখনকার বিক্ষিপ্ত ভাবনায় কিছু স্মৃতি ভেসে ওঠার আগেই হারিয়ে গেল। টেলিফোন বাজছে ও-ঘরে। কেমন যেন শব্দটা! পম্পা আছে না বাথরুমে ঢুকেছে ভেবে এগোতে যাচ্ছিল আত্রেয়ী, তার আগেই থেমে গেল রিং, ওদিকে পম্পার 'হ্যালো', 'হ্যালো', '—হ্যালো' এবং তারপর রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ শুনল। ফল্‌স্ কল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই কানে এল বাথরুমের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ।

নতুন কিছু না ভেবেই তৎপর হাতে চিঠিটা খুলল আত্রেয়ী। মানসী কোনও দিনই তার ঘনিষ্ঠ ছিল না, বরং গায়ে-পড়া স্বভাবের জন্যে ওকে এড়িয়েই চলত সে। সেই মানসী হঠাৎ চিঠি লিখবে কেন! তবু, লিখেছে বলেই পড়তে শুরু করল।—

"মাই ডিয়ার আত্রেয়ী,

অনেক দিন পরে তোমাকে লিখছি। কয়েক মাস আগে একটা লেটার দিয়েছিলাম, কোনও রিপ্লাই না আসাতে ভাবছিলাম অ্যাড্রেস বদলেছে কি না। আমিও এর মধ্যে কলকাতায় যাইনি প্রায় তিন বছর অ্যাওয়ে ফ্রম হোম। যাই হোক, অশোক বলল তোমার অ্যাড্রেস বদলালেও তোমার বাবার অ্যাড্রেস চেঞ্জ করবে না, সো ইউ উইল গেট দা লেটার। তাই একটা ইমপর্ট্যান্ট ডেভলাপমেন্ট জানাবার জন্যে লিখছি।

তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে মেখলার সঙ্গে ইলিসিট রিলেশানশিপ চালিয়ে রাহুল কীভাবে তোমাকে লেট-ডাউন করেছিল। শেষ পর্যন্ত তোমাকে চলেও যেতে হল। তোমার এই স্যাড ব্যাপারটা আমরা কেউই মেনে নিতে পারিনি। কিন্তু ভাগ্যের কল বাতাসে নড়ে। তোমাকে জানাই, তোমার সো-কল্‌ড (এক্স?) হাজব্যান্ড ডঃ ব্যানার্জি রিসেন্টলি

www.BanglaBook.org

মেখলাকেও লেট-ডাউন করেছে। মেখলা এতই আপসেট যে হাই ডোজের স্লিপিং পিল খেয়ে সুইসাইড করতে গিয়েছিল। এখন হসপিটালে। পুলিশ কেস নিয়েছে। বোধহয় ভেবেছিল রাহুল বিয়ে করবে।

যেটা মোর ইন্টারেস্টিং, মেখলার হাজব্যান্ড বান্টির সঙ্গে রাহুলের একদিন ক্লাবে ঘুসি চালাচালি হয়েছে। বান্টি ফিউরিয়াস, বলেছে ব্যানার্জির লাশ না নামিয়ে দেশে ফিরবে না। এদিকে ব্যানার্জিও সকলের সামনে বান্টিকে থ্রেট করল— রিটার্ন অল দা মানি দ্যাট হোর হ্যাড টেকেন ফ্রম মি। সামনে থাকলে বুঝতে কী নোংরা, কী নোংরা! অবশ্য দুজনেই একটু বেশি হাই ছিল। কেউ কেউ বলছে বান্টি ন্যাকা সাজছে, আসলে ও নিজের ওয়াইফকে ইউজ করত। কী নোংরা! আমরা কাউকে সাপোর্ট না করলেও মনে মনে বান্টির ফেভারে। রাহুল তোমাক ডিচ করেছে, মেখলারও শিক্ষা হল। এখন বুঝুক, টিট ফর ট্যাট। তুমি নিশ্চয়ই এসব শুনে খুশি হবে।

তোমাকে ডিটেল্‌স জানালাম। আমরা সকলেই তোমাকে খুব মিস করি। তোমার কেসটা আনফরচুনেট হলেও তুমি বেঁচে গেছ, এটা আমরা সকলেই বলি। গড ব্লেস ইউ। আবার সেটেল করলে কি না এবং কী করছ জানিয়ো। আমি, অশোক আর এঞ্জেল সামারের ছুটিতে ফ্রান্সে বেড়াতে যাচ্ছি। জায়গাটা মেডিটেরিনিয়ানের কাছে।

লাভ।

—মানসী"

বাংলা ও ইংরেজি শব্দে মেশানো উদ্ভট ভাষার চিঠিটা পড়তে পড়তেই বিরক্তি এসে গিয়েছিল, ক্রমশ তা পরিণত হল রাগে। আত্রেয়ী ঘৃণা চিনল। কী এমন সম্পর্ক তার মানসীর সঙ্গে যে কোথাও কিছু নেই এই ধরনের একটা চিঠি পাঠাল তাকে! তাদের বিয়ের পর হ্যারোর বাংলো বাড়িতে একটা পার্টি দিয়েছিল, গায়ে-পড়া ভাবে ঠিকানা নিয়েছিল কলকাতার, তাদের ক্লিভলি ক্রিসেন্টের অ্যাপার্টমেন্টেও এসেছিল এক সন্ধ্যায়— এই মাত্র সম্পর্ক থেকে মানসী কি ধরে নিল এমন কুৎসিত ব্যাপার নিয়েও লেখা যায় তাকে! আগের চিঠির জবাব না পেয়েও কি বুঝতে পারেনি তার বা তাদের সম্পর্কে, কিংবা ওই দেড় বছরের স্মৃতি সম্পর্কে কোনওই উৎসাহ নেই আত্রেয়ীর! নাকি সম্পর্ক-টম্পর্ক কিছু নয়, আর কিছুর অভাবে তার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে মজা করে নিল

www.BanglaBook.org

খানিক। কে মেখলা, কে রাহুল— আজকের জীবনে দাঁড়িয়ে কীভাবে সে সম্পর্কিত এদের সঙ্গে ?

চিঠিজনিত প্রতিক্রিয়ায় ক্ষুব্ধ বোধ করলেও অস্বস্তিটা স্থায়ী হল না। প্রায় একই সময়ে আত্রেয়ী ভাবল, ওদের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলে সে বিব্রত হচ্ছে কেন ! অকারণ চিঠি লিখে যে মনোভাবেরই পরিচয় দিক মানসী, এটা ওর নিজের মানসিকতার ব্যাপার— এ নিয়ে সে অস্বস্তি বোধ করবে কেন ! এর চেয়ে অনেক কঠিন ও অপমানজনক ছিল রাহুলের সঙ্গে থেকে রাহুলকে সহ্য করা। সেই পরীক্ষা তো সে পেরিয়েই এসেছে।

টেলিফোনে রিং হচ্ছে আবার। থেমে থিতিয়ে, ছেঁড়া-ছেঁড়া ধরনে। পম্পা বাথরুমে, সুতরাং নিজেই ছুটল আত্রেয়ী। কিন্তু, এবারেও সেই একই অভিজ্ঞতা, একটু আগে পম্পার যেমন হয়েছিল— একবার, দু'বার, আড়াইবার বেজেই থেমে গেল। রিসিভার কানে ধরতেই ফিরে এল ডায়ালটোন। না, এখন 'হ্যালো' বলে লাভ নেই কোনও।

রিসিভার নামিয়ে রেখে কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল আত্রেয়ী। সেইভাবেই শুনল কলিং বেলের আওয়াজ। সম্ভবত সন্ধ্যা। তাড়াতাড়ি নীচে এসে দরজা খুলল সে। সন্ধ্যাই। আবার দোতলায় ফেরার জন্যে সিঁড়ি উঠতে উঠতে কানে এল টেলিফোনের শব্দ, কিন্তু দ্রুত পৌঁছবার আগেই থেমে গেল বার দুয়েক বেজে।

এবার স্পষ্টই হতাশ হল আত্রেয়ী। বার বার এরকম হচ্ছে কেন ! তাহলে কি টেলিফোনটাই খারাপ হয়ে গেল !

পম্পার স্নান হয়ে গিয়েছিল। বাথরুম থেকে বেরিয়ে আত্রেয়ীকে কিছুটা বিমূঢ় দেখে বলল, 'কেউ নিশ্চয়ই চেষ্টা করছে— লাইন পাচ্ছে না—'

'তা তো বোঝাই যাচ্ছে। এই নিয়ে বোধহয় তিনবার হল !'

আত্রেয়ীর পাশ দিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে পম্পা বলল, 'কার ফোন আসবে বলেছিলে। নিজে একবার চেষ্টা করে দ্যাখো না !'

পম্পা যে এভাবেই কথাটা তুলবে তা ভাবতে পারেনি আত্রেয়ী। তখনকার বলায় মনের ইচ্ছেটাই ব্যক্ত করেছিল, কিন্তু বাস্তবে সে নিজেও কি জানে টেলিফোনের জন্যে অপেক্ষা করা কতটা ঠিক। কোন ভাবনা, কোন ইচ্ছেটাকেই বা সে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছে নিজের মতো করে ! আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলোকে ঠিকঠাক জড়ো করতে না করতেই প্রস্তুতির

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মধ্যে ঢুকে পড়ছে অপ্রত্যাশিত। আজ সকালে, আদিনাথদের যাওয়া পর্যন্ত, সে কি একবারও ভেবেছিল মেজাজে চিড় ধরানোর জন্যে লেটারবক্স থেকে পম্পা কুড়িয়ে আনবে একটা অপ্রয়োজনীয় চিঠি, কিংবা হঠাৎই বেয়াড়া ব্যবহার শুরু করবে টেলিফোনটা !

নিঃশ্বাস সংবরণ করে দ্বিধাগ্রস্ত গলায় আত্রেয়ী বলল, 'আর একটু দেখি।'

'সে-ই ভাল।' ঘরের ভিতর থেকে বলল পম্পা, 'আমি বরং নীচে গিয়ে সন্ধ্যাকে একটু চা করতে বলি। সকালে এত তাড়াহুড়ো করতে হল ! এখন বেশ ঝাড়া হাত-পা লাগছে।'

আত্রেয়ী জবাব দিল না। নিজের ঘরে ফিরে যেতে যেতে ভাবল, পম্পা তার চেয়ে বছর দুয়েকের বড় হবে, এটা কোনও তফাত নয় ; তবু কী তফাত দুজনের মধ্যে ! তার বিয়ের বছরখানেক আগে যখন পম্পা এ বাড়ির বউ হয়ে এল, কিংবা তার বিয়ের পরেও— যত দিন লন্ডনে যায়নি— কখনও-সখনও আজকের মতো মুহূর্ত এলে এই তফাতটা বুঝতে পারেনি। অথচ, আজ মনে হচ্ছে পম্পার স্বতঃস্ফূর্ততা থেকে সে অনেক দূরে। নিজেকে জোর করলেও এই দূরত্ব ঘোচানো যাবে না।

ভাবনাগুলো দানা বাঁধল না। এমনকী মানসীর চিঠিও আবছা হয়ে এল ক্রমশ। বরং নিজের মধ্যেই নতুন অস্পষ্টতায় জড়িয়ে যেতে লাগল সে। বেশ কিছুক্ষণ টেলিফোন না বাজলেও পুরনো ধ্বনির রেশ এখনও শব্দ তুলে যাচ্ছে মাথায়— স্বপ্নে যেমন হয় কখনও, অনির্দিষ্টের ভিতরে স্থির দৃশ্যের মতো, সরছে না। কে হতে পারে ? কেউ কি তারই খোঁজ করছিল ? নাকি এ বাড়িতে আর যারা থাকে তাদেরই কারও ফোন ? বাড়ির টেলিফোনটা ঠিকঠাক কাজ করছে না, নাকি যে কল করছিল তার দিকেই গোলমাল ? কে বলে দেবে ! সকালের দিকে বাপের বাড়ির সঙ্গে কথা বলেছিল বউদি, তখন তো ঠিকই ছিল !

চিন্তা অন্য কারণে। সিমারস্-এ ইন্টারভিউ দিয়ে আসার পর থেকে আট ন'দিন কেটে গেছে, এখনও পর্যন্ত যোগাযোগ করেনি কেউ। দাশগুপ্ত বলেছিল দশ-পনেরো দিনের মধ্যেই জানাবে। বেলা দশটার পর থেকে কলগুলো এল বলেই সন্দেহ হচ্ছে, ওরাই নয় তো ? যদি ওরা যোগাযোগ করার চেষ্টা করে এবং না পায়, তাহলে ভরাডুবি হতে পারে। এমন হলে সে নিজেই কি ফোন করে দেখবে একবার ? আর কাউকে না হোক, ডলি সেনকে ; কিংবা ওই যে স্কার্ট-পরা মেয়েটি সেদিন বেশ

www.BanglaBook.org

খোলামেলাভাবে কথা বলেছিল তার সঙ্গে, সেই আইরিনকে ?

না, দ্বিধায় পড়লেও আত্রেয়ী ভাবল, সেটা শোভন হবে না। ওরা সেদিন পরিষ্কারই বলেছিল কাজের ব্যাপারে প্রমিস করছে না কিছু। এর পর ফোন করে যদি শোনে তাকে কনসিডার করা হয়নি, তাহলে লজ্জার শেষ থাকবে না— নিজের কাছেই ছোট লাগবে নিজেকে।

ফোন অবশ্য আর একজনও করতে পারে। উৎপল। ওর সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল শুক্রবার। তখন আবার কবে দেখা হতে পারে সে-সম্পর্কে কিছু বলেনি। ব্যাপারটা নতুন লেগেছিল আত্রেয়ীর। সাধারণত যে-কোনও কথাবার্তার মধ্যে উৎপলই তোলে কথাটা, 'আবার কবে আসছ এদিকে ?' বা ওই ধরনের কোনও কথা— আত্রেয়ী ধরে নিয়েছে এমন হলে তারই সুবিধে ; অন্তত কেউ তার জন্যে আগ্রহ দেখাচ্ছে, সঙ্গ পেতে চাইছে তার, এই ভাবনাই ভরে রাখে এক ধরনের নিরাপত্তাবোধে, চাপা সুখ ও কল্পনায়। তারপর, আত্রেয়ীর জবাব শুনে বলে, 'সুবিধে হলে এসো। আমি অফিসেই থাকব।' আত্রেয়ী সময় দেয়, কখনও জুড়ে দেয়, 'না পারলে জানিয়ে দেব।' যতদূর মনে করতে পারে, এ পর্যন্ত একদিন ছাড়া তেমন জানিয়ে দেওয়ার সুযোগ আসেনি। সেদিন মানিকতলা না কোথায় বাস অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ায় দুপুরের পর থেকে বাস, মিনিবাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল হঠাৎ ; বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে টের পায়নি। মাঝেমধ্যে ট্যাক্সির দেখা মিললেও কোনওটাই ফাঁকা ছিল না। উল্টোডাঙা পর্যন্ত এগিয়ে এসে অনেকটা অপেক্ষা করার পর মনে হয়েছিল ট্যাক্সি পেলেও গিয়ে লাভ নেই, অনেকগুলো টাকা বেরিয়ে যাওয়া ছাড়াও ফেরার সময় অসুবিধেয় পড়তে পারে। তখন রাস্তার ওষুধের দোকান থেকে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছিল উৎপলকে। কী বলেছিল উৎপল, 'হতাশ করলে—' ? মনে পড়ছে না। এমনও হতে পারে উৎপলের মেনে নেওয়ার ধরন থেকে অনুচ্চারিত শব্দগুলো নিজেই ছেঁকে তুলেছিল আত্রেয়ী।

শুক্রবারের ঘটনাটা অবশ্য আলাদা। চৌরঙ্গি থেকে তাকে সল্ট লেকের মিনিবাসে তুলে দেওয়ার আগেও কিছু বলেনি উৎপল। সামান্য অন্যমনস্ক লাগছিল ওকে— যেন সে উৎপলের পাশে থাকলেও উৎপল তার পাশে নেই। কেন, তা জিজ্ঞেস করতে পারেনি।

শেষ পর্যন্ত অধৈর্য হয়ে আত্রেয়ীই বলেছিল, 'সোম-মঙ্গলবার এদিকে আসতে পারি। আপনি কী করছেন ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কবে ?'

'ওই যে বললাম !'

এমন ঘাড় ফেরানোর মুহূর্ত বেশি আসে না। চোখাচোখি হতে হেসে ফেলল উৎপল।

'একটা দিন হলে বলতে পারতাম। একসঙ্গে দু'দিনের কথা কী করে বলব।'

নিজের ভুলটা সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পেরেছিল আত্রেয়ী। অপ্রস্তুত ভাব এড়াতে বলেছিল, 'আপনি খুব বাজে। না হয় দু'দিনের কথাই বলতেন !'

'তাহলে এই রাগটা দেখাতে পারতে না। পারতে কি ?'

ততক্ষণে চোখ সরিয়ে নিয়েছে আত্রেয়ী। জবাব দেয়নি।

একটু ভাবল যেন উৎপল। তারপর বলল, 'একটা অন্য অসুবিধে থাকবে মনে হচ্ছে ; এখনও বুঝতে পারছি না। আমিই না হয় ফোন করব তোমাকে।'

তাহলে কি উৎপলই ? সেদিন কথা দিয়েছিল বলেই ফোন করেছিল— বার বার ডিসকানেকটেড হয়ে ধরে নিতে পারে আত্রেয়ীদের টেলিফোন খারাপ, সুতরাং চেষ্টা করে লাভ নেই ! যদি এমন হয় যে শুধু দেখা করার সময়টা জানানোর জন্যেই আত্রেয়ীকে খুঁজেছিল সে— আত্রেয়ীরই পরামর্শ মতো দশটার পরে, যখন শৈবাল বেরিয়ে যায় অফিসে, পম্পাও সাধারণত নীচেই থাকে, টেলিফোনের একান্তে কথা বলা যায় সময় নিয়ে ! এরপর যদি, সেদিন যেমন বলেছিল, জড়িয়ে পড়ে কোনও অসুবিধেয় এবং বেরিয়ে পড়ে অফিস থেকে, তা হলে তো ফোন করে আত্রেয়ীও পাবে না তাকে ! তার মানে আজ আর দেখা হবে না, তার মানে আজ আর বেরোতে পারবে না সে !

ভাবনাটা ভারের মতো চেপে বসল বুকে। হঠাৎই মনে হল আত্রেয়ীর, নিজেকে আড়াল করে রাখার এই খেলার সত্যিই কি কোনও দরকার ছিল, অন্তত উৎপলের সঙ্গে ? 'সোম-মঙ্গলবার এদিকে আসতে পারি। আপনি কী করছেন ?'— এই যে কথাগুলো সে বলেছিল সেদিন, তার বলার ধরন থেকেই উৎপল মনে করতে পারে নিজের কাজেই আত্রেয়ী আসবে চৌরঙ্গি পাড়ায় এবং তারপর যেমন হয়, উৎপলকেও সময় দেবে কিছুটা। সুতরাং আত্রেয়ীর জন্যেই তার অপেক্ষা করাটা তেমন জরুরি নয়। এর চেয়ে ভাল হত না কি যদি সে সোজাসুজি বলত এই দু'দিন তার কোথাও যাওয়ার নেই, কোনও

www.BanglaBook.org

অ্যাসাইনমেন্ট নেই ; কিন্তু বাড়ির কংক্রিটের বদ্ধতা থেকে বেরোবার জন্যে সে উৎপলের কাছেই আসবে ? উৎপল কি বুঝত না, যতই অসুবিধে থাক, আত্রেয়ীর জন্যেই উপলক্ষ হতে হবে তাকে !

কিন্তু এখন আর ভেবে লাভ কী ! উৎপল কোন অসুবিধের কথা ভাবছিল তা বলেনি, মাঝখানে শনি, রবি গেল, আজ সোমবার, নিজের অহঙ্কারের জায়গা থেকে সরে এসে সে যদি শুক্রবারই খোলামেলা হত উৎপলের কাছে, তা হলে, বলা যায় না, শুধু তারই জন্যে হয়তো ইতিমধ্যে অসুবিধেটা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করত উৎপল ।

হয়তো । কিন্তু, সে কি ঠিক জানে, সে যেভাবে ভাবছে উৎপলও সেইভাবেই ভাবত ! সত্যি-সত্যিই তার সঙ্গ কতটা প্রয়োজন উৎপলের ? কেন ? তার দুরবস্থার কথা ভেবে যে লোকটা এটা-ওটা করল, যোগাযোগ করিয়ে দিল এর-ওর সঙ্গে, হয়তো তাকে সঙ্গদানটাও সেই উপকারের মধ্যেই পড়ে ! সম্ভব, খুবই সম্ভব, এ সবই সে করছে নিজেকে আড়াল করে । যদি এরকমই হয়, তাহলে, তার অহঙ্কার বোধ থাকলে উৎপলেরই বা থাকবে না কেন ! এমনও তো হতে পারত যে সেদিন সে সত্যি কথাটা বললেও তাকে এড়িয়ে যেত উৎপল ! বাস্তবে কতটুকু সে চেনে উৎপলকে, যা দিয়ে পৌঁছতে চাইছে এমন একটা সিদ্ধান্তে ?

একের পর এক এসে যাচ্ছে ভাবনাগুলো, কোথাও স্থির হয়ে দাঁড়াবার আগেই বেঁকে যাচ্ছে প্রশ্নে । যেন সে দাঁড়িয়ে আছে এক অন্ধকার সমুদ্রের সামনে, যেখানে শুধুই ঢেউ আর ঢেউ আর ঢেউ ছাড়া কিছুই নেই, চারপাশের শব্দ ও নৈঃশব্দ্য মিলতে পারছে না নির্দিষ্ট কোনও বিন্দুতে । বোরিং, অ্যাবসোলিউটলি বোরিং । কোনও ঘটনাই ঘটছে না যা তাকে এক মুহূর্তের জন্যেও নিয়ে যেতে পারে অন্যমনস্কতায় । এটাই কি তার ভবিতব্য ? জ্ঞান হওয়া থেকে তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত তাড়া করে বেড়াত যেসব ঘটনা, কেন সেগুলো এভাবে ছেড়ে গেল তাকে ; নতুন কোনও ঘটনা সৃষ্টি হওয়ার পরিবর্তে ছেড়ে-যাওয়া সেই জায়গাগুলো কেন ভরে উঠল শুধুই ভাবনায় ? বত্রিশে পৌঁছেই যদি এই হয় তাহলে বাকি জীবনটা কাটবে কী করে ? নাকি জীবন থেমে গেছে বরাবরের মতো— রাস্তার ধারের মাইলস্টোনের মতো রোদ-ঝড়-বৃষ্টিতে অপরিবর্তনীয়, এটাই সেই সময় যখন সে আত্মহত্যা করার কথা ভাবতে পারে ?

মেঘ ও রোদ্দুরে জড়ানো সকালের চমৎকার আবহাওয়ায় অদ্ভুত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিষণ্ণতা ছুঁয়ে গেল আত্রেয়ীকে। নিজেকে আল্‌গা লাগতে লাগল কেমন, হঠাৎই অনুভব করল শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একটিই অবয়বে বাঁধা নেই আর, তাদের পারস্পরিক সংস্পর্শে জেগে উঠছে না কোনও অনুভূতি। শুকনো লাগছে গলার ভিতরটা, জিভ, জড়তা চোখের পাতায়। প্রায় সেই ধরনের বোধ, মনে পড়ল, লন্ডন ছেড়ে চলে আসার আগে হিথ্‌রো এয়ারপোর্টে চেক-ইন্ করার পর যা সে অনুভব করেছিল সর্বাঙ্গে।

তার ওইভাবে ফিরে আসার সিদ্ধান্তে শেষ পর্যন্ত আপত্তি করেনি রাহুল। কারণ, সে 'ওই রকমই', বলেছিল, স্বামী হিসেবে তাকে স্বীকার করে নেওয়ার 'দায়িত্ব আত্রেয়ীর' ; সেটা সম্ভব না হলে ফিরে যেতে পারে দেশে। আত্রেয়ী তখন ফেরার জন্যে বদ্ধপরিকর, হিস্টিরিয়ার মতো কী একটা কঠিন করে রেখেছিল তাকে। সুতরাং, টিকিট কেটে দিয়ে রাহুল বলেছিল বাকি ব্যবস্থা যেন নিজেই করে নেয় সে। না বললেও চলত। নিজের মধ্যে একা, ঘৃণা তখন এমনই প্রবল যে রাহুলের ছায়া পর্যন্ত সহ্য করতে পারছে না। মুখে যা বলার বললেও যাওয়ার আগে পাছে নতুন কোনও ঝামেলা তৈরি করে রাহুল, সেজন্যে আগের দিনই রাহুলের অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে চলে এসেছিল অনিমেষদা-সংযুক্তাদি'র কাছে। ওরাই পৌঁছে দিল এয়ারপোর্টে।

মনে আছে, চেক-ইন্ করার পর থেকে ডিপারচার লাউঞ্জে যাওয়ার আগের মুহূর্তগুলোয় কীরকম বদলে গিয়েছিল ওরা দুজনেও। অমন যে আমুদে মানুষ অনিমেষদা, সেও ভেঙে পড়েছিল কেমন। হঠাৎ তাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, 'তোমাকে রিসিভ করতে যেদিন এয়ারপোর্টে এসেছিলাম, সেদিন ভাবতে পারিনি আজকের পাপ কাজটা আমাদেরই করতে হবে—'

আবেগ তখন পুরোপুরি ছেড়ে গেছে আত্রেয়ীকে— সেই মুহূর্তের বোধশূন্যতা থেকে বুঝতে পারেনি কী বলবে অনিমেষকে। শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল ওর চোখের দিকে।

'ওকে আর এসব কথা বলা কেন।' স্বামীকে নিরস্ত করার চেষ্টা করে বলেছিল সংযুক্তা, 'ও ভালয় ভালয় ফিরে যাক। নিজের লোকদের কাছে পেলে মনটা ভাল হবে।'

'কিন্তু, আমি যে কিছুতেই রিকনসাইল করতে পারছি না ব্যাপারটা!'

'পারবে না তো!' কঠোর গলায় এবার বলল সংযুক্তা, 'মেয়ে হয়ে

www.BanglaBook.org

জন্মেছে, তাই দামটা ওকেই দিতে হল। সব কিছু জেনেবুঝেও তোমরা এতগুলো পুরুষ মিলে লোকটাকে কিছু করতে পারলে না! এখন ইমোশানাল হয়ে লাভ কী!'

অনিমেষ কুঁকড়ে গেল। দূরের দিকে তাকিয়ে একটু পরে বলল, 'হ্যাঁ, দোষটা আমাদেরও।'

'উনি কী করবেন, সংযুক্তাদি!' কিছু বলতে হয় বলেই সংযত গলায় বলেছিল আত্রেয়ী, 'এত ঘটনা যে আমার জীবনে ঘটবে তা কি আমিই বুঝতে পেরেছিলাম। এখনও তো বুঝতে পারছি না কিছু!'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়নি সংযুক্তা। বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে ক'মুহূর্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে একটা হাত তুলে দিল পিঠে। বলল, 'যদি একবারে বুঝতে না পারিস সেটাই ভাল হবে। ডিসিশনটা ঠিকই নিয়েছিস। আমরা তো সবই আন্দাজ করতে পারতাম, বড় ভয় হত তুইও আবার ভেসে না যাস! এরকমও হয়। কলকাতায় ফিরে যা। অল্প বয়স, আবার জীবন শুরু করা অসুবিধে হবে না। এখন থেকে নিজেরটা নিজে বুঝে নিবি। ভগবান তোর মঙ্গল করুন।'

ভেসে যাওয়া বলতে কী বুঝিয়েছিল সংযুক্তা, তখন কিংবা তার পরেও ধরতে পারেনি। বস্তুত কোনও কথাই দাগ কাটছিল না মনে। স্বামী-স্ত্রীকে লক্ষ করতে করতে খানিক পরে বলেছিল, 'আপনারা অনেক করলেন।'

'কী করেছি তা তো তোমার দিদির মুখেই শুনলে!' ডিপারচার বোর্ডের ফ্ল্যাশের দিকে তাকিয়ে কাছে এগিয়ে এল অনিমেষ। এখন ওর গলার স্বরে আবেগ নেই। সময় হয়ে গিয়েছিল, তাকে গেটের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'মানুষ বড় অসহায়। অনেক সময় কারও জন্যে কিছু করার ইচ্ছে থাকলেও পারে না। তোমার চলে যাওয়া আটকাতে পারলাম না; কিন্তু আমরা আটকা পড়ে গেলাম তোমার কাছে। আমাদের ভুলো না। যদি কখনও কোনও—।' বলতে বলতে থামল অনিমেষ, কথাটা শেষ করল না। একটু পিছিয়ে-পড়া সংযুক্তাকে কাছাকাছি আসার সময় দিয়ে বলল, 'আমি বা সংযুক্তা তো মাঝে মাঝেই দেশে যাই, তোমার সঙ্গে দেখা করব।'

দৃশ্যটা এখনও লেগে আছে চোখে। সিকিউরিটি পয়েন্ট পেরিয়ে ভিতরে চলে যাওয়ার আগে অভ্যাসবশত একবার পিছনে তাকিয়েছিল সে। দেখল, ঠিক যেখানে তারা বিচ্ছিন্ন হয়েছিল সেইখানে দাঁড়িয়ে হাত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নাড়ছে অনিমেষ আর সংযুক্তা। হঠাৎ মনে হল সব ঠিকঠাক চললে একা দেশে ফেরার এমন মুহূর্তে ওদের জায়গায় রাহুলকেই দেখত। তাহলে কি শেষই হয়ে গেল সম্পর্ক? প্রশ্নটা আসার সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত অনুভূতিতে ছেয়ে গিয়েছিল সর্বাঙ্গ; শুকিয়ে এল গলা আর জিভ, ভারী হয়ে এল চোখের পাতা, মাথার ভিতরটা হঠাৎই ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল যেন। একই অনুভূতির জের টেনে দ্রুত হাঁটতে শুরু করেছিল সে। হাত নাড়ার মেজাজ ছিল না, কিন্তু যারা এত করল তাদের জন্যে ঠোঁটের কোণে শিথিল একটু হাসিও সেদিন সে ফোটাতে পেরেছিল কি না সন্দেহ।

বাইরে রোদ নেই। মেঘলায় থমকে থাকা একটা বাদামি আলো সমানভাবে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে, হঠাৎ দেখলে বিকেল হয়ে আসছে বলে ভ্রম হয়। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে পাশের বাড়ির টি-ভির অ্যানটেনায় চোখ আটকে গেল আত্রেয়ীর। দৃষ্টি নামালে জানলার হলুদ পর্দা, তার আড়ালেই সম্ভবত চড়া ভল্যুমে গান বাজছে ক্যাসেটে, 'আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখা—।' চেনা গলা, বাংলাদেশের কোনও শিল্পীর গাওয়া— ক'দিন আগে অঞ্জনের ঘরে বসে শুনছিল চান্দ্রেয়ী, চেষ্টা করেও মনে করতে পারল না নামটা। আবার গানে কান রাখতে গিয়ে একাগ্রতা হারিয়ে ফেলল আত্রেয়ী। সংযুক্তাদি'র ভয় ছিল, সেও ভেসে যেতে পারে। কথাগুলোর মানে কী? অনেক দিন পরে হঠাৎ মনে পড়া থেকে সে ভাবল, তার সম্পর্কে এমন ধারণাই বা করেছিল কেন!

ভাবনা এগোলো না। পম্পা ঘরে ঢুকে বলল, 'চুপচাপ কী অত ভাবছ বলো তো?'

'আমি! কিছু না!' অপ্রস্তুত ভঙ্গি আড়াল করার জন্যে খাটের ওপরেই সামান্য নড়েচড়ে বসল আত্রেয়ী, 'সকাল থেকে কেমন যেন আলস্য লাগছে!'

'আলস্য! না হঠাৎই মুড অফ?' পম্পা জানলায় গিয়ে দাঁড়াল। সেখান থেকেই বলল, 'সকালে তো বেশ ছিলে!'

আত্রেয়ী অস্বস্তিতে পড়ল। এখন এমন কিছু বলা যাবে না যাতে পম্পাও অস্বস্তিতে পড়ে। নিজেই লক্ষ করেছে সুযোগ পেয়ে পম্পা আজ অন্তরঙ্গ হওয়ার চেষ্টা করছে, ফিরে আসার চেষ্টা করছে কাছে। বেচারা! অনুশীলারা বাড়িতে থাকলে পম্পা এখন নীচেই থাকত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আত্রেয়ী কথা খুঁজছিল, তার আগেই ট্রে-তে দু'কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকল সন্ধ্যা। বারেক দুজনকে দেখে ট্রে-টা কায়দা করে বুকের কাছে ধরে একটা কাপ এগিয়ে দিল আত্রেয়ীর দিকে।

'আবার চা!' আত্রেয়ী বলল, 'একটু আগেই তো খেলাম!'

'এই বললে আলস্য লাগছে!' নিজের কাপটাও হাতে নিল পম্পা, 'বিজ্ঞাপন দ্যাখো না, এনি টাইম ইজ টি টাইম! চুমুক দাও, চাঙ্গা লাগবে।'

জবাব না দিয়ে অস্ফুটে হাসল আত্রেয়ী। গানটাই শুনতে লাগল। মনে হচ্ছে ভল্যুম কমিয়ে দিয়েছে, কথাগুলো এখন আর স্পষ্ট নয়। কাছেই কোথাও স্টার্ট নিচ্ছে না একটা গাড়ি— সেল্‌ফ ফেঁসে যাওয়া একটা ঘ্যাঁ-ঘ্যাঁ-ঘ্যাঁ-ঘ্যাঁ শব্দ উঠছে থেকে-থেকে। বিরক্তিকর ওই শব্দ যেন বর্তমানে ফিরিয়ে আনল আত্রেয়ীকে। সে কি সত্যিই বেরোতে পারবে না আজ?

সন্ধ্যা চলে যাচ্ছিল। চৌকাঠ পর্যন্ত গিয়ে কিছু মনে পড়ার ধরনে ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বউদি, পারশে মাছ কি সরষে দিয়ে রাঁধব?'

'দিদিকে জিজ্ঞেস করো না। বলে দাও তো, কী দিয়ে রাঁধবে।'

'ওটা তোমার ডিপার্টমেন্ট। তুমিই সামলাও।'

পম্পা তাকেই দেখছে। চোখাচোখি হতে দৃষ্টি সরিয়ে নিল আত্রেয়ী।

চায়ে চুমুক দিয়ে কাপটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল পম্পা। সামান্য গম্ভীর গলায় সন্ধ্যাকে বলল, 'ডাল আছে তো! ভাজাই করো। রুইটা বরং কালিয়া মতো করো। রাতের মাছ আলাদা রেখো। ওরা ফিরবে।'

সেই সময় টেলিফোন বেজে উঠল আবার। পম্পাই ছুটল।

ব্যস্ততাই সার, আত্রেয়ী ভাবল, আবার তো হতাশ হয়ে ফিরে আসবে আগের মতো! এর চেয়ে ভাল হত যদি ডেড হয়ে যেত ফোনটা— অপেক্ষা থাকত না, উদ্বেগ থাকত না, কে কল করছে ভেবে ভেসে যেতে হত না দুশ্চিন্তায়। এমন কি হতে পারে, এই যে কলগুলো আসছে সকাল থেকে, ধরা যাচ্ছে না, এগুলো একজনেরই কল নয়? পম্পাও কি অপেক্ষা করছে কারও? শৈবালের ফেরার কথা বলেছিল, দাদা নয় তো?

রিং হয়ে যাচ্ছে পর পর। শব্দটায় কান রেখে এবার একটু অবাকই

www.BanglaBook.org

হল আত্রেয়ী। বেশ স্বাভাবিক আওয়াজ। ও-ঘর থেকে যেটুকু কানে আসে, শুনল পম্পা রিসিভার তুলে 'হ্যালো' বলতে পেরেছে, কথাও বলছে, যদিও বোঝা যাচ্ছে না কার সঙ্গে। তার ফোন হলে নিশ্চয়ই ডাকত এতক্ষণে। রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দটাও কানে এল ক্রমশ।

মুখে আল্‌গা হাসি নিয়ে ফিরে এল পম্পা।

'কার ফোন বলো তো?'

'আমার বলা মিলবে কেন!'

'তবু, গেস?'

কোনও অনুমানে যাওয়ার চেষ্টা না করেই মাথা নাড়ল আত্রেয়ী।

পম্পা বলল, 'টেলিফোন মিস্ত্রির। একেই বলে মাচ অ্যাডো অ্যাবাউট নাথিং! এ পাড়ার লাইন সারাচ্ছিল নাকি! এখন পুরো রিং পাচ্ছি কি না জিজ্ঞেস করল। মাঝখান থেকে কতবার ছোটাছুটি করালো আমাদের!'

'এমনই তো হয়!' অভ্যাসে হাসল আত্রেয়ী। পম্পা যতই বলুক, চায়ে স্বাদ পাচ্ছে না, চাঙ্গা হওয়া দূরের কথা। দায়সারাভাবে কাপের বাকি চা-টুকু শেষ করে বলল, 'আর কিছু না হোক, টেলিফোনটা যে খারাপ হয়নি সেটা তো জানতে পারলে।'

সকালে বিছানা গুছিয়ে হ্যান্ডলুমের নতুন বেডকভার পেতে গেছে চান্দ্রেয়ী। ইংরেজি খবরের কাগজটা সরিয়ে হাত দুটো পিছনে ঠেলে তারই ওপর এলিয়ে বসল পম্পা। বলল, 'কিন্তু, এর মধ্যে কেউ লাইন পাওয়ার চেষ্টা করেছিল কি না সেটা কী করে বুঝব!'

আত্রেয়ী জানে এ প্রশ্ন তারও। কয়েক সেকেন্ড আগে সেও ভেবেছিল কথা দিলে কথা রাখে উৎপল— হয়তো ফোন করে পায়নি। কিন্তু, এই মুহূর্তে, পম্পার কথায় নিতান্তই আলাপ জিইয়ে রাখার ইচ্ছে ছাড়া আর কিছুই পেল না। অল্প বিরক্তি ছুঁয়ে গেল তাকে। জবাব এড়িয়ে, টি-ভির অ্যানটেনার দিকে তাকিয়ে দেখল দুটো পায়রা এসে বসছে পাশের বাড়ির ছাদের কার্নিশে; বসতে না বসতেই ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে গেল আবার। ওদের হারিয়ে যাওয়া অনুসরণ করতে করতেই ভাবল, কেন এভাবে উৎপলকে খুঁজছে সে! বাড়ি থেকে বেরোবার জন্যে সত্যিই কি দরকার কারও সঙ্গে দেখা করার উপলক্ষ? এই শহরটা তার অচেনা নয়; বাড়ি থেকে বেরিয়ে যথেচ্ছ উঠে পড়তে পারে কোনও বাসে বা মিনিবাসে, নেমে পড়তে পারে যেখানে হোক, ভিড় কিংবা নির্জনতা যা ইচ্ছে খুঁজে নিয়ে কাটিয়ে দিতে পারে অনেকটা সময়।

www.BanglaBook.org

এভাবে নিজেকে ক্লান্ত করে ফিরে আসবে আবার। একদিন যে ভেবেছিল কাগজের অ্যাসাইনমেন্টের অপেক্ষা না করে সে নিজেই খোঁজখবর নিয়ে লিখতে পারে জুতসই কোনও স্টোরি, সেরকম কিছুর জোগাড়ে বেরোলেই বা মন্দ কী !

ক'দিন আগে বাচ্চাদের পোশাকের সাত-পাঁচ জানতে গিয়ে নিউ মার্কেটের একটা দোকানে পরিচয় হয়েছিল এক যুবতীর সঙ্গে— অদ্ভুত বিষণ্ণ চোখ দুটো, কিন্তু কাজে চটপটে, সে খবরের কাগজ থেকে এসেছে শুনে বলল, 'তুমি কি শুধু পোশাকেই ইন্টারেস্টেড, যে বিক্রি করছে তার সম্পর্কে নয় ?' মেয়েটি অবাঙালি ; কখনও ইংরেজিতে, কখনও বা ভাঙা-ভাঙা বাংলায় কথা বলছিল তার সঙ্গে। ফর্সা মুখ, বসে-যাওয়া চোখের কোল, দৃষ্টির বিষণ্ণতা ও চওড়াটে কপালের ওপর শুকনো সিঁথি একটা বয়স অনুমান করালেও কথাবার্তা ও ক্বচিৎ হাসি দেখে ধরা যাচ্ছিল না ঠিক। আত্রেয়ী জিজ্ঞেস করেছিল, 'হোয়াই, ইউ হ্যাভ আ স্টোরি ?' মেয়েটি হাসল, বলল, 'হু ডাজন'ট হ্যাভ !' তারপর বলল, 'ভুল বুঝো না, আমি ঠাট্টা করছিলাম— ।' তখন চলে এলেও কথাগুলো ভুলতে পারেনি। সত্যিই তো, এলোমেলো হোক বা গোছানো, প্রত্যেকেরই জীবনে একটা গল্প থাকে, অন্তত থাকতে পারে। কে তা জানতে চায় ! জানাবার ইচ্ছে থাকলেও সুযোগ থাকে না। তখন হয়তো এইভাবেই বলতে হয় : আমি ঠাট্টা করছিলাম। তখনই ভেবেছিল এই সেল্‌স গার্লদের নিয়েও হতে পারে একটা স্টোরি।

কিন্তু, সেটা আজ নয়। আজকের সমস্যা অন্য। উৎপলের অপেক্ষা না করে আজ_সে এমনিই বেরিয়ে পড়তে পারে— এমন তো নয় যে এরকম উদ্দেশ্যহীন আগে কখনও বেরোয়নি ! লন্ডনে একদিন রাহুলের সঙ্গে প্রচণ্ড কথা কাটাকাটির পর অসহ্য ও দমবন্ধ লাগছিল অ্যাপার্টমেন্টের মধ্যে, সেদিন কোনও ভাবনাচিন্তা না করেই বেরিয়ে পড়ে ট্রেনে-ট্রেনে পৌঁছে গিয়েছিল পিকাডিলিতে, তারপর কোনদিকে যাবে বুঝতে না পেরে সামনে বন্ড স্ট্রিট পেয়ে হাঁটতে হাঁটতে অক্সফোর্ড স্ট্রিটে, তারপর দোকানের শো-কেস দেখতে দেখতে একসময় খেয়াল করল সে ঘোরাঘুরি করছে পিকাডিলি সার্কাসে। আরও একটু এগিয়ে চলে গিয়েছিল ট্রাফালগার স্কোয়ারে। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসেছিল সেখানে। আশপাশে অসংখ্য পায়রা আর মানুষ— সাহেব, মেম, বাচ্চা ; কেউ কেউ একা ; মাথায় টুপি, ছিন্নবাস এক বয়স্ক ভিখারি সুর তুলছে গিটারে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একবারও ভাবেনি এদের মাঝখানে তার অবস্থান ঠিক কোথায়। কল্পনা ও বাস্তবে মেশামেশি একটা ঘোরে আচ্ছন্ন, হুঁস হল যখন কমে আসা বিকেলের আলোয় একটি লাল টাই-পরা শক্ত চেহারার কৃষ্ণবর্ণ লোক হাসতে হাসতে এগিয়ে এল তার দিকে ; তার পাশে, হাতখানেক দূরত্বে বসে পড়ল। তারপর ওয়ালেট বের করে এমনভাবে পাউন্ডের তাড়া গুনতে লাগল যাতে সে দেখতে পায়। লোকটার মতলব বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে প্রায় ভয়-পাওয়া গতিতে ফিরে এসেছিল টিউব স্টেশনে, পিছনে তাকায়নি আর। অ্যাপার্টমেন্টের আলো জ্বালাবার পর বুঝতে পারে প্রায় ঘণ্টা পাঁচেক সে বাইরে ছিল, অন্যমনস্কতার মধ্যে পেরিয়ে এসেছে অসংখ্য ভুলে-যাওয়া দৃশ্য।

লন্ডন আর কলকাতায় তফাত অনেক। রাহুলকে জড়িয়ে সেদিন একটা জ্বালা ছিল, এখন সেটাও নেই। শুধুই নিজেকে নিয়ে টেনে-টেনে যাওয়া ; পারবে না কেন !

প্রায় সিদ্ধান্তে পৌঁছে নিঃশ্বাস সহজ হয়ে এল আত্রেয়ীর। বেরোনোটা সমস্যা নয় ; ভাবল, জীবন যত না পাল্টেছে, সম্ভবত উদ্ভট আশা ও কাল্পনিক হতাশা সাজিয়ে সে আরও বেশি পাল্টে নিচ্ছে তাকে। আর, কোনওদিকে এগোবার বদলে ক্রমশ গুটিয়ে যাচ্ছে নিজেরই ভিতরে। নিজের তৈরি বৃত্তের মধ্যে একা হয়ে থাকা, এটাই কি তার জীবন ! নাকি বঞ্চনা, রাগ, অপমান, অভিমান থেকে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে হীনমন্যতায়— রাহুলের সঙ্গে সম্পর্ক চুকে গেলেও এখনও তার গোটা অস্তিত্ব আড়াল করে রেখেছে রাহুলেরই ছায়া, যেন আশপাশে আর যারা আছে তারা কেউ নয়, কিছুই নয় ! এই যে মনীষার আশীর্বাদে যেতে রাজি হল না, কী এমন ক্ষতি হত যদি সে সঙ্গী হত আদিনাথদের ! কিংবা, সে গেল না বলেই বোধহয় পম্পাও যেতে পারল না— ফাঁকা বাড়িতে দুজনে এত কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও সে কি দূরে সরিয়ে রাখছে না তাকে !

পরিষ্কার চোখ তুলে এবার পম্পার দিকে তাকাল আত্রেয়ী। ভাবনা যত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং ফুরিয়ে যায়, সময় তত দ্রুত এগোয় না ; কিন্তু পম্পাও কি এর মধ্যে তলিয়ে গেল ভাবনায় ? অল্প আগে দেখেছিল চান্দ্রেয়ীর বিছানায় দু'হাত পিছনে ঠেলে একটা এলানো ভঙ্গি এনেছিল শরীরে, বেশ একটা আড্ডা দেওয়ার ধরন। এরই মধ্যে কখন ভঙ্গি পাল্টে খবরের কাগজ সামনে এনে মুখ আড়াল করেছে খেয়াল করেনি।

www.BanglaBook.org

ওকে দেখতে দেখতেই মুখের পেশিগুলো আলগা করে নিল আত্রেয়ী।

'এত মন দিয়ে কী পড়ছ, বউদি ?'

'এই তো— !' ব্যস্তভাবে কাগজটা মুখের সামনে থেকে সরিয়ে নিল পম্পা। ভাঁজ করে রাখতে রাখতে বলল, 'আজকাল কাগজ খুললেই বীভৎস সব খবর !'

'কেন !'

পড়ে যাওয়া আঁচলটা গুছিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে বসল পম্পা। মুখে সামান্য ইতস্তত ভাব। বলল, 'দমদমে একটা চোদ্দ বছরের মেয়েকে গ্যাংরেপ্ করে গলা টিপে মেরে ফেলেছে। বীভৎস না !'

দু'এক মুহূর্ত পম্পার চোখে চোখ রেখে মাথা নাড়ল আত্রেয়ী। বলার কথাটা আড়াল করে মুখ ফেরাল দরজার দিকে। আলোয় মেঘলা ভাবটা কাটেনি এখনো। দু'ঘরের মাঝখানে বারান্দার রেলিঙে বসে চিৎকার করছে একটা কাক, হাত নাড়তেই উড়ে গেল। তারপর বলল, 'তবু ভাল, মেরেই ফেলেছে। বাঁচলে মরত।'

কথাগুলো শেষ করতে করতেই আত্রেয়ী অনুভব করল আবার ফিরে আসছে স্তব্ধতা। বাঁচা, স্মৃতি, ব্যবহৃত শরীরের জ্বালা। তবু কোনও প্রতিক্রিয়ায় গেল না। কোলের ওপর হাতদুটো টেনে এনে উন্মুক্ত তালুর রেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকল সে। মুখ তুলল না।

কয়েক সেকেন্ড পরে কথায় ফিরল পম্পা।

'ছোড়দি, একটা কথা বলব ?'

এমনিতে নাম ধরে ডাকলেও মাঝে মাঝে এই সম্বোধনে কথা বলে পম্পা, বিশেষত অনুশীলার সামনে। এখন মনে হলো প্রয়োজনের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে তাকে।

চোখ তুলে হাসল আত্রেয়ী।

'বলো না !'

'তোমাকে হঠাৎ বড্ড বেশি অন্যমনস্ক লাগছে !'

'তা-ই ?'

চম্পা বলল, 'কী হয়েছে বলবে তো ?'

'এমনিই। মনটা খারাপ। ভাবছিলাম ওদের সঙ্গে বেহালায় গেলেও পারতাম। মনি কী ভাববে ! অসুখবিসুখ হয়নি, কিছু না, একটা অজুহাতও খাড়া করা যাবে না। ব্যাপারটা খারাপই হল।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সঙ্গে সঙ্গে জবাব না এলেও পুরনো ভঙ্গিতে ফিরে আত্রেয়ী বুঝতে পারল খুঁটিয়ে তাকে লক্ষ করছে পম্পা। সময় নিয়ে বলল, 'তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ। তিনদিন আগেই তো বলেছিলে যাবে না। এখন হঠাৎ—'

আত্রেয়ী চুপ করে থাকল।

পম্পা বলল, 'আমি তো দেখছি ওই চিঠিটা পাবার পর থেকেই কেমন যেন হয়ে গেলে। এতদিন পরে লন্ডন থেকে আবার চিঠি। কী লিখল! খারাপ খবর নয় তো?'

পম্পার কথায় হঠাৎই কাঠিন্য ফিরে এল চোয়ালে। পম্পা ভুল বলেনি, সে নিজেও জানে চিঠিটা না এলেও আজ সকালের উদ্বেগগুলো থাকত, কিন্তু এতটা খাপছাড়া লাগত না। তবু, দৃশ্যত কোনও ভাবান্তরে গেল না আত্রেয়ী। সামান্য শ্লেষের গলায় বলল, 'লন্ডনের সঙ্গে সম্পর্ক তো কবেই চুকে গেছে, এখন আর খবরের ভাল খারাপ কী থাকবে!'

পম্পার সন্দেহ যায়নি। একটু ভেবে উঠে দাঁড়াল আত্রেয়ী। টেবিল পর্যন্ত গিয়ে মানসীর চিঠিটা হাতে নিয়ে বাড়িয়ে দিল পম্পার দিকে।

'বিশ্বাস হচ্ছে না তো! পড়েই দ্যাখো।'

চম্পা ইতস্তত করল, 'পার্সোনাল নয় তো?'

'হ্যাঁ, পার্সোনালই। কিন্তু কনফিডেনসিয়াল নয়।' আত্রেয়ী বলল, 'তুমি পড়ো। আমি একটু আসছি।'

আত্রেয়ী বাথরুমে গেল। জল দিল চোখেমুখে, ঘাড়ে। ভিজে হাত বুলিয়ে নিল চুলে। শারীরিক স্বস্তিতে মানসিক অস্বস্তি দূর হলো না তবু।

ঠিক বুঝতে পারছে না মানসীর চিঠিটা পম্পাকে দেখানো উচিত হলো কি না। রাহুলের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল, বিয়েটা টেকেনি, কারণ রাহুলের অ্যাফেয়ার ছিল অন্য একজনের সঙ্গে— সবই জানে পম্পা। কিন্তু সেই জানাটা কখনওই প্রত্যক্ষ ছিল না। ঠিক কী ঘটেছিল তা সে জানিয়েছিল অনুশীলা আর শৈবালকে, আদিনাথকেও কিছুটা। পম্পা তো নয়ই, এমনকি চান্দ্রেয়ীও কখনও বাড়তি কৌতূহল দেখায়নি এসব নিয়ে। চিঠিতে যেসব তথ্য জানিয়েছে মানসী, সেগুলো তার নিজের কাছেও নতুন— দাদা, মা, বাবা, কেউই তো জানে না! পম্পা জানল, যদি এরপর ওর মুখ থেকে শৈবাল জানে এবং ক্রমশ অন্যরাও, তাহলে নতুন কোনও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে না কি ওদের মনে! অ্যাফেয়ার অনেকেরই থাকে— সেজন্যে স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদও হয়, সেটা জানতে

www.BanglaBook.org

বিদেশে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার দরকার হয় না ; কিন্তু এটা কোন ধরনের অ্যাফেয়ার যাতে আত্মহত্যার চেষ্টা, হাতাহাতি, প্রকাশ্যে আরও অনেকের সামনে কদর্য ভাষায় বাক্য বিনিময়, কিছুই বাদ যায় না ! এসব জানলে ওরা কি আরও একটু বিপর্যস্ত বোধ করবে না !

এক ধরনের বিপন্নতা ছুঁয়ে গেল আত্রেয়ীকে। এতক্ষণে পম্পা নিশ্চয়ই পড়ে ফেলেছে চিঠিটা, তথ্যগুলোকে ব্যাখ্যা করে নিচ্ছে নিজের মতো করে। অন্যের ব্যাপারে জানার স্বাভাবিক কৌতূহল থাকে মেয়েদের, তারও ছিল এক সময় ; হয়তো সুযোগ পেয়ে চিঠিতে যা নেই সে সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করবে পম্পা। ফিরে আসার পর থেকে ব্যক্তিগত দুঃখ, জ্বালা, অপমান সম্পর্কে কারও সঙ্গেই কোনও আলোচনা না করে নিজের চারপাশে যে-আড়ালটা তৈরি করেছিল সে, সেটা কি নিজেই ভেঙে দিল আজ ? সে কি পম্পাকে নিষেধ, অনুনয় করবে যাতে চিঠির কথা আর কেউ জানতে না পারে ?

এ ভাবনাও অবশ্য স্থায়ী হল না বেশিক্ষণ। বাথরুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে স্থির চোখে নিজের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আত্রেয়ী ভাবল, সম্ভবত একটা ছোট ব্যাপারকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে সে। কার কী প্রতিক্রিয়া হবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করারও মানে হয় না। বিয়েটা দিয়েছিল সকলে মিলে, কিন্তু ভাঙা বিয়ের দায় বহন করছে সে একাই। কে কী ভাববে, ভাবতে পারে, তা নিয়ে সে চিন্তিত হবে কেন ! তার সমস্যা তারই ; সমাধান, যদি কিছু থাকে, তাকেই খুঁজে বের করতে হবে। চাকরিটা হলে বেঁচে যেত। শেষ পর্যন্ত হবে কি ? দশ-পনেরো দিনের বেশিটাই কেটে গেল— বাকি ক'দিনে যদি সিমারুস থেকে না জানায় কিছু, তাহলে সে দাঁড়াবে কোথায় ! উৎপলকে কি বলবে কেউ চেনা থাকলে খোঁজ করে দেখতে ? কিন্তু, তাহলেও উত্তরটা যে নেগেটিভ হবে না, কে জানছে !

তখনই ঘরে ফিরে গেল না আত্রেয়ী। কিছু না ভেবেই পম্পাদের ঘরে ঢুকে টেলিফোনের রিসিভার তুলে কানে দিল। পরিষ্কার ডায়ালটোনের সঙ্গে শুনতে পেল রাস্তা দিয়ে ছুটে-যাওয়া মোটরবাইকের বিশ্রি শব্দ। একটা নাম্বার মনে করার চেষ্টা করতে করতে দ্বিধান্বিতভাবে রিসিভার নামিয়ে রেখে বেরিয়ে এল ব্যালকনিতে।

আলোয় পরিবর্তন হয়নি কোনও, বরং ধূসর হয়েছে একটু। বাতাস এতই কম যে স্পর্শ করে না। দেখল, আড়াল পেরিয়ে শব্দটা বাঁক নিচ্ছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাদেরই রাস্তায় ; একটা নয়, দুটো মোটরবাইক, শব্দটা তাই জোরালো লাগছে এত। পরনে জিন্‌স্ ও হার্ট-মার্কা গোল গলার রঙিন গেঞ্জি, চোখে সানগ্লাস, একটু বা চোয়াড়ে চেহারার আরোহী দুই যুবক চলে যেতে যেতেই তাকাল ওপরে, প্রায় গায়ে-গায়ে হয়ে কী বলল পরস্পরকে, কিছুদূর গিয়েই আবার বাঁক ঘুরে জিগজ্যাগ ধরনে যেতে যেতে চোখ তুলে তাকাল তার দিকে। আত্রেয়ী দেখল, রাস্তার উল্টোদিকে কুণ্ডুদের বাড়ির বৃদ্ধ স্বামী-স্ত্রী বেরিয়ে এল বারান্দায়— মুহূর্তের মধ্যে মোটরবাইকদুটো চলে গেল আড়ালে। নিশ্চয়ই এ পাড়ার কেউ নয়, স্থানীয় হলে এমন বেপরোয়া ভঙ্গিতে জাহির করত না নিজেদের। তখনই খেয়াল করল শব্দটা ফিরে আসছে আবার। মনে হয় প্রশ্রয় পেয়ে গেছে, তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে আবারও কায়দা দেখাবে। প্রায় তখনই বাইক দুটো চোখে পড়ায় ঘরে ঢুকে দেখল ড্রেসিং টেবিলের সামনে আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে এলো চুলে চিরুণি টানছে পম্পা। একটু বা গম্ভীর ; হয়তো তার খোঁজেই এসেছিল, ডাকেনি। মোটরবাইকের শব্দটা ছুটে গেল তাদের বাড়ির সামনে দিয়ে।

পম্পা ঘুরে দাঁড়াতে আত্রেয়ী বলল, 'এরা কারা বলো তো— বিদঘুটে আওয়াজ তুলে ঘোরাঘুরি করছে !'

'দেখে বুঝলে না !'

আত্রেয়ী চুপ করে থাকল। চিঠিটা কি ও-ঘরেই রেখে এল পম্পা ?

'নতুন রোমিও।' চিরুণি নামিয়ে রেখে মাথা ঝাঁকাল পম্পা। তারপর বলল, 'কোণের দিকে সাদা বাড়িটায় একটা টিন-এজ মেয়ে থাকে, নতুন এসেছে ; মনে হয় তার জন্যেই আসে। অন্য কাউকে দেখলেও অসভ্যতা করতে ছাড়ে না।'

ব্যাপারটা আগেই অনুমান করেছিল আত্রেয়ী। গুরুত্ব দিল না। মোটরবাইকের ফিরে যাওয়ার শব্দে কান রেখে জিজ্ঞেস করল, 'পড়লে চিঠি ?'

'পড়লাম।' গোপন কিছু বের করার ধরনে ব্লাউজের ভাঁজ থেকে চিঠিটা বের করে এগিয়ে এল পম্পা। খাটে বসতে বসতে বলল, 'দাঁড়িয়ে কেন ! বোসো না !'

ইচ্ছেয় জোর ছিল না, তবু পম্পার হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে শৈবালের সোফাটায় বসে পড়ল আত্রেয়ী। টেলিফোন করা বা ধরার দরকারে ছাড়া এ ঘরে সে বড় একটা ঢোকে না, সেটাও মাঝেমধ্যের ব্যাপার। কে আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘন ঘন ফোন করে তাকে, সে-ই বা কাকে ! বাথরুম থেকে বেরিয়ে আরও কিছুক্ষণ একা থাকার ইচ্ছে না হলে আজও ঢুকত না হয়তো। তারপর আটকে যায় মোটরবাইকের খেলায়।

ধন্ধ এসে গেল। একা থাকার ইচ্ছে ? নাকি সে উৎপলকে টেলিফোন করবে বলেই ঢুকেছিল এ ঘরে, নিশ্চিত হতে না পেরে ডায়ালটোন শুনে নিরস্ত করে নিজেকে, তখনই শুনতে পায় মোটরবাইকের শব্দ ! হ্যাঁ, এইভাবেই ঘটেছিল ঘটনাগুলো। এখন ভাবল, টেলিফোন সারানোর পরেও তো কেটে গেছে অনেকটা সময়— যদি আগে চেষ্টা করে না পেয়ে থাকে তা হলে এই সময়ের মধ্যেও তো একবার ট্রাই করতে পারত উৎপল !

মুখোমুখি দেওয়ালের ঘড়িতে প্রতি সেকেন্ডে নিঃশব্দে লেজ দুলিয়ে যাচ্ছে রঙিন পাখি। এগারোটা বাজে প্রায়। দেওয়াল বরাবর টানা ওয়াড্রোবের মাথায় ন্যাড়া ফুলদানি, তিন ভঙ্গিমায় তোলা শৈবাল-পম্পার বিয়ের ছবি, সুদৃশ্য ফ্রেমে একসঙ্গে বাঁধানো। বাঁদিকে সিঁদুর দান, ডানদিকে মালাবদল, মাঝখানের ছবিটা ওদের বউভাতের দিন চেয়ার সাজিয়ে তোলা হয়েছিল। এই যে ছবিতে ধরে রাখা বিভিন্ন ঘটনা, এগুলোর সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক কতটুকু ? তার বিয়ের অনুষ্ঠানের প্রায় পুরোটাই তোলা হয়েছিল ভিডিও-তে— যতদিন লন্ডনে যায়নি, যাবার আকাঙ্ক্ষা থেকে প্রায়ই ভি-সি-আর চালিয়ে দেখত দৃশ্যগুলো। তখনও সল্টলেকের বাড়ি তৈরি হয়নি পুরোপুরি। এই ঘরটাও ছিল না।

'এই মহিলা কি তোমার বন্ধু ?'

'কে ?'

'মানসী—', পম্পা বলল, 'যে লিখেছে ?'

'না। চেনা হয়েছিল।' চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা এতক্ষণে ছেড়ে দিল আত্রেয়ী, 'বন্ধুত্ব সকলের সঙ্গে হয় না।'

'তা-ই। নিজেই বলছে কী নোংরা, অথচ লিখতে বাধেনি !'

আত্রেয়ী চুপ করে থাকল। মনে পড়ল, নতুন বউ হয়ে এসে পিসির পীড়াপীড়িতে হাতে জ্যান্ত মাছ ধরতে গিয়ে ফেলে দিয়েছিল পম্পা, দ্বিতীয় চেষ্টায় ধরে। বিয়ের পর দিন আসানসোলে রাহুলদের বাড়িতে গিয়ে তাকে অবশ্য এ সব হ্যাপা পোহাতে হয়নি।

'মেখলাকে তুমি চিনতে, ছোড়দি ?'

'দেখেছি দু-একবার—'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পম্পার পরের প্রশ্নটা কী হতে পারে ভাবতে গিয়ে অধৈর্য লাগল আত্রেয়ীর। কেন যে চিঠিটা দেখাতে গিয়েছিল ওকে!

'তোমার চেয়ে ভাল দেখতে? সুন্দরী?'

প্রশ্ন শুনে হাসি এসে গেল। পম্পা সহজ অঙ্কে এগোচ্ছে, এরই মধ্যে দাঁড়িপাল্লার দু'দিকে দুজনকে বসিয়ে ফেলে কারণ খুঁজছে রাহুলের পক্ষপাতের। ওর সরল মুখের দিকে তাকিয়ে আত্রেয়ী বলল, 'আমি কি সুন্দরী!'

'বলোই না!'

'সেভাবে দেখিনি।'

গাম্ভীর্যে ফিরে এল আত্রেয়ী। অর্থহীন এসব আলোচনা, পম্পা কি বুঝবে এগুলো গল্প-উপন্যাসের ঘটনা নয়?

'আমার কিন্তু ওই মহিলার জন্যে দুঃখই হচ্ছে। ওর নিশ্চয়ই ধারণা হয়েছিল রাহুলদা ওকে বিয়ে করবে। অনেক দুঃখে মানুষ সুইসাইড করতে যায়!' পম্পা একটু থামল, যেন পরের কথাগুলো গুছিয়ে নিচ্ছে। তারপর বলল, 'তাতেও খুশি হয়নি। এখন ওকেই বেশ্যা বলছে, অত লোকের সামনে! স্বামীটাও ল্যাদড়া! কী লোক সব! এখন বুঝতে পারছি তুমি পালিয়ে এসে বেঁচে গেছ!'

'পালিয়ে আসিনি, বউদি!' ঈষৎ ক্ষুব্ধ, আত্রেয়ী বলল, 'জানিয়েই এসেছি।'

'তা ঠিক। কিন্তু—'

পম্পা আরও কিছু বলবার আগেই সন্ধ্যা এসে দাঁড়াল দরজায়।

'বউদি, রাতের মাছের ভাগ বুঝতে পারছি না। তেলও কম আছে।'

'তুমি যাও। আমি আসছি।'

মনে হয় আগের কথার খেই হারিয়ে ফেলেছে পম্পা। ক'মুহূর্ত চুপচাপ বসে থেকে ব্যালকনিতে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসে বলল, 'তুমি কি বেরুবে?'

'দেখি। বেরুতেও পারি।'

'বেলা বাড়ছে। স্নানটা করে নিলে পারতে।'

পম্পা চলে গেল।

একই জায়গায় একই ভঙ্গিতে আরও কিছুক্ষণ বসে থাকল আত্রেয়ী। এগারোটা বেজে যাওয়ার শব্দ শুনল। রাস্তায় ট্যাক্সির হর্ন। বড় আর রঙিন একটা প্রজাপতি ঢুকে পড়েছে ঘরে— পাখার হাওয়ার ঝাপ্টায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিশেহারা, বুঝতে পারছে না কোনদিকে যাবে। শেষ পর্যন্ত ব্যালকনির দরজায় গিয়ে বসল। সেটাকে দেখতে দেখতে ক্রমশ ভাবল, এই প্রতিক্রিয়াই কি সে আশা করেছিল পম্পার কাছে? মেখলা সম্পর্কে এতটুকু বিরূপতা নেই, বরং সহানুভূতিই ফুটে উঠেছিল ওর কথায়, 'অনেক দুঃখে মানুষ সুইসাইড করতে যায়!' পম্পা যেভাবে ভেবেছে সে একবারও ভাবেনি সেভাবে। তাহলে কি সে আর মেখলা দাঁড়িয়ে আছে একই জায়গায়! সে পালিয়েই এসেছে বলে বেঁচে গেছে, আর মেখলা তা পারেনি বলে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল! যদি এমন হয় যে বান্টিও ছেড়ে দিল ওকে— এত কাণ্ডের পর সেটা অসম্ভব নয়, তাহলে এই মরতে গিয়েও বেঁচে যাওয়া জীবন নিয়ে কী করবে মেখলা? কোনদিকে যাবে?

প্রজাপতিটা কখন উড়ে গেছে খেয়াল করেনি। নিঃশ্বাস বদলে আত্রেয়ী ভাবল, এই ভাবাবেগ কি অযথা নয়! মেখলার কী হবে তা নিয়ে সে চিন্তিত হবে কেন! তার অভিজ্ঞতা তারই নিজস্ব; অভিজ্ঞতা দিয়েই জানে রাহুলকে যেমন ক্ষমা করতে পারেনি— পারবেও না কোনও দিন, তেমনি ক্ষমা করতে পারবে না মেখলাকেও। না, পারবে না।

চিঠিটা হঠাৎই ছিঁড়ে ফেলল আত্রেয়ী। টুকরোগুলো মুঠোয় দলা পাকিয়ে নিজের ঘরে গেল, জানলা গলিয়ে ফেলে দিল নীচে। অল্প হাওয়ায় এদিক-ওদিক হয়ে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল সেগুলো। তার পরেও কয়েক মুহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে থেকে আবার পম্পাদের ঘরে ফিরে এল সে। যার কাছে যাওয়া যায়, যার ওপর রাগ হয়, অভিমানও হয়, একই ঘূর্ণির মতো যার চিন্তা পাক খায় মনে, তাকে একটা টেলিফোন করতে সে এত অনিশ্চিত বোধ করছে কেন!

একবারের চেষ্টাতেই লাইন পেয়ে গেল। অপারেটরকে উৎপল রায়ের নাম বলার পর যে ফোন ধরল সে উৎপল নয়, বলল, 'একটু ধরুন প্লীজ। মনে হচ্ছে এসেছেন—'

এ কথার একাধিক মানে হয়। উৎপল থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে, কিংবা এমন কোথাও আছে যেখান থেকে তাকে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। কপালে ও গলায় ঘাম অনুভব করতে করতে আত্রেয়ী স্থির করল, সময় যাক, যতক্ষণ 'নেই' না শুনছে ততক্ষণ অপেক্ষা করবে। আজ একাই বেরুবে, যেদিকে ইচ্ছে, সে তো আগেই ঠিক করে ফেলেছিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রায় মিনিটখানেক পরে ওদিক থেকে যে 'হ্যালো' বলল সে উৎপলই।

'আমি আত্রেয়ী—'

'বলো। মহিলা ফোন করছেন শুনেই বুঝেছি তুমি।'

চেনা স্বর, বলার ধরনটাও চেনা। উৎকণ্ঠা কাটিয়ে উঠে আত্রেয়ী বলল, 'আপনার কি ফোন করার কথা ছিল?'

'ছিল তো। কিন্তু, কী করব বলো! জাস্ট দু'মিনিট হল ঠাকুরপুকুর থেকে অফিসে এসে হাতমুখ ধুতে গিয়েছিলাম। এখনই ফোন করতাম তোমাকে—'

একটু নরম হয়ে এল আত্রেয়ী, চিন্তিতও।

'ঠাকুরপুকুরে কেন!'

'ক্যানসার হসপিটালে।' স্বর নামিয়ে বলল উৎপল, 'তোমাকে সেদিন একটা অসুবিধের কথা বলেছিলাম। আসলে আমাদের এক বন্ধু— অনিরুদ্ধ, বছর তিনেক আগে ইস্ফলে জিপ অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে, শৈবালদা চিনবে হয়তো— তার স্ত্রী দেবিকার হঠাৎ ক্যানসার ধরা পড়েছে। বাবা-মা, নিজের জন না থাকলে যা হয়, বেচারাকে দেখার কেউ নেই। একটা স্কুলে পড়াত, এদিকে বছর সাতেকের একটা মেয়ে—'

'শ্বশুরবাড়ির কেউ নেই?'

'আছে। তারা বড় একটা— বুঝতেই পারো—'

'ক্যানসার—ঠিক জানেন?'

'জানি বলেই তো বলছি। আনফরচুনেটলি জানতে একটু দেরি হয়ে গেছে। ও নিজেও নেগলেক্ট করেছে।'

আত্রেয়ী কথা খুঁজে পেল না।

উৎপল বলল, 'তুমি আজ আসবে বলেছিলে। কখন আসবে?'

'কিন্তু—,' দ্বিধান্বিত গলায় বলল আত্রেয়ী, 'আপনি তো অসুবিধেয় আছেন!'

'অসুবিধে যতটা হবে ভেবেছিলাম, তা হয়নি। নৈহাটিতে দেবিকার কাকা, কাকিমা থাকেন, শনিবার গিয়েছিলাম। ওঁরা কাল এসে পড়েছেন। ধরেকরে বেডও পাওয়া গেল। সকালে হাসপাতালে দিয়ে এই ফিরলাম। বিকেলে একবার যাব, ডক্টর গুপ্তর সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'শুনে খারাপ লাগছে।' নিঃশ্বাস সংবরণ করে আত্রেয়ী বলল, 'আজ তবে থাক।'

'থাকবে কেন!' উৎপল বলল, 'ওখানে চারটে থেকে সাতটার মধ্যে যে-কোনও সময় গেলেই হবে। তুমি তোমার সময় বলো না!'

আকস্মিক আবেগে চোখদুটো জ্বালা করে উঠল আত্রেয়ীর। ব্লাউজের হাতায় গাল বেয়ে নেমে আসা জলবিন্দু মুছতে মুছতে কথা হারিয়ে ফেলল সে।

'হ্যালো!'

'শুনছি—'

'কখন আসবে?'

'উৎপলদা, আপনি না বলতে শেখেননি!'

'কেন!'

'কতদিক সামলাবেন! আমি না হয় আর একদিন আসব।'

'শোনো— এসব তো থাকবেই—।' ব্যস্ত গলায় বলল উৎপল, 'তোমার অস্বস্তি বোধ করার কারণ নেই।'

'তবু—।' একটু ভেবে আত্রেয়ী জিজ্ঞেস করল, 'আর কেউ কি যাবে আপনার সঙ্গে?'

'কোথায়?'

'হাসপাতালে?'

'না। কেন?'

'তাহলে আমিও না হয় ঠাকুরপুকুরে যেতাম আপনার সঙ্গে।'

'তোমার ভাল লাগবে না।'

'না লাগুক। যাব, ফিরে আসব। আমার সময় থাকবে।'

'বেশ।' উৎপল বলল, 'যাওয়া যাবে দুজনে। কখন আসবে?'

'চারটে, সাড়ে চারটে?'

'হ্যাঁ, ওই সময়টাই ভাল। ট্রাম-বাস কিছুটা ফাঁকা থাকবে। তা ছাড়া দূরত্বও তো কম নয়।'

আত্রেয়ী চুপ করে থাকল।

'হ্যালো!'

'শুনছি।'

'সিমারুস্ থেকে কোনও খবর পেয়েছ?'

'না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উৎপল সময় নিল। তারপর বলল, 'আরও দু-চারদিন যাক। আমাদের এক কোলিগ এখন এইচ টি এ-তে আছে, সিমারুস্-এর কল্পতরু দাশগুপ্তকে চিনতে পারে। দরকার হলে ওকে দিয়ে খোঁজ নেওয়াব।'

'আজ ও ব্যাপারটা থাক, উৎপলদা। এখনও তো সময় যায়নি!'

'তা অবশ্য— । রাখি তাহলে?'

'হ্যাঁ।'

আস্তে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল আত্রেয়ী। স্তব্ধ চোখে ক'মুহূর্ত টেলিফোনটার দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে সরিয়ে নিল নিজেকে, যেন গত কিছুক্ষণ ধরে পাওয়া ক্রমশ ভারমুক্তির অনুভূতিটা কিছুতেই হারাতে চায় না। নতুন কোনও প্রশ্ন এল না। আস্তে আস্তে জড়িয়ে পড়ল একটা বিষণ্ণতার ঘোরে। টের পেল শরীরের প্রতি কোষে ছড়িয়ে পড়ছে এর আগে অননুভূত আবেগ, যা নিশ্চিত রাগ নয়, দুঃখ কিংবা অভিমানও নয়। শিথিল লাগছে সকাল থেকে কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত অনেকটা সময় ধরে টান-টান হয়ে থাকা স্নায়ুগুলো— রাতের বৃষ্টির মতো এক অস্পষ্ট ধারায় ভিজে যাচ্ছে শরীরের ভিতরটা।

জোর করে নিজেকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করল আত্রেয়ী। দেবিকাকে সে চেনে না, তবু কল্পনায় ধরতে চাইল তার মুখের আদল, তার দেরিতে ধরা-পড়া ক্যানসারে আক্রান্ত চেহারা। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে কী ভাবছে সে এখন? মাত্র সাত বছরের মেয়েটির কথা— যদি না সারে, যদি মরেই যায়, তাহলে কোন ভবিষ্যতের মধ্যে রেখে যাবে তাকে? নাকি ভাবছে তার মৃত স্বামীকে, যে থাকলে হয়তো পুরো ঘটনাটাই হত অন্যরকম? এমনও কি হতে পারে যে স্বামী বা সন্তান নয়, দেবিকা ভাবছে উৎপলেরই কথা, নিঃসম্পর্কিত হয়েও যে হয়তো এখনও তাকে দিয়ে যাচ্ছে বাঁচার আশ্বাস?

একটু বা এলোমেলো হয়ে উঠল আত্রেয়ীর নিঃশ্বাস। চারদিকের আপাত-নৈঃশব্দ্যের মধ্যে উদ্দেশ্যহীন, আবার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে কখনও আকাশ কখনও রাস্তা দেখতে দেখতে ভাবল, এ কেমন জীবন! কেউ পায় না, কেউ পেতে চেয়ে নষ্ট হয়ে যায়, কেউ বা সমস্ত পেয়েও এগোতে থাকে সর্বস্ব হারানো নিঃসঙ্গতার দিকে!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

৩

সিমার্স্-এ ইন্টারভিউ দেওয়ার পরে আঠারো দিনের দিন সকালে অফিসে বেরুনোর আগে ডেকে পাঠাল শৈবাল।

এই সময়টা সকলেই নীচে থাকে। একটু আগে চান্দ্রেয়ী এসেছিল ওপরে, বুকসেল্ফ ঘেঁটে কী একটা বই বের করে নীচে গেল। সে-ই ফিরে এল কয়েক মিনিট পরে।

'দিদিভাই, দাদা ডাকছে।'

বিছানায় গা ছড়িয়ে অন্য কিছুর অভাবে আত্রেয়ী তখন একটা গল্পের বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিল, উঠতে উঠতেই জিজ্ঞেস করল, 'দাদা বেরোয়নি এখনও?'

'বেরোচ্ছিল। কী একটা চিঠি এসেছে, তোকে ডাকতে বলল।'

'কার চিঠি?'

'জানি না।' ব্যস্ত হয়ে বলল চান্দ্রেয়ী, 'আয় তাড়াতাড়ি!'

'তুই যা। আমি আসছি।'

ভোররাতে বৃষ্টি হয়ে গেছে একপশলা। মেঘের গর্জনে মিশে এতটাই তার জোর যে মনে হচ্ছিল থামবে না সহজে। ভোরের আগে বৃষ্টিটা ধরে গিয়ে রোদ উঠলেও আবার মেঘলা ভাব ফিরে এসেছে আকাশে। প্রচণ্ড শব্দ ছড়িয়ে একটা প্লেন চলে গেল এয়ারপোর্টের দিকে। শব্দটা অনুসরণ করতে করতে সামান্য মন্থর বোধ করল আত্রেয়ী, কিছু বা শঙ্কিতও। তারই চিঠি কি? হঠাৎ শৈবালই বা ডাকবে কেন! এসব ভেবে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল সে।

শৈবাল বসে আছে খাওয়ার টেবিলে। হাতে একটা মুখছেঁড়া খাম। পম্পাও ছিল, তাকে দেখে 'এসো' বলে হেঁটে গেল রান্নাঘরের দিকে। ক'দিন ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো হয়েছে আদিনাথের, সঙ্গে হাঁপানি; সম্ভবত বাবা, মা দুজনেই এখন নিজেদের ঘরে। চান্দ্রেয়ীকে দেখল না।

শৈবাল উঠে দাঁড়াল। খামটা তার হাতে দিয়ে বলল, 'এইমাত্র কুরিয়ার সার্ভিসে এল। আমিই খুলেছি।'

ফ্যাকাশে মুখে দাদাকে দেখতে দেখতে আত্রেয়ী জিজ্ঞেস করল, 'কার চিঠি?'

www.BanglaBook.org

এমনিতে গম্ভীর এবং কথা কম বললেও এখন বেশ ছড়িয়ে হাসল শৈবাল।

'পড়েই দ্যাখো। তোমার জন্যে খবর আছে।'

নাম, ঠিকানা টাইপ করা সাদা খামের পিছনে এমব্রেম এমবস্ করা থাকলেও সেটা দেখে বুঝল না কিছু। সন্তর্পণে চিঠিটা বের করতে করতে ঈষৎ উত্তেজনা বোধ করল আত্রেয়ী, মৃদু শিহরন খেলে গেল শরীরে। সিমারস্-এর লেটারহেড-এ টাইপ করা ছোট চিঠি— আগের দিনের ইন্টারভিউয়ের উল্লেখ করে ফাইনাল ডিসকাসনের জন্যে দুপুর দুটোয় দেখা করতে বলেছে ডিরেক্টর কল্পতরু দাশগুপ্তর সঙ্গে। আজই? নীচে সই করেছে ডলি সেন, ম্যানেজার, মার্কেট রিসার্চ।

বার দুয়েক চিঠিটা পড়ে চোখ তুলল আত্রেয়ী। একটু বা দিশেহারা, যেন ঠিকঠাক বোধগম্য হয়নি চিঠির ভাষা।

শৈবাল বলল, 'খুশি তো! দু'দিন মুখ শুকিয়ে ছিলে, এবার অন্তত হাসো একটু!'

অল্প হাসি ফুটল আত্রেয়ীর ঠোঁটে, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারল না। বলবে না ভেবেও বলে ফেলল, 'ফাইনাল ডিসকাসন মানে কি আরও একটা ইন্টারভিউ? তারপর—'

'তা কেন হবে!' আত্রেয়ীকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বলল শৈবাল, 'সিলেকশন না হলে এমন চিঠি দিত না। হয়তো টার্মস নিয়ে কথা বলবে, কবে জয়েন করতে পারবে জিজ্ঞেস করতে পারে। সরকারি অফিস তো নয়— এরা এইভাবেই করে।'

এটা তার আপ্লুত হওয়ার সময়, তবু নিঃসন্দেহ হতে পারছে না। প্রায় আত্মবিশ্বাস না-থাকা গলায় আত্রেয়ী জিজ্ঞেস করল, 'কী বলবে?'

'কী বলবে?' শৈবাল নিজেও যেন আশা করেনি প্রশ্নটা, ধন্দে পড়ল একটু। তারপর বলল, 'তুমি তো চাকরিই চাইছিলে— যে-কোনও একটা চাকরি। কোনও চয়েস যখন নেই তখন যা অফার দেয় তা-ই মেনে নেওয়া ভাল। আমি খোঁজ নিয়েছি, কোম্পানিটা ভাল। ট্রেনি হিসেবে নিলেও খারাপ দেবে না। তারপর কনফার্মেশন, প্রোমোশন হলে তো কথাই নেই— স্কাই ইজ দা লিমিট। চিন্তার কোনও সুযোগই নেই।'

আত্রেয়ী অতদূর ভাবল না। গত দু' তিনদিনে জমে-ওঠা ব্যর্থতার অনুভূতি এখনও আচ্ছন্ন করে রেখেছে তাকে। একই বিষণ্ণতার জেরে উঠে আসা দীর্ঘশ্বাস চাপতে মাথা নিচু করল সে, ভাবল, ইন্টারভিউ

www.BanglaBook.org

দেওয়ার পর থেকে আজ ঠিক আঠারো দিন— যার কোনও চয়েস নেই, আত্মবিশ্বাসের জোর নেই, পনেরো দিন পার হতে না হতেই সে এত মুষড়ে পড়েছিল কেন ! দু'দিন সে ভাল করে কথা বলেনি কারও সঙ্গে, বাড়ি থেকে বেরোতে ইচ্ছে হয়নি, ক্যানসার হাসপাতালে আরও একদিন দেবিকাকে দেখতে যাবে বলে উৎপলকে সময় জানিয়েও জ্বরের অজুহাতে ফোন করে ক্যানসেল করেছে যাওয়া। নিজের বর্তমানটাকে ঠিকঠাক গুছিয়ে নেওয়ার ইচ্ছে থেকে ক্রমশ ঢুকে পড়েছিল ভবিষ্যতের ভাবনায়— যেখানে সে একা, বিচ্ছিন্ন, সম্পর্কশূন্য ; যেখানে, এমনও হতে পারে, বাঁচা এবং মরার মধ্যে তফাত নেই কোনও। একই ভাবনা থেকে পরশু দুপুরে কাউকে কিছু না জানিয়ে লকারের চাবি নিয়ে চলে গিয়েছিল ব্যাঙ্কে— গয়নাগুলো যেমন ছিল তেমনি আছে কি না দেখে নিয়ে পৌঁছতে চেয়েছিল একটা হিসেবে, কত দাম হবে পঁয়তাল্লিশ, পঞ্চাশ ভরি সোনার ? এ ছাড়াও ফিক্সড ডিপোজিটে আছে লাখ দেড়েক এবং আরও কিছু। এসব নিয়ে সল্টলেকের বাড়ি ছেড়ে সে যদি চলে যায় অন্য কোথাও, কোনও মেয়েদের হস্টেলে-টস্টেলে, এইসব ভাঙিয়ে কি টানতে পারবে না আট-দশ বছর ? আর কিছু না হোক, পুঁজি ভাঙিয়েই অন্যের আয়ে অন্য-নির্ভর হয়ে থাকার গ্লানি থেকে বাঁচতে পারে কিছুটা। ইতিমধ্যে অন্য কিছু জুটে গেলে ভাল ; না হলে, যেটা এতদিন করেনি, বাঁচার সম্বল শেষ হয়ে গেলে নিজেকে শেষ করে দেওয়ার অধিকারও তার নিজেরই থাকবে। কোনও কোনও মানুষের গল্প শেষ হওয়ার আগেই থেমে যায়, তারও না হয় সেইরকমই হবে।

হ্যাঁ, এইসব সে-ই ভেবেছিল। কেন ভেবেছিল ? নাকি হতাশারও একটা ধর্ম আছে, একবার অভ্যস্ত হতে শুরু করলে তা ক্রমশই টানতে থাকে ভিতরের দিকে ; ক্রমশ সম্পূর্ণ হতে থাকে বাইরের সম্পর্কগুলো থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার ইচ্ছে !

শৈবালের কথা ঠিক হলে এখন সে অন্যরকম ভাবতে পারে। গত দু' তিনদিনের উৎকণ্ঠার জের এখনও না কাটলেও এখন মনে হচ্ছে সত্যি-সত্যিই একটা দাঁড়াবার জায়গা পেতে যাচ্ছে সে। চাকরিটা কেমন হবে জানে না, কী করতে হবে তাও না ; কিন্তু এমন নিরুপায় অবস্থায় কেউ কি পারে বাছবিচার করতে ! কী একটা কথা আছে না, ভিখিরির আবার খুদকুঁড়ো ! তাকে মাথাই নাড়তে হবে।

নিজেকে প্রায় সেই মানসিকতায় নিয়ে গিয়ে আত্রেয়ী বলল, 'তুমি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সত্যিই পয়া, দাদা। জোর করে অ্যাপ্লাই করালে, সার্টিফিকেট জেরক্স করে এনে দিলে। আর আজ—'

শৈবাল দেখল আত্রেয়ী ভাঙার মুখে। সেই একবার দিল্লি এয়ারপোর্টে দেখেছিল, তারপর আজ ; ধরনটা প্রায় একই। মাঝখানে অদ্ভুত একটা কাঠিন্য এসে গিয়েছিল চোখমুখে, ব্যবহারে, যেন ইচ্ছে করেই দূরে চলে যাচ্ছিল ক্রমশ। এই মুহূর্তে সে নিজেও ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল কিছুটা। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে আত্রেয়ীর কাঁধদুটো চেপে ধরে বলল, 'যা হয়েছে, তোমার নিজের জোরেই হয়েছে। কিন্তু—', একটু থেমে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল শৈবাল, 'সামান্য ব্যাপারে এতটা সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়ছ কেন ! মনে রাখবে, এরপর নতুন চ্যালেঞ্জ আসবে। অ্যাট এনি কস্ট, তোমাকে এগোতেই হবে। সেটা পারলে নতুন কনফিডেন্স আসবে— নিজের ভবিষ্যৎ নিজের ইচ্ছেমতো গড়ে নিতে পারবে—'

খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসছে পুরনো শৈবাল। মনে রাখবে, চ্যালেঞ্জ— পুরনো কথাগুলোই ফিরে আসছে নতুন তাৎপর্য নিয়ে। আত্রেয়ী নিজেকে সংযত করে নিল। হাতের উল্টোপিঠে চোখ মুছে বলল, 'দেখি কী হয় !'

কথাবার্তার মধ্যে কখন এগিয়ে এসেছে পম্পা আর চান্দ্রেয়ী, দূরে কাছে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ, খেয়াল করেনি। এখন মনে হল চিঠিটা ভেবেচিন্তেই খুলেছিল শৈবাল, তেমন হতাশজনক খবর হলে জানাত না তাকে। সম্ভবত পম্পা, চান্দ্রেয়ীরাও জানে ব্যাপারটা, তা না হলে এমন কৌতূহলহীন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত না। এই একটি ঘটনাই কি বুঝিয়ে দিচ্ছে একই ছাদের নীচে সকলের মধ্যে থেকেও সে কত আলাদা হয়ে গেছে সকলের থেকে—পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যেও গড়ে উঠেছে কতটা আড়াল ! যদি তা না হত, তাহলে ওরাও নিশ্চয়ই এগিয়ে আসত এতক্ষণে, কিছু বলত, শৈবালের ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে থাকত না।

একটু উদাসীন হয়ে পড়ল আত্রেয়ী। কে জানে, সে-ই হয়তো দায়ী এর জন্যে !

'সাড়ে ন'টা বেজে গেছে।' শৈবাল বলল, 'বারোটায় ক্যামাক স্ট্রিটে পৌঁছতে হলে কিন্তু আর বেশি সময় নেই।'

সময়টা হিসেব করে নিল আত্রেয়ী। আড়াই ঘণ্টা মানে অনেকটা।

www.BanglaBook.org

কতক্ষণ আর লাগবে তৈরি হতে !

'এরাও তেমনি !' চান্দ্রেয়ী হঠাৎ বলল, 'চিঠিটা দু'দিন আগেও তো পাঠাতে পারত !'

'ওদের দোষ নয়। কুরিয়ার সার্ভিসই দেরি করেছে। তবু ভাল যে সকালেই দিয়ে গেল।'

শৈবাল ঘড়ি দেখল। তারপর বলল, 'ড্রাইভার আজ ফিরেছে। আমি কি পৌঁছে দেব তোমাকে ?'

'কেন ! আমি নিজেই যেতে পারব।'

'অসুবিধে হত না কিন্তু। মেঘ জমছে, হঠাৎ বিষ্টিফিষ্টি নামলে—, অফিসে একটা ফোন করে দিলেই হবে।'

'আমি এগারোটার আগেই বেরিয়ে পড়ব। ট্যাক্সিতে আর কতক্ষণ লাগবে !'

'বেশ। তা-ই যেও।' অ্যাটাচিটা হাতে নিয়ে কী ভাবল শৈবাল, যেতে-যেতেও ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, 'চিঠি, সার্টিফিকেট সব গুছিয়ে নিও। আজ হয়তো দেখতে চাইবে।'

শৈবাল এগোচ্ছে, পিছনে পম্পা। দৃশ্যে ফুটে উঠেছে প্রতিদিনের অভ্যাস। কয়েক মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে থেকে ফেরার মুখে চোখাচোখি হতে চান্দ্রেয়ী বলল, 'মা-বাবা জানে না এখনও। জানাবি না ?'

'চিঠিটা পড়েছিস ?'

'না, শুনলাম বউদির কাছে।'

'চাকরি হয়নি এখনও। হতে পারে। যদি না হয় !'

চান্দ্রেয়ীর মুখে ছায়া ছড়াল।

'তুই বড্ড পেসিমিস্ট !'

'জানি না।'

শৈবালের গাড়ির শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই ফিরে এল পম্পা। দূর থেকেই বলল, 'আমার একটা সাজেশান আছে, ছোড়দি।'

'নাও এবার !' ঠাট্টা করার ধরনে বলল চান্দ্রেয়ী, 'দেবা গেলেন, দেবী এলেন। শোনো তাঁর বক্তব্য।'

'বাজে বকিস না তো !' পম্পা বলল, 'ছোড়দি, আগের দিন যে-শাড়িটা পরে গিয়েছিলে সেটাই পরবে নাকি ? ওটা লাকি হতে পারে।'

'প্লিজ, দিদিভাই, নো ! ওরা তাহলে গাঁইয়া ভাববে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আত্রেয়ী হাসল। জবাব দিল না। এবার আস্তে আস্তে তৈরি হওয়া দরকার। মাথার ভিতর একটা চাপা উত্তেজনা থাকলেও এখন নির্ভার লাগছে অনেকটা। হয়তো শৈবালের কথাই ঠিক। সিলেকশন না হলে ডাকত না তাকে। এর পরেও কতটা সংশয়, কতটা সন্দেহ আছে কে বলবে! কিন্তু এখনই আবার ওসব ভাববে কেন! চলে যাওয়ার আগে আজ সে নিজেই বলল, 'বউদি, আজ খেয়েই বেরোব।' এবং অনুভব করল, কথাগুলো বলতে পেরে ভালই লাগছে।

আরও ঘণ্টাখানেক পরে সিমারস্-এ যাওয়ার জন্যে ট্যাক্সিতে উঠে এতক্ষণে পুরনো হয়ে যাওয়া ঘটনার জের টেনে আত্রেয়ী ভাবল, জীবন হয়তো এইরকমই—যা স্বাভাবিক তাকেই আঁকড়ে ধরে। যা? না যে? হতে পারে; সম্পর্কের স্বাভাবিকতা থেকে যে বিচ্যুত এড়িয়েই যায় তাকে। কিন্তু এই যে সে শৈবাল কি পম্পা কি চান্দ্রেয়ীর মতো স্বাভাবিক সম্পর্কের মধ্যে থেকেও স্বাভাবিক হতে পারছে না, এগোতে গিয়েও পিছিয়ে আসছে, একা হয়ে পড়ছে বার বার, নিজেকে মনে হচ্ছে বৃত্তের বাইরে— এ সবের জন্যে দায়ী করবে কাকে? ভাগ্যকে? ভাগ্যই যাকে ছেড়ে গেছে সে কী করে আবার ফিরবে নিঃশর্ত সেই সম্পর্কের মধ্যে, যার নাম জীবন!

কেমন যেন গোলমেলে ব্যাপারগুলো। বোধ, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা দিয়ে স্পর্শ করা যায় না।

মনে পড়ল, সেই প্রথম দিন উৎপলের সঙ্গে ক্যানসার হাসপাতালে দেবিকাকে দেখতে যাওয়ার সময় সে নিজেই তুলেছিল কথাটা, 'কারও কারও জীবনে এত ঘটনা ঘটে! বিয়ে, বাচ্চা, স্বামী মরে গেল অ্যাক্সিডেন্টে, এখন নিজের ক্যানসার—এত কিছু সহ্য করেও মানুষ বাঁচে কী করে!'

ট্রামে, পাশাপাশি, ক্রমশ ভিড় বেড়ে ওঠায় দাঁড়িয়ে-থাকা যাত্রীদের ক্বচিৎ নিঃশ্বাস এসে পড়ছে ঘাড়ে, ওরই মধ্যে জানলার বাইরের দৃশ্যে চোখ রেখে উৎপল বলল, 'বাঁচা ব্যাপারটাই তো আপেক্ষিক। এমন অনেক মানুষও তো আছে যাদের জীবনে কোনও ঘটনা ঘটে না—ঘটনার অভাব মেনে নিতে নিতে একসময় বুঝতে পারে এভাবে বাঁচার কোনও মানে হয় না!'

সেই মুহূর্তে উৎপলের দিকে তাকাতে গিয়েও তাকাল না আত্রেয়ী। কাঁধে কাঁধ ছুঁয়ে যাচ্ছে ট্রামের দোলায়, কখনও বা হাতে হাত—এতটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সংস্পর্শের মধ্যে এর আগে কখনও ধরা পড়েনি তারা। তবু, আত্রেয়ীর মনে হল, তার কথার উত্তরেই কথাগুলো বলেনি উৎপল, তাকেও বলেনি, প্রায় স্বগতোক্তির ধরনে উচ্চারিত শব্দগুলো নৈকট্যের মধ্যেই তৈরি করে দিয়েছে এক ধরনের দূরত্ব। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কোন অভিজ্ঞতা থেকে কী বলতে চাইল উৎপল। সে কি নিজের কথাই বলছে! কিন্তু, তা-ই যদি হবে, তাহলে সে দেবিকার জন্যে এত চিন্তা, এত ছোটাছুটি করছে কেন; তার জন্যেই বা এত ব্যস্ত হয়ে পড়ে কেন!

আত্রেয়ী চুপ করে থাকল। এসব কথা জিজ্ঞেস করা যায় না। অচেনা দেবিকার জন্যে নয়, নিজের জন্যেই আজ সে উৎপলের সঙ্গী হয়েছে, কিন্তু, কখনও দূরের, কখনও কাছের কলকাতা পেরিয়ে যেতে যেতে এখন মনে হল উৎপলও অচেনা, তৈরি-করা এই সান্নিধ্যে আরও বেশি একা লাগছে নিজেকে। এমনও হতে পারে, সে চেয়েছিল বলেই সঙ্গ দিয়ে যাচ্ছে উৎপল, কিন্তু ভাবছে দেবিকারই কথা! কীরকম সম্পর্ক ওদের?

একটা মনে-পড়া টেনে নেয় অন্য মনে-পড়ায়—সেদিন আর আজ, এই মুহূর্তের মধ্যে নিজের অবস্থানটা চেনা যায় না ঠিক। পার্ক স্ট্রিটের কাছাকাছি এসে অভ্যাসবশত সময় দেখল আত্রেয়ী, ক্যামাক স্ট্রিটের ঠিক কোনখানে যাবে তা বুঝিয়ে দিল ট্যাক্সিওলাকে। নিঃশ্বাস আলগা করে ভাবল, আজকের এই যাওয়াটা সেদিন হিসেবের মধ্যে ছিল না—সেদিন দেবিকাই ছিল, সে ছিল না। তাকে দেবিকার কাছে রেখে উৎপল চলে গিয়েছিল ডক্টর গুপ্তর সঙ্গে কথা বলতে। ফর্সা, নীরক্ত মুখ, হারানো ক্রিমির মতো কয়েকটা শিরার আভাস গালের পাশে ও গলায়, বেপাটে হাতে তার হাতটা ধরতেই দেবিকার শরীরের ক্ষয় আড়াল থাকল না। ওরই মধ্যে উজ্জ্বল চোখ দুটো, স্পষ্ট গলায় দেবিকা বলল, 'উৎপল কেন আমাকে বাঁচাতে চাইছে বলুন তো! ক্যানসার কি সারে! শুধু শুধু টাকা নষ্ট, পরিশ্রম, দুশ্চিন্তা!'

অপরিচিতের প্রশ্নে ধাক্কা থাকে না। দেবিকা বলেছে বলেই আত্রেয়ী বলেছিল, 'আজই এলেন এখানে—এখনও তো চিকিৎসা শুরু হয়নি—। ঠিক ভাল হয়ে যাবেন।'

দেবিকার দৃষ্টিতে অবিশ্বাস, জবাব না দিয়ে তাকিয়ে থাকল তার মুখের দিকে। পরে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'উৎপলকে অনেকদিন চেনেন?'

এ প্রশ্নের উত্তর হয় না। একটু আগে ট্রামে আসতে আসতে প্রায় এই

www.BanglaBook.org

ধরনের প্রশ্নেই একা হয়ে গিয়েছিল আত্রেয়ী। এখন শুধুই হাসল।

'আমি অনেকদিন চিনি। আমার স্বামীর বন্ধু—দুজনে একসঙ্গে ঢুকেছিল ইনফরমেশন ব্যুরোয়—।' দেবিকা পাশ ফিরে এল, উদাসীন চোখে আশপাশের অন্য রোগীদের দেখতে দেখতে বলল, 'আজ এখানে দিয়ে যাওয়ার পর ভাবছিলাম বড্ড স্বার্থপর আমি! এতদিন চিনি ওকে, এত ভালবাসে আমাকে, কিন্তু আমি ওর বাড়ি চিনি না, বাড়িতে কে আছে জানি না! নিজের কথা তো বলে না! মাঝে মাঝে অবশ্য মা'র কথা বলে—'

দীর্ঘশ্বাস এড়াতে পারল না দেবিকা। আবার সোজা হয়ে শুয়ে ঢোঁক গিলল হাঁ করে। দৃষ্টি ওপরে, যেন নিজেকেই খুঁজছে। অল্প ভিজে লাগছে চোখের কোণ। ওইভাবেই সময় নিয়ে বলল, 'যে এত দেয়, তাকেও তো দিতে হয় কিছু! একদিন বাড়িতে ডেকে খাওয়াইনি পর্যন্ত! এখন আর কী দেব! ভাবছি, যদি মরে যাই, মেয়েটাকে দিয়ে যাব ওকে। আমাকে বাঁচাতে পারবে না, কিন্তু মেয়েটা বাঁচবে। উৎপলকে ওর খুব পছন্দ—'

প্রায় ঘোরের মধ্যে কথা বলছিল দেবিকা। একবারও ভাবেনি যাকে বলছে সে বস্তুত তার কেউই নয়। ওষুধ-ওষুধ, অসুস্থ একটা গন্ধ পেল আত্রেয়ী, নাকি এ সম্ভাব্য মৃত্যুরই গন্ধ? কথা ঘোরাবার চেষ্টায় জিজ্ঞেস করল, 'মেয়ের নাম কী?'

'দেবলীনা।' সামান্য হাসি খেলে গেল দেবিকার বিষণ্ণ মুখে, 'ওর বাবা ডাকত দেবী। উৎপলও দেবী বলে ডাকে।'

তন্ময়তা এসে গিয়েছিল। সাড় পেল ট্যাক্সিওলার ডাকে।

'হাঁ জি, বোলিয়ে?'

'ব্যস, ব্যস—সামনের বিল্ডিং।'

ট্যাক্সিতে ওঠার সময় মেঘ ছিল, আকাশে ভাসমান চিলগুলো অনেকটা নীচে নেমে যেভাবে চক্কর দিচ্ছিল তাতে মনে হয়েছিল যে কোনও সময় নেমে পড়বে বৃষ্টি। ইতিমধ্যে কখন মেঘ ভেঙে নরম কিন্তু ঝকঝকে রোদ উঠেছে খেয়াল করেনি। ভাড়া মিটিয়ে সিমার্স্-এর অফিসের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আত্রেয়ী হঠাৎ মনে পড়ল আরও একদিন উৎপলের সঙ্গে ঠাকুরপুকুরে দেবিকাকে দেখতে যাওয়ার কথা ছিল তার—সেদিন দেবিকার মেয়েও যেত সঙ্গে, অ্যাপয়েন্টমেন্টটা নিজেই ক্যানসেল করেছিল সে। কিন্তু, দেখতে না যাক, এই দু' তিনদিনে কি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেবিকার খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল না তার? কিংবা, আজও, সিমারস্-এর চিঠি পেয়ে সে কি একটা ফোন করতে পারত না উৎপলকে? দেবিকা নিজেকে স্বার্থপর ভেবে থাকলে সে-ই বা কম কিসে! না, ঠিক হল না; যদি তাড়াতাড়ি ছাড়া পায় তাহলে এখান থেকে বেরিয়েই ফোন করবে উৎপলকে।

বারোটা বাজতে এখনও দেরি আছে কিছুক্ষণ। ধীরেসুস্থে লিফ্টের কাছে এসে এবং লিফ্টে উঠতে উঠতে আঠারো দিন আগেকার অনুভূতিগুলো খুঁজে পেল না আত্রেয়ী। আজ সে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ, উত্তেজনা থাকলেও উৎকণ্ঠা নেই; লিফ্ট, নোটিশ, দেওয়াল কিছুই অচেনা লাগছে না। লিফ্ট থেকে বেরোবার আগে শুধু শিথিলভাবে মনে পড়ল শৈবালের কথাগুলো, তার কোনও চয়েস নেই।

চিঠিটা দেখে চোখ তুলে হাসল রিসেপশনিস্ট যুবতী। তাকে বসতে বলে ফোন করল কাকে, 'মিস ব্যানার্জি হ্যাজ কাম।'

শেষের শব্দ দু'টি আলাদা হয়ে ধরা দিল কানে। আত্রেয়ী ভাবল, আজই হয়তো সিমারস্-এ শেষবার নিজের পরিচয় দিতে হল তাকে—সব ঠিকঠাক চললে পরের দিন এদেরই একজন হয়ে সটান ঢুকে পড়তে পারবে সে। পরের দিন, মানে কবে? এরা তো জানেই সে বেকার এবং যে-কোনও দিন জয়েন করতে পারে!

ঈষৎ অধৈর্য বোধ করল আত্রেয়ী, নিঃশ্বাসের দ্রুতভাব এড়াতে পারল না।

রিসেপশনে তার ঠিক উল্টোদিকের সোফায় পায়ের ওপর পা তুলে বসে জুতো দোলাচ্ছে কালো সাফারি স্যুট পরা গোল ও বড় চেহারার, ছোট মাথাওলা একটি মাঝবয়েসী লোক—কুঁতকুঁতে ও কটা চোখ দুটো তার ওপরেই নিবদ্ধ। তার দৃষ্টি আঁচ করে ডান কাঁধে সামান্য বেরিয়ে থাকা ব্রা-র স্ট্র্যাপটা ব্লাউজের ভিতর ঠেলে দিয়ে আঁচল গুছিয়ে নিল আত্রেয়ী; লোকটির বেয়াড়া পা নাচানো উপেক্ষা করার চেষ্টায় অনুভব করল ভঙ্গিটা থেকে যাচ্ছে মাথায়। এভাবে কতক্ষণ বসে থাকতে হবে জানে না, হয়তো সময় পুরো না হওয়া পর্যন্ত। আপাতত অন্যমনস্ক হওয়ার জন্যে সামনের গোল টেবিলের ওপর পড়ে-থাকা ম্যাগাজিনগুলোর মধ্যে থেকে 'নিউজউইক'টা তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাতে যাচ্ছিল, তার আগেই কানে এল চেনা গলা, 'মিস ব্যানার্জি!'

আইরিন। নামটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর আগের দিনের

www.BanglaBook.org

পোশাকটাও ভেসে উঠল চোখে। অফ-হোয়াইট স্কার্ট ও ব্লাউজে আজ একটু অন্যরকম লাগছে, চুলের ছাঁদও বদলেছে মনে হয়। আত্রেয়ী উঠে দাঁড়াতে নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিল আইরিন, তার হাতে বেশ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'ওয়েলকাম টু সিমার্স্।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

তার হাত ধরা অবস্থাতেই ভুরু কুঁচকে পা-নাচানো লোকটির দিকে তাকাল আইরিন, সঙ্গে সঙ্গে ভঙ্গি পাল্টে নড়েচড়ে বসল লোকটি। টেলিফোন বাজছে। রিসিভার তুলতে তুলতে রিসেপশনিস্ট বলল, 'সাম মেন আর লাইক দ্যাট। রিয়েলি অ-ফুল!'

আইরিন মন্তব্যে গেল না। তাকেই দেখছে।

'হোয়েন ডিড ইউ গেট আওয়ার লেটার?'

'ওনলি দিস মর্নিং।'

'ওহ্ ডিয়ার! প্রায় মিস করতে বসেছিলে! সরি!' আইরিন বলল, 'আসলে প্রায় তিনদিন আমাদের টেলিফোন কাজ করছিল না। থ্যাঙ্ক গড, আজ সকালে অন্তত পেয়েছ!'

আত্রেয়ী হাসল। এখন আর অনিশ্চিত লাগছে না।

'এসো। মিসেস সেন তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। তোমাকে মিস্টার দাশগুপ্তর কাছে নিয়ে যাবেন।'

চেনা জায়গা। কনফারেন্স রুম পেরিয়ে দু'দিকের কাচের ঘরের মধ্যে দিয়ে আইরিনের সঙ্গে চমৎকার হেঁটে গেল আত্রেয়ী। 'টয়লেটে যাবেন?', হঠাৎই মনে পড়ে গেল নন্দিতাকে। ঘোষাল, না হালদার? পদবিটা মনে পড়ল না ঠিক, মুখের আদল ধরা দিতে গিয়েও দিল না। বোঝা যাচ্ছে না নন্দিতা বা আর যারা সেদিন ইন্টারভিউ দিয়েছিল তার সঙ্গে, তাদের মধ্যে আর কে কে ডাক পেয়েছে তার মতো। আইরিনের ওয়েলকাম শুনে মনে হচ্ছে চাকরি হওয়ার ব্যাপারে এখন আর অনিশ্চয়তা নেই; জয়েন করার পরে মুখ চিনে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে আর কে কে এল।

ডিরেক্টরস্ রুম পেরিয়ে আরও দুটো দরজা। তৃতীয়টার গায়ে নেমপ্লেটে 'সেন', সেই দরজা ঠেলে তাকে নিয়ে ঢুকে পড়ল আইরিন।

'আসুন—'

ডলি সেনের সম্বোধনে আন্তরিকতা থাকলেও উচ্ছ্বাস নেই। মুখে আল্‌গা হাসি, ইঙ্গিতে তাকে বসতে বলে হাতের পেনসিলটা ঠোঁটের ওপর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বোলাতে বোলাতে কয়েক মুহূর্ত এমনভাবে দৃষ্টি স্থির রাখল তার মুখের ওপর যে আত্রেয়ীর মনে হল আগের দিনের মতোই আরও একটা ইন্টারভিউয়ের সম্মুখীন হতে যাচ্ছে সে। টেবিলে কিছু কাগজপত্র, বড় প্যাডের ওপর পেনসিলের নোট, বাঁদিকে কমপিউটারের পর্দায় থেমে আছে একটা গ্রাফ—এমনও হওয়া সম্ভব যে কাজের ঘোর থেকে ছাড়াতে পারেনি নিজেকে। কয়েক মুহূর্ত বলতে অবশ্য কয়েক মুহূর্তই, তারপরেই হাসিটা ছড়িয়ে দিল ডলি সেন।

'চিঠি পেয়েছেন তাহলে! আমাদের একটু সন্দেহ ছিল—'

'টেলিফোন খারাপ ছিল শুনলাম।'

'কে বলল, আইরিন?'

চকিতে আইরিনকে দেখে নিল ডলি, 'ইয়েস, দ্যাটস দা কাইন্ড অফ প্রবলেম উই অফন্ ফেস।'

আবার আইরিনের দিকে তাকাল ডলি। আইরিন যেন তৈরিই ছিল, জিজ্ঞেস করল, 'হোয়াট উড ইউ হ্যাভ, মিস ব্যানার্জি? টি? কফি? অর এনিথিং সফ্‌ট?'

কিছু খাওয়া এই মুহূর্তেই জরুরি নয়। তবু, না ভেবেই আত্রেয়ী বলে ফেলল, 'কফি।'

'নর্মাল?'

আত্রেয়ী ঘাড় নাড়ল। ডলি বলল, 'গিভ মি ব্ল্যাক প্লিজ।'

আইরিন চলে গেল।

পরের কথা শুরু করার আগে কমপিউটারটা অফ করল ডলি। কপালে বড় খয়েরি টিপ, মন্দির-পাড় সিল্কের শাড়ি ও মানানসই ব্লাউজে অভিজাত লাগছে। সামনের কাগজগুলো গুছিয়ে নিল দ্রুত।

'সো! আমরা যেভাবে বলি—ওয়েলকাম টু সিমারুল!' চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে সহজ হয়ে বসল ডলি, 'সেদিন যা বলা হয়েছিল, এক্সিকিউটিভ ট্রেনি হিসেবে আমরা এখন অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে পারি আপনাকে—প্রোভাইডেড আমাদের অফার আপনি অ্যাকসেপ্ট করেন—'

আত্রেয়ী জানে তার কোনও চয়েস নেই। সুতরাং, চুপ করে থেকে ডলি আরও কী বলে শোনার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

এই সময় কফি নিয়ে ঢুকল বেয়ারা। সঙ্গে আইরিন। কাপ দুটো যার যার সামনে নামিয়ে রেখে চলে গেল নিঃশব্দে।

'আপনার কফি।' নিজের কাপটা তুলে নিয়ে চুমুক দিল ডলি। চোখ

www.BanglaBook.org

তারই দিকে। কাপটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, 'আপনি তো রাজিই হয়েছিলেন সেদিন ?'

কফিতে চুমুক দেওয়ার আগে ঘাড় নাড়ল আত্রেয়ী। ভদ্রতা করে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ ফর সিলেক্টিং মি।'

'আমাদের নিয়ম, ছ' মাস থেকে এক বছর প্রোবেশনে থাকতে হয়। এ ধরনের মার্কেট স্টাডি, সার্ভে, রিসার্চের কাজ সব সময়েই চ্যালেঞ্জিং। কিন্তু, এক্সপিরিয়েন্স থাকাটাও জরুরি। পারফরমেন্স ভাল হলে ছ' মাসের আগেই কনফার্ম হওয়ার সুযোগ আছে। সেজন্যে ইউ হ্যাভ টু গো অল আউট। অবশ্য সুপারভিশন থাকবে—ইউ উইল গেট প্রফেসানাল গাইডেন্স। তাছাড়া, আমাদের হাতে এখন এতগুলো প্রোজেক্ট যে গোড়া থেকেই কাজে নেমে পড়তে হবে আপনাকে—'

ডলি থামল এবং কব্জি ঘুরিয়ে সময় দেখে বলল, 'আপনার কি কিছু জানবার আছে ? কোনও প্রশ্ন ?'

'না।' বলার কথাটা এবার নির্দ্বিধায় বলে ফেলল আত্রেয়ী, 'সিমার্স্-এ কাজ করতে পেলে খুশিই হব। থ্যাঙ্ক ইউ এগেন ফর দা অফার।'

'দ্যাটস নাইস অফ ইউ।' ডান দিকে ঝুঁকে ড্রয়ার টানার জন্যে ব্যস্ত হল ডলি ; সেই অবস্থাতেই বলল, 'আজকেই আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফাইনালাইজ করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন মিস্টার দাশগুপ্ত—'

ঘটনা কি এইভাবেই ঘটে ? বেঁচে ওঠার আহ্লাদ চিনতে গিয়ে দীর্ঘশ্বাসে জড়িয়ে পড়ল আত্রেয়ী। ডলি যা বলছে এবং যেভাবে, তা শুনে মনে হয় আঠারো দিন আগেই তার ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছে কল্পতরু দাশগুপ্ত। অথচ এই আঠারো দিন কী উদ্বেগ, কতদূর অনিশ্চয়তার মধ্যেই না সময় কাটিয়েছে সে !

একটা ট্রান্সপারেন্ট ফাইল বের করে মাথা তুলল ডলি।

'ইউনেসকো'র উইমেন্স রাইট্স ডিপার্টমেন্টের একটা বড় প্রোজেক্ট আমরা হাতে নিয়েছি—টু সার্ভে দা লাইভস অফ প্রস্টিটিউট্স অ্যান্ড কল গার্লস ইন ইন্ডিয়া। মানে যেসব মেয়ে দেহ বিক্রি করে বাঁচে, তারা কোন সামাজিক-অর্থনৈতিক শ্রেণীর মানুষ, কেন এই পেশায় আসতে বাধ্য হয়েছে—এইসব আর কী। শুনতে নিশ্চয়ই খারাপ লাগে, কিন্তু ফ্যাক্ট হল, গোটা পৃথিবীতেই এমন মেয়ের সংখ্যা বাড়ছে। পারটিকুলারলি থার্ড ওয়ার্ল্ড, এশিয়া, লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে—'

www.BanglaBook.org

ডলি একটু থামল। যেন ভেবে নিল আত্রেয়ীকে এত কথা বলা ঠিক হচ্ছে কি না। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'এনিওয়ে—আপাতত ইন্ডিয়ার চারটে বড় শহরে রিসার্চ করা হবে। আমাদের প্রোজেক্টের নাম, প্রস্টিটিউট্স অফ ক্যালকাটা। কলকাতার বেশ্যা। ইউনেসকো থেকে একজন ডিরেক্টর, মিসেস তামজালি, আমাদের অন্য অফিসগুলো ঘুরে আজ কলকাতায় এসেছেন। তিনটের সময় আসছেন এখানে—প্রোজেক্ট টিমকে মিট করবেন, তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলবেন। মিস্টার দাশগুপ্তর ইচ্ছে আপনিও থাকুন সেখানে—'

অপরিচিত বক্তব্যে সম্মোহন ঢুকে পড়ে কখনও কখনও, শোনা ও না-শোনার মাঝখানে এসে যায় অস্পষ্টতা। ডলির একনাগাড়ে কথাবার্তায় এতক্ষণ সেই অস্পষ্টতাই চিনছিল আত্রেয়ী ; শেষের কথাগুলো চিন্তায় ফেলল তাকে। ক্রমশ অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করল সে। নিজেকে ঠিকঠাক বুঝে ওঠার আগেই মনে পড়ে গেল ক'দিন আগে পড়া ও ছিঁড়ে ফেলা মানসীর চিঠিটা, মনে পড়ল মেখলার মুখ—রিটার্ন অল দা মানি দ্যাট হোর হ্যাড টেকেন ফ্রম মি। সেদিনকার ঘিনঘিনে অনুভূতিটা আবার ছুঁয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উঠে এল প্রশ্ন : মেখলা কি বেশ্যা ?

এইমাত্র ফাইল থেকে বের করা একটা কাগজে চোখ বুলোচ্ছে ডলি। চকিতে চোখ তুলে বলা উচিত হবে কি না ভাবতে ভাবতেই কথাটা বলে ফেলল আত্রেয়ী।

'এই ধরনের রিসার্চে আমি কীভাবে কাজে লাগব ?'

'সমস্ত বুঝিয়ে দেওয়া হবে আপনাকে। একটা মেথডোলজি আছে। তা ছাড়া, আপনি একা নন—ফিল্ড ওয়ার্কার্স, ইন্টারভিউয়ার্স, রিপোর্ট অ্যানালিস্ট, কোঅর্ডিনেটর—একটা পুরো টিম কাজ করবে। এতে ভেরিয়াস উইমেন্স অর্গানাইজেশন, গভর্নমেন্ট এজেন্সি, পুলিশ—অনেকেই ইনভলভ্ড্।'

ডলি তার অস্বস্তিটাকে অন্যরকম বুঝল। কথার শেষে সামান্য হেসে জিজ্ঞেস করল, 'নার্ভাস লাগছে নাকি ?'

সম্ভবত একটা ভুল করতে যাচ্ছিল আত্রেয়ী। সংযত হয়ে বলল, 'না। তা নয়।'

হাসিটা ক্রমশ মিলিয়ে যেতে দিল ডলি।

'মিস্টার দাশগুপ্তর কাছে যাওয়ার আগে বাকি আলোচনাগুলো সেরে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিই।' ব্যস্ত ভঙ্গিতে ঘড়ি দেখে হাতের কাগজটা নিয়ে সামনে ঝুঁকে এল ডলি, 'ট্রেনিং পিরিয়ডে আপনি পাবেন টু থাউজেন্ড ফাইভ হানড্রেড, প্লাস সিক্স হানড্রেড অ্যাজ কনভেয়ান্স অ্যালাউন্স। টু স্টার্ট উইথ, এটাই ম্যাক্সিমাম। ইজ দিস ও. কে. ?'

মাসে সব মিলিয়ে একত্রিশশো টাকা ; আত্রেয়ী ভাবল, এ পর্যন্ত এই ব্যাপারটা গুছিয়ে ভাবেনি কখনও, কিন্তু সে কি এতটা আশা করেছিল ? তখন সপ্রতিভতায় ফিরে এমনভাবে হাসল যাতে সন্তুষ্টিই বোঝায়। সঙ্গে জুড়ে দিল, 'আই অ্যাম হ্যাপি।'

'গুড। জাস্ট আ মিনিট।'

টেলিফোনে দুটো বোতাম টিপল ডলি। রেসপন্স পেয়ে বলল, 'মার্গারেট, প্লিজ কিপ দা লেটার রেডি। আই উইল বি দেয়ার ইন অ্যাবাউট ফাইভ মিনিটস।'

কথা শেষ করে তার দিকে তাকাল ডলি।

'আপনি বোধহয় লাঞ্চ করে আসেননি ? মানে—'

'না, করেই এসেছি।'

'অসুবিধে নেই। এখানে লাঞ্চের ব্যবস্থা আছে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। দরকার হবে না।'

'ও. কে.। এক্সকিউজ মি ফর টু মিনিটস দেন। এসেই মিস্টার দাশগুপ্তর কাছে নিয়ে যাব আপনাকে।'

ডলি বেরিয়ে যেতে মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করে নিল আত্রেয়ী। আর মিনিট পাঁচেকের মধ্যে তাকে কল্পতরু দাশগুপ্তর কাছে নিয়ে যাবে ডলি—ইন্টারভিউয়ের দিন রাও ও ডলির মাঝখানে বসা সেই লোকটির কাছে, এতক্ষণ ধরে ঘুরেফিরে এসেছে যার কথা। অনুমান করা কঠিন নয় চাকরিটা হয়ে থাকলে দাশগুপ্তর জন্যেই হয়েছে। দাশগুপ্ত চেয়েছে বলেই আজই তাকে আসতে লিখেছিল ডলি। মার্গারেট কি দাশগুপ্তর সেক্রেটারি ? হবেও বা। তবে এটা নিশ্চিত যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দাশগুপ্তই দেবে এবং এই লোকটির ওপরেই নির্ভর করবে তার ভবিষ্যৎ। ইত্যাদি চিন্তায়, কিছুটা কৃতজ্ঞতাবোধেও, শিহরন ছড়িয়ে পড়ল আত্রেয়ীর শরীরে। প্রায় সেই অনুভূতি, রাহুল তাকে পছন্দ করেছে এবং বিয়ে করবে জেনে যেমন হয়েছিল। না, রাহুল এখন অতীত, ঘৃণা ছাড়া আর কোনও অনুষঙ্গে ধরা যায় না তাকে। তবু কেন সে আবার টেনে আনছে রাহুলকে !

www.BanglaBook.org

এভাবে ভাবলেও, আত্রেয়ী অনুভব করল, একটু আগে জেগে-ওঠা উত্তেজনা ক্রমশ জায়গা খুঁজছে তার কানের লতিতে, স্তনাগ্রে ও কোমরের নীচে ; পেটিকোটের আড়ালে ঘামতে শুরু করেছে হাঁটুদুটো। বড় অস্বস্তিকর এই অনুভূতি, কেমন যেন লজ্জায় ফেলে দেয়। এয়ারকন্ডিশনারের ঠাণ্ডায় বসেও নাকের পাটায়, গলা ও কপালে দ্রুত হাতে রুমাল থুপে নিল সে। ইদানীং যা করে না, আজ বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে মেক-আপ নিয়েছিল সামান্য। পম্পা ঠাট্টা করে বলল, 'যা লাগছে তোমাকে ! ক্যামেরা থাকলে ছবি নিতাম !' ছায়ায়-ছায়ায় এসেছে ট্যাক্সিতে, তারপর ঠাণ্ডা ঘরে—ইতিমধ্যে তার চেহারায় নিশ্চয়ই এমন কোনও পরিবর্তন ঘটেনি, যাতে তাকে তখনকার চেয়ে অন্যরকম লাগবে।

ডলি ফিরে এল।

'তাহলে যাওয়া যাক।'

কল্পতরুর চেম্বার আরও দুটো ঘর পেরিয়ে, যে-প্যাসেজ দিয়ে এসেছিল তার সমান্তরাল অন্য প্যাসেজের মুখে। দরজায় নাম নেই কোনও। ভিতরে ঢোকার পর লক্ষ করল লে-আউটের তফাত। ইলেকট্রনিক টাইপরাইটারের সামনে বসে থাকা টান-টান চেহারার এক অবাঙালি মহিলা উঠে এল চেয়ার ছেড়ে, মুখের হাসিতে স্বতঃস্ফূর্ততা থাকলেও একটু যেন আড়াল মেশানো। সম্ভবত এরই নাম মার্গারেট—আত্রেয়ী সেইভাবেই চিনল। তাকে ও ডলিকে পাশের দরজাটা দেখিয়ে দিয়ে মার্গারেট বলল, 'হি ইজ ওয়েটিং।'

ডলির পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকতে গিয়ে ঈষৎ জড়তা অনুভব করল আত্রেয়ী। কল্পতরু দাশগুপ্ত সম্পর্কে একটু আগে কৃতজ্ঞ বোধ করলেও এখন চিন্তা হল, রিসার্চ প্রোজেক্ট নিয়ে আর এক প্রস্ত আলোচনা শুরু হবে না তো ? যে-বিষয়ে এখনও কিছুই জানে না তা নিয়ে কতক্ষণ জিইয়ে রাখা যায় নিঃশব্দ উৎসাহ ! বস্তুত, সাময়িক উত্তেজনা নেমে যাওয়ার পর এখন তার ক্লান্তই লাগছিল একটু। এমনকী মনে হল, কোনও বিকল্প নেই বলেই এই যে সে সব কিছুতেই মাথা নেড়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পর্যন্ত এগিয়ে এল, এরপর যদি ব্যর্থ হয় কাজে, যদি দাশগুপ্ত বুঝতে পারে এই মেয়েটিকে নির্বাচন করা ঠিক হয়নি, তাহলে সে দাঁড়াবে কোথায় !

ভাবনা দাঁড়াল না। তাকে দেখা মাত্র এবং ডলি কিছু বলবার আগেই হাত বাড়িয়ে দিল কল্পতরু, সুতরাং আত্রেয়ীও। দুজনকেই বসতে বলল

www.BanglaBook.org

কল্পতরু, চোখ তারই দিকে, ভঙ্গিটা এমন যেন মিলিয়ে নিচ্ছে আঠারো দিন আগেকার ধারণার সঙ্গে। তারপর বলল, 'কনগ্র্যাচুলেশন অ্যান্ড ওয়েলকাম। মিসেস সেন নিশ্চয়ই আপনাকে বলেছেন সব ?'

আত্রেয়ী ঘাড় নাড়ল। আগেই ঠিক করে রাখা হাসিটা ধরে রাখল ঠোঁটে।

কল্পতরুর নিরপেক্ষতায় পরিবর্তন ঘটল না। প্রায় ফাঁকা টেবিলের ওপর রাখা টাইপ-করা চিঠিটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট—। ধরে নিচ্ছি আজই জয়েন করতে পারবেন—'

চিঠিটা হাতে নিয়ে আত্রেয়ী বলল, 'আমি তৈরি হয়েই এসেছি। তিনটের মিটিং-এর কথাও বলেছেন মিসেস সেন।'

'ফাইন ! মিটিংটা ইমপর্ট্যান্ট। আপনার কাজ বুঝতে সুবিধে হবে।' কল্পতরু থামল এবং বলল, 'সিন্‌স ইউ হ্যাভ অ্যাকসেপ্টেড দা অফার, চিঠির কপিটাতে সই করে আমার সেক্রেটারিকে দিয়ে যাবেন।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।'

কল্পতরু হাসছে। এমন মাপা হাসি এগোতে দেয় না। চোখ নামিয়ে নিল আত্রেয়ী।

তার মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ডলির দিকে তাকাল কল্পতরু।

'আমার মনে হয় মিস ব্যানার্জি কিছু হোম-ওয়ার্ক শুরু করে দিন। কলগার্লদের সম্পর্কে যে ইন্টারভিউগুলো এসেছে, তার থেকে তিন-চারটে জেরক্স করে দেওয়া যায় ওঁকে। স্টাডি করুন, কাল পরশুর মধ্যে একটা সামারি রিপোর্ট প্রেজেন্ট করতে পারলে ভাল। ব্রিফ হার অন কী রিকোয়ারমেন্টস। দরকারে দেবদত্তকেও ডেকে নিতে পারো।'

নিজের ঘরে যেমন দেখেছিল, কল্পতরুর সামনে তার চেয়ে অন্যরকম লাগছে ডলিকে। একটু গম্ভীর, একটু যেন অন্যমনস্ক, প্রায় অভ্যাসের গলায় বলল, 'ও. কে.।'

কল্পতরু ডলিকেই দেখছে। ঠোঁটের হাসিতে হাসি ছাড়াও অন্য কিছু আছে কি না বোঝা যায় না। তারপর হঠাৎই তার দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ, আত্রেয়ী। উই শ্যাল লুক ফরোয়ার্ড টু ইওর কনট্রিবিউশন। কাজ শুরু করে দিন। কিছু অসুবিধে হলে মিসেস সেনকে বলবেন—'

হাতে অ্যাপয়েন্টমেন্টের চিঠি ; আপাতত আলোচনা শেষের ইঙ্গিত পেয়ে এতটুকু অখুশি হল না আত্রেয়ী। সত্যি বলতে, এই মুহূর্তটির

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জন্যেই অপেক্ষা করছিল সে। এ ক্ষেত্রে যা করা উচিত, নমস্কার সেরে চলে যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়াল।

ডলিও উঠছিল, কল্পতরু বলল, 'তোমার সঙ্গে কিছু কথা ছিল—'

এবারেও বিব্রতভাব এড়াতে পারল না ডলি। সামলে নিয়ে বলল, 'ওঁকে এগিয়ে দিয়ে আসছি।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।' কল্পতরু বলল, 'টেক ইওর টাইম।'

'ও. কে. দেন!' ঘর থেকে বেরিয়ে ডলি বলল, 'এখন আর দরকার হচ্ছে না। আড়াইটে নাগাদ আইরিনের সঙ্গে দেখা করবেন।'

'থ্যাঙ্ক ইউ ফর এভরিথিং।' আত্রেয়ী বলল, 'ডুপ্লিকেটটা কি এখনই দিয়ে যেতে পারি?'

'হ্যাঁ। মার্গারেটকে দিয়ে যান।'

ডলি আবার ঢুকে গেল ভিতরে।

এটা তার নিঃশ্বাস নেওয়ার সময়। স্বস্তিরও। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারের কপিতে সই করে কল্পতরুর সেক্রেটারির কাছে জমা দিয়ে একটু বা দ্রুতই বেরিয়ে এল আত্রেয়ী। এবং ভাবল, ওইটুকু সময়ের মধ্যে কল্পতরু মিস ব্যানার্জি থেকে আত্রেয়ীতে নেমে এলেও ডলি যেন আগাগোড়াই ফর্মাল, সৌজন্য যা যা দাবি করে তা দেখাতে কার্পণ্য না করলেও ভাবভঙ্গিতে শেষ পর্যন্ত জিইয়ে রেখেছে দূরত্ব। শেষের দিকে শুধু গম্ভীর ও অন্যমনস্কই নয়, কেমন যেন দায়সারাও হয়ে উঠেছিল। আর 'আড়াইটে নাগাদ আইরিনের সঙ্গে দেখা করবেন' কথাগুলোই বা কেমন! সে যে একজন ট্রেনি, চাকরিতে পাকা হবে কি না তার কোনও স্থিরতা নেই এবং নাম্বার টু তাকে নির্দেশই দেবে—সিমারুস-এ অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়ার পরই কি এ অফিসে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কটা কীরকম হবে তা বুঝিয়ে দিল ডলি?

কোনও উত্তরে পৌঁছতে পারল না আত্রেয়ী। উল্টে বিরক্তি এসে গেল নিজেরই ওপর। এইমাত্র জীবনের প্রথম চাকরির চিঠি পেয়েছে সে—চাকরি ব্যাপারটা কী তাও জানে না এখনও। কাজকর্ম সংক্রান্ত কিছু ফর্মাল কথাবার্তা ছাড়া ডলি বা কল্পতরুর সঙ্গে এমন কোনও সংযোগ ঘটেনি যা থেকে ওদের সম্পর্কে কোনও ধারণায় পৌঁছতে পারে। বাস্তবও তো এই যে ওরা যে-জায়গায় দাঁড়িয়ে সেখান থেকে তার দূরত্ব এতই বেশি যে কোনওদিনই হয়তো ওদের নাগাল পাওয়া সম্ভব হবে না। বরং ওরা যা বলবে তা-ই করতে হবে তাকে। তাহলে সে এসব

www.BanglaBook.org

ভাবছে কেন ! এ কেমন মন তার ! মার খেয়ে, কোণঠাসা হতে হতে সে কি এতটাই জটিল হয়ে উঠেছে যে কোনও কিছুর মধ্যেই স্বাভাবিকতা খুঁজে পায় না !

দুপুর একটার কিছু আগে সিমার্স্-এর ফুটপাতে দাঁড়িয়ে মেঘ-মেঘ আলো ও ঈষৎ উষ্ণ হাওয়ার সংস্পর্শে হঠাৎ ভারাক্রান্ত বোধ করল আত্রেয়ী। কিছুটা দিশেহারাও। একটা ঘটনা ঘটেছে—এই ঘটনাটাই হয়তো আরও একবার বদলে দেবে তার জীবন, তা সত্ত্বেও কোনও রকম চাঞ্চল্য বা উন্মাদনা অনুভব করল না সে। পরিবর্তে সংশয়ের মতো একটা অনুভূতি ক্রমশ আচ্ছন্ন করে ফেলল তাকে—না হওয়া এবং হওয়ার মাঝখানে কোথাও থেকে গেছে একটা অসম্পূর্ণতা যা তাকে উপলব্ধি করতে দিচ্ছে না আজকের সাফল্যটাকে। কেন হচ্ছে এমন ! আত্মবিশ্বাসের অভাব ? এই অস্বস্তি থেকে বেরোতে না পারলে কাজ করবে কী করে !

খানিক আগে ডলি যখন লাঞ্চ করার কথা তুলেছিল তখন খিদে আছে বলে মনে হয়নি, সহজেই না বলেছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে খলবল করছে পেট। হাতে দেড় ঘণ্টা সময়, আচ্ছন্নতার মধ্যেই আত্রেয়ী ভাবল, এর মধ্যে কোনও একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে খেয়ে নেওয়া যায় কিছু—সঙ্গে চা কিংবা কফি, ইউনেসকোর ডিরেক্টরের সঙ্গে মিটিং ও তার পরের কথাবার্তা সেরে কখন ফিরতে পারবে, তারও তো ঠিক নেই কিছু ! তার আগে কি কাছাকাছি কোনও বুথে গিয়ে ফোন করবে বাড়িতে, বলবে চাকরিটা হয়েছে ? বাড়িতে, পম্পা বা চান্দ্রেয়ীকে ? না কি প্রথম ফোনটা দাদাকেই করা উচিত ? শৈবালকে ? নাকি উৎপলকে ? একবার পরিচয় হওয়ার পর দেবিকা সম্পর্কে কি কোনও দায়িত্ব থেকে যাচ্ছে তার ?

সম্পর্কের ক্রমগুলো গুলিয়ে যাচ্ছে কেমন। অলস ভঙ্গিতে পার্ক স্ট্রিটের দিকে এগোতে এগোতে চিন্তার ভিতরেই কিছুটা এলোমেলো হয়ে উঠল আত্রেয়ী। হঠাৎ ভাবল, রাহুল মেখলাকে বেশ্যা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেনি ; তাকেও কি তা-ই ভেবেছিল ?

এগোতে পারল না। হঠাৎ পিছন থেকে কেউ হাত টেনে ধরায় চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। চিনতেও পারল।

'কী ব্যাপার ! এখানে !'

'লিফ্‌ট থেকে বেরোতে দেখেই ফলো করেছি।' নন্দিতা বলল, 'চাকরি পেলেন তো !'

www.BanglaBook.org

'আপনি জানেন ?'

'কে না জানে !' নন্দিতা হাসল। জোরেই হেঁটে এসেছে সম্ভবত, হাঁফাচ্ছে এখনও। বলল, 'যাক। ভালই হল। এখন মাঝে মাঝে দেখা হবে।'

আত্রেয়ী চুপ করে থাকল। কী মানে হয় ওই 'কে না জানে' কথাগুলোর ?

'আমি যাই। সুবোধদা লাঞ্চের আগে দেখা করতে বলেছে।'

আত্রেয়ীর মুখে কথা জোগাল না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

৪

সেদিন বিকেলে সিমার্‌স্‌-এর কনফারেন্স রুমে শ্রীমতী তামজালি যা বললেন :

'প্রিয় বন্ধু ও সহকর্মীগণ,

'বিশ্বের নারীসমাজের এক বিরাট অংশকে এক অমানবিক ও অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি এবং চূড়ান্ত অবমাননা থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ইউনেসকো প্রাথমিকভাবে যে-সমীক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে, সেই কাজে পেশাদার হিসেবে আপনারা সহযোগিতা করলেও ব্যক্তিগতভাবে আমি খুব খুশি যে এই কাজকে সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে আপনারা পুরুষ ও নারী একত্রে কাজ করছেন। এমনটাই হওয়া উচিত। আমাদের সমস্যার কেন্দ্রে যেহেতু নারী, সুতরাং সমাধানের সূত্রও নারীই খুঁজবেন, পুরুষ নন, বিশ্ব থেকে এই অলীক তত্ত্ব যত তাড়াতাড়ি দূর হয় ততই শুভ। বরং আমার মনে হয় আমাদের আলোচ্য সমস্যা সম্পর্কে পুরুষরা যত বেশি সচেতন হবেন এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে আসবেন—যত বেশি সংখ্যায়, সমস্যার সমাধান ততই ত্বরান্বিত হবে। আমি আশা করি রিসার্চের কাজ শেষ করার মধ্যেই আপনাদের লক্ষ্য সীমিত থাকবে না ; রিসার্চের মাধ্যমে যে-অভিজ্ঞতা আপনারা অর্জন করবেন তা ছড়িয়ে দেবেন আরও অনেকের মধ্যে।

'সমীক্ষার লক্ষ্য কী তা নিয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছি। উদ্দেশ্য বুঝে কীভাবে এগোতে হবে সে-বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যও দেওয়া হয়েছে। আপনাদের সামনে এসে কথা বলবার আগে আমি আপনাদের ডিরেক্টর মিস্টার কল্পতরু দাশগুপ্তর সঙ্গে কাজকর্ম নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করেছি—ভারতীয় পরিস্থিতিতে এই সমীক্ষা নতুন কী তথ্য দিতে পারে সে-সম্পর্কে তিনি কিছু প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন, সেই তথ্যগুলিও এই সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত হবে। আপনাদের যোগ্যতার ওপর আমাদের শ্রদ্ধা আছে। তা সত্ত্বেও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, এই রিসার্চের সঙ্গে সাবান, টুথপেস্ট, বেবিফুড, টেলিভিশন ইত্যাদি পণ্য নিয়ে মার্কেট রিসার্চের একটি গুরুত্বপূর্ণ তফাত আছে। তা হল, এখানে রিসার্চ করা হচ্ছে মানুষকে নিয়ে—যে-মানুষ, দুর্ভাগ্যবশত, ব্যবহৃত হচ্ছে

www.BanglaBook.org

বাজারের অন্যান্য পণ্যের মতোই। সুতরাং, উদ্দেশ্য সার্থক করতে হলে পেশাদারি দক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে দরকার হৃদয় ও মনের সংযোগ ঘটানো, প্রতিটি ইন্টারভিউয়ের ক্ষেত্রে ধৈর্য ও বিবেচনার প্রয়োগ—যাতে যারা কথা বলবে সেই হতভাগ্যরা আপনাদের বন্ধু ভেবে সত্য জানাতে কুণ্ঠা বোধ না করে।

'বিভিন্ন যোগ্য মার্কেট রিসার্চ এজেন্সিকে কাজের দায়িত্ব দেওয়া সত্ত্বেও ইউনেসকোর প্রতিনিধিরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তথাকথিত পতিতা বা সেক্স-ওয়ার্কারদের অবস্থা কিছুটা অন্তত পর্যবেক্ষণ করার জন্যে বেরিয়ে পড়েছেন একটিই কারণে—যাতে প্রতিটি দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির ভিন্নতা প্রত্যক্ষ করা যায় এবং এই সূত্রে সমীক্ষাকর্মী ও প্রতিনিধিদের মধ্যে সহমত সৃষ্টি হয়। প্রায় দু'হাজার বছরের সভ্যতায় পুষ্ট বর্তমান বিশ্বে নারীর অবস্থান ও অস্তিত্ব বর্তমানে এমনই এক সঙ্কটজনক অবস্থায় পৌঁছেছে, যেখানে, মনে হয়, তাঁরা ঈশ্বর-সৃষ্ট একটি জৈবিক সামগ্রী মাত্র—তাঁদের হৃদয় বলে কিছু নেই, আছে শুধু দেহ, যা শুধুই ভোগ্য হিসেবে পর্যুদস্ত হওয়ার যোগ্য। রোগাক্রান্ত সমাজকে এর জন্যে কত মূল্য দিতে হবে তা নিয়ে খুব একটা চিন্তা দেখা যাচ্ছে না।

'যেটা আরও দুঃখের, পতিতাবৃত্তি যেহেতু 'আদিতম পেশা' হিসেবে পরিচিত, সুতরাং বিভিন্ন দেশে এটাকে এখনও দেখা হচ্ছে 'চলেছে চলুক' মনোভাব দিয়ে। গত দু'দশকে, বিশেষত গত কয়েক বছরে এই বৃত্তিতে যে নতুন এবং সমগ্র মানবজাতির পক্ষে ক্ষতিকারক মাত্রা যুক্ত হয়েছে, ভোগবাদী সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা সেগুলিকে আদৌ আমল দিচ্ছে না। আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলছি, নারীমুক্তির প্রবক্তাদের একটি অংশও নারী ও পতিতাদের সম্পর্কটিকে প্রয়োজনীয় এক সূত্রে বাঁধতে পারেননি। ধর্মভয় ও কুসংস্কারের ফলে শিক্ষিত নারীদের মধ্যেও অনেকে পতিতাদের ঘৃণ্য, সুতরাং বর্জনীয় মনে করেন।

'আমি ইতিমধ্যে দিল্লি, মাদ্রাজ ও বোম্বাই শহরে গিয়ে কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। কলকাতায় এসে একটি মহিলা সমাজসেবী সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে আজ সকালে উত্তর কলকাতার সোনাগাছি অঞ্চলে কয়েকজন হতভাগ্য নারীর সঙ্গে কথা বলেছি—এদের বয়স মোটামুটি ১২ থেকে ৪৫-এর মধ্যে। কেউ নবাগতা, কেউ অভিজ্ঞ, কেউ এতই জীর্ণ যে মৃত্যু যেন ছায়া ফেলেছে মুখে। এখানেই অন্যান্যদের মধ্যে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখা হল বছর কুড়ির এক যুবতীর সঙ্গে। নাম লছমি। নেপালের এই মেয়েটিকে ছ'সাত বছর আগে টাকার বিনিময়ে তার বাবাই তুলে দিয়েছিল দালালদের হাতে। লছমি আমাকে বলে, নেপালে চব্বিশ ঘণ্টা পরিশ্রম করলেও তার মতো মেয়েদের পেট ভরানোর মতো খাবার জোটে না। মানুষ সব সহ্য করতে পারে, কিন্তু ক্ষুধা সহ্য করতে পারে না। সে বলে, 'আমি যদি পুরুষ হতাম তাহলে পেট ভরানোর জন্যে মানুষ খুন করতাম, কিন্তু, নারী হিসেবে শরীর বিক্রি করেই পেটের জ্বালা মেটাচ্ছি।'

'এই অসহায় স্বীকারোক্তি কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট করে। এক, সমাজ বা রাষ্ট্র তাকে নিরাপত্তা দেয়নি ; তার জন্মদাতা পিতাও তাকে রক্ষার চেষ্টা করেনি, বরং অভাবের তাড়নায় জেনেশুনেই বাধ্য করেছে ঘৃণ্য জীবনযাপনে। দ্বিতীয়ত, অভিজ্ঞতা থেকেই লছমি বুঝতে পেরেছে পুরুষ সবল এবং সবলতা খাটিয়েই আত্মরক্ষা করতে পারে—অন্তত সে-চেষ্টা করতে পারে ; কিন্তু বিকল্পের অভাবে দেহ বিক্রি করা ছাড়া মেয়েদের আর কোনও উপায় থাকে না।

'লছমির দৃষ্টান্ত একই সঙ্গে নারীর প্রতিরোধ শক্তির ভঙ্গুরতা ও অস্তিত্বের অসহায়তার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পতিতালয়ের নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে লছমির মতো অসংখ্য মেয়ে পাওয়া যাবে—এদের জীবন-বৃত্তান্ত এক নয়, এদের খুঁজে বের করাও কঠিন নয়। কিন্তু, যেটা কঠিন তা হল, যারা পতিতালয়ের প্রকাশ্য গণ্ডিতে না থেকেও একইভাবে জীবন নির্বাহ করে—যারা কিছুটা শিক্ষিত, যাদের চিহ্নিত করা মুশকিল, যাদের আমরা বলি 'কলগার্ল'। সংশয়ের কথা, বিশ্ব জুড়ে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মেয়েদের সংখ্যা বাড়ছে খুব দ্রুত। আমাদের সমীক্ষা এই শ্রেণীর নারীর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেবে, এদের মানসিকতা ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে যত বেশি সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করবে।

'মানসিকতা প্রসঙ্গে বলা দরকার, আমরা ইতিমধ্যেই বেশ কিছু দৃষ্টান্ত পেয়েছি যেখানে দেখা যায় কোনও কোনও নারী যেমন নিরুপায় হয়ে এই পেশায় এসেছেন বা তাঁদের আসতে বাধ্য করা হয়েছে, তেমনি বাধ্য হননি, কিন্তু আরও বেশি স্বাচ্ছন্দ্যের লোভে অর্থ উপার্জনের জন্যে যাঁরা এই পেশায় এসেছেন স্বেচ্ছায়, কিংবা এটিকে গ্রহণ করেছেন আংশিক বৃত্তি হিসেবে। এই দুই শ্রেণীর মধ্যেও একটি নিশ্চিত পার্থক্য করা প্রয়োজন।

'কিন্তু, শুধু বৃত্তিগত কারণেই নয়, নারীকে শুধুই উপভোগ্য হিসেবে

www.BanglaBook.org

চিহ্নিত করার অসম্ভ্রমসূচক সামাজিক ও রাষ্ট্রিক প্রবণতা ইদানীং যেভাবে বাড়ছে, এই সমীক্ষা করার সময় তাও আমাদের মনে রাখতে হবে—যদিও, আমরা মনে করি, এর সমাধান আসতে পারে রাষ্ট্রিক বিবেকের জাগরণের মধ্য দিয়েই।

'এটা কেউই জানেন না যুগোস্লাভিয়ায় সাম্প্রতিক জাতিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ঠিক কত সংখ্যক নিরীহ নারী ধর্ষিত হয়েছেন এবং এখনও হচ্ছেন। ইউরোপীয়ান কমিটির এক সমীক্ষায় জানা গেছে, ২০,০০০ মুসলিম নারী ও বালিকা ইতিমধ্যেই সার্ব্ সৈন্যদের ধর্ষণের শিকার হয়েছেন—বলাৎকারের ফলে গর্ভবতী হয়েছেন এঁদের অনেকেই। অন্যান্য প্রাপ্ত হিসাবে এই সংখ্যা আরও অনেক বেশি। বসনিয়া সরকারের হিসাবমতো এভাবে ধর্ষিতা মুসলিম নারীর সংখ্যা প্রায় ৫০,০০০। জমি দখলের খতিয়ানের সূত্রে সার্বদের দৌরাত্ম্য এক্ষেত্রে বেশি মনে হলেও, কয়েক মাস আগে প্রকাশিত অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্ট অনুসারে এই জাতিযুদ্ধে নিয়োজিত অন্যান্য পক্ষ, যথা মুসলিম ও ক্রোয়েশীয়রাও ব্যাপক ধর্ষণ চালিয়েছেন নিরীহ সার্ব্ নারীদের ওপর। মানবতার স্বার্থে কি এ প্রশ্ন উঠবে না যে, যুদ্ধ যদি অনিবার্যও হয়, তা হবে সৈন্যদের মধ্যে, শহর ও গ্রামের যুদ্ধক্ষেত্রে; কিন্তু, নারী-শরীরও কেন পরিণত হবে যুদ্ধক্ষেত্রে, যুদ্ধনীতি হিসেবে? মানুষের ইতিহাস সভ্যতা, মানবিকতা, নীতিবোধ ও অগ্রগতির দাবি করে; কিন্তু, ঘটনাচক্রে দেখা যাচ্ছে, এই একটি ক্ষেত্রে নারীর অসহায়তা, নারীকে হৃদয়, বোধ, অনুভূতি বর্জিত শুধু ধর্ষণের বস্তু হিসেবে ব্যবহার করার প্রবণতা অতীতের ঘটনার তুলনায় একবারেই কমেনি।

'নাৎসি বর্বরতার জবাবে, প্রতিশোধ স্পৃহা থেকে, ১৯৪৫-এ সোভিয়েত সৈন্যরা ২০ লক্ষ জার্মান মহিলাকে ধর্ষণ করে। এ ব্যাপারে প্রশ্ন উঠলেও স্তালিন তাঁর সৈন্যদের আচরণ ওই পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিক বলেই মনে করেছেন। ঔপন্যাসিক আলেকজান্দার সল্‌ঝেনিৎসিন—যিনি সেই সময় পূর্ব প্রুশিয়ায় একটি সোভিয়েত বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ ছিলেন—নিজের অভিজ্ঞতা জানিয়ে লিখেছেন, 'আমরা জানতাম যে, কোনও মেয়ে যদি জার্মান হয় তাহলে তাদের প্রথমে ধর্ষণ করা হবে, তারপর গুলি করে হত্যা করা হবে।' এটা যদি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার নিদর্শন হয়—পাপের বদলে পাপের ঘটনা হয়, তাহলে অন্য, এক পক্ষীয় ঘটনাও আছে। ভিয়েতনামে মার্কিন সৈন্যরা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যা করেছে, বা ১৯৭১-এ পাকিস্তানি সৈন্যরা যে আড়াই লক্ষ বাঙালি নারী ও বালিকাকে নৃশংসভাবে ধর্ষণ করেছিল, এসব ঘটনা সেই ধারাবাহিকতাকেই প্রমাণ করছে যার জেরে ঘটছে আজকের যুগোস্লাভিয়ার ঘটনাগুলি। তাহলে আমরা কি প্রশ্ন করতে পারি, তথাকথিত সভ্যতা আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ?

'প্রিয় সহকর্মীগণ, আমাদের আলোচ্য বিষয় নারী-ধর্ষণ কিংবা যুদ্ধের সময় নারী-নির্যাতন নয় ; তবু এসব ঘটনার উল্লেখ করা হল নারীত্বের সার্বিক অবমাননার পটভূমি ব্যাখ্যা করার জন্যে। নারীকে অবদমন ও অপমানের যে-মানসিকতা যুদ্ধের সময় রাষ্ট্রিক যুদ্ধনীতির পরিণতিতে সৈন্যদের আচরণে প্রকাশ পায়, নারীর দারিদ্র্য ও অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তাকে দেহ বিক্রয়ে বাধ্য করার মধ্যেও ধরা পড়ে সেই একই রিরংসার প্রকাশ। এই রিরংসাকে মূলধন করেই বিশ্বজুড়ে প্রসারিত হচ্ছে কোটি কোটি ডলারের যৌন-ব্যবসা, সেক্স-ট্রেড। পূর্ব ইউরোপ থেকে ভারতীয় উপ-মহাদেশ, জাপান থেকে ব্রাজিল—সর্বত্রই চলছে নারীকে পণ্য করার পরিকল্পিত চক্রান্ত। সোভিয়েত সাম্রাজ্যের ও কম্যুনিজমের পতনের পর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে-নতুন অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখা দিয়েছে, তার সুযোগ নিয়ে নতুন করে ছড়িয়ে পড়ছে এই ব্যবসা। এর চূড়ান্ত প্রভাব পড়ছে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে—দারিদ্র্য কিংবা কোনও না কোনও কারণে ভাগ্যহত নারীদের, এমনকী শিশুদেরও বর্তমানে পণ্য হিসেবে লেনদেন করা হচ্ছে রাস্তায়, বার-এ, পতিতালয়ে। তাদের এক দেশ থেকে অন্য দেশে চালান করা হচ্ছে যৌনক্ষুধা নিবৃত্তির উপকরণ হিসেবে, লাভজনক পণ্য হিসেবে।

'বাস্তবে, পৃথিবীর কোন দেশে যে নারীপণ্যের ব্যবসা বাড়ছে না তা নিয়ে সন্দেহ থেকে যায়। শুধু যৌনক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যেই ধনী দেশগুলি থেকে আপাত-দরিদ্র ও দরিদ্র দেশগুলিতে দলে দলে ট্যুরিস্ট যাচ্ছেন উত্তেজক বিনোদন খুঁজতে। একদা কম্যুনিস্ট কিন্তু বর্তমানে দারিদ্র্যক্লিষ্ট দেশগুলি থেকে দলে দলে যুবতীরা ছুটছে পশ্চিম ও উত্তর ইউরোপের ধনী দেশগুলিতে ; আমেরিকা, কানাডার মতো দেশে দেহ বিক্রি করে বাঁচার জন্যে ছুটছে লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকার মেয়েরা। থাইল্যান্ড, নিকারাগুয়া, কলম্বিয়া, ঘানা, নাইজেরিয়া, নেপাল, বাংলাদেশ, ভারতের অসংখ্য মেয়েকে রুজির লোভ দেখিয়ে এইসব দেশে নিয়ে গিয়ে বাধ্য করা হয়েছে পতিতাবৃত্তিতে। ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার

www.BanglaBook.org

নারী সংগঠনগুলির এক সম্মেলনের হিসাব অনুসারে ১৯৭৫-৭৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় তিন কোটি মেয়েকে পতিতাবৃত্তির জন্যে বিক্রি করা হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন বাজারে। এই সব তথ্যে কিছু অনুমান থাকতে পারে, কিন্তু মিথ্যা নেই।

'দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। আমাদের শুধু এইটুকুই অনুভব করতে হবে যে, নারীকে পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেওয়ার যে-প্রবণতাকে সমাজ ও রাষ্ট্রগুলি ক্রমশ মেনে নিচ্ছে, সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা প্রবর্তনের স্বার্থে তার প্রতিবাদ করা জরুরি—আরও জরুরি এ বিষয়ে বিশ্বস্তরে নীতি নির্ধারণ ও প্রয়োগ। কীভাবে কী হবে, কীভাবে অসহায়দের সম্মানজনক পুনর্বাসন সম্ভব—ইত্যাদি ব্যাপারে এখনও বহু চিন্তা করতে হবে আমাদের। আপনারা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন বক্তৃতা দিয়ে এবং শুনে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়, কারণ সংখ্যাতত্ত্ব ও খবরের কাগজে প্রকাশিত বিবরণের চেয়ে মূল ঘটনা অনেক বেশি ভয়াবহ। নির্দিষ্ট লক্ষ্যে সমস্যার মুখোমুখি হতে হলে সবচেয়ে আগে প্রয়োজন বাস্তবসম্মত তথ্য সংগ্রহ করে পতিতাবৃত্তির কারণ অনুসন্ধান। জানতে হবে আমরা যাদের নিক্ষেপ করেছি ঘৃণ্য জীবনে, কোন ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে তাদের জন্যে।

'বোম্বাইয়ের পতিতাপল্লীতে নির্যাতিত এক চৌদ্দ বছরের সুদর্শনা কিশোরীকে আমি দেখে এসেছি— মাত্র কিছুদিন আগে তাকে পতিতাবৃত্তির জন্যে আনা হয়েছিল সেখানে। ফুলের মতো নিষ্পাপ এই মেয়েটি ধর্ষণের আকস্মিকতায় বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, তার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে। চোখে ভয় ও আশঙ্কামিশ্রিত শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নেই। নিজেকে সে এতটাই প্রতিরোধহীন ভাবে যে সদ্যপ্রাপ্ত নারীত্বের লজ্জাবশত ন্যূনতম যেটুকু পোশাক দেহে রাখা আবশ্যক, সেটুকুও রাখতে চায় না। একটি সমাজকর্মী সংস্থার কর্মীরা পুলিশের সাহায্যে তাকে উদ্ধার করার পরে বর্তমানে সে চিকিৎসাধীন। যে মহিলা সাইক্রিয়াটিস্ট তার চিকিৎসা করছেন, তিনি আমাকে বলেন, একটি ঘরে আলাদা করে রাখা মেয়েটিকে তিনি যখন দেখতে যান, তখন মেয়েটি দূরে সরে গিয়ে হঠাৎই তার গায়ের জামাটি খুলে ফেলে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকে। এই চিকিৎসক, শ্রীমতী দুবে, বলেন, প্রথম দর্শনের সেই অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি বুঝতে পারেন ধর্ষিতা হওয়ার জন্যে নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করতে চাইছে মেয়েটি—নিজে

www.BanglaBook.org

নারী হয়েও তার সামনে যে আর একজন নারীই দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেটুকু বোঝার বোধশক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে ; বিকৃত তার মস্তিষ্কে মানুষের প্রতি কোনও বিশ্বাসই অবশিষ্ট নেই। এই অভিজ্ঞতা কি আমাদের স্তব্ধ করে দেয় না ? এই ঘটনা কি আমাদের নিজেদের ওপরেই ঘৃণার উদ্রেক করে না ? যার মস্তিষ্ক কাজ করে না, যে মূকই হয়ে গেছে, সে কী করে বোঝাবে তার যন্ত্রণার কথা !

'আশার কথা, ডক্টর দুবে এই কিশোরীটিকে সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তোলাটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তিনি আমাকে বলেছেন, মেয়েটির ভবিষ্যতের ভারও তিনি নিজেই নেবেন।

'এই মেয়েটিকে ভাগ্যবতী বলা যায়। সে সুস্থ হবে কি না বলা মুশকিল, কিন্তু আপাতত নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছে, পেয়েছে বাঁচার আশ্বাস। কিন্তু কোন ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে তার মতো অন্যান্য হাজার হাজার মেয়ের, দেহদানের মধ্যেই যাদের বাঁচার স্বাদ নিঃশেষিত—যারা আবিষ্কৃত হওয়ার সুযোগই পায় না ! আমরা কি জানি ঠিক কীরকম ভাবে বেঁচে আছে তারা ? আমরা যখন টেলিভিশনের পর্দায় লক্ষ লক্ষ ডলারের বিজ্ঞান-চর্চার ফলে নির্মিত উপগ্রহের মহাকাশ অভিমুখে যাত্রার বা অনুরূপ ঘটনার রঙিন ছবি দেখি, তখন জানতেও পারি না, হয়তো একই সময়ে কলকাতা, বোম্বাই বা আর কোথাও কোনও অন্ধকার কক্ষে ক্ষুধা ও অভাবের তাড়নায় কীভাবে ধর্ষণের বলি হচ্ছে যৌনতা বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ একটি নিষ্পাপ বালিকা ! কীভাবে জ্বলে-ওঠার বয়সেই নিভে যাচ্ছে তার হৃদয়, আশা-আকাঙ্ক্ষা ! কীভাবে সামান্য অর্থের বিনিময়ে যান্ত্রিক দেহদানে অভ্যস্ত হতে হতে সে এবং তার মতো হাজার হাজার মেয়ে হারিয়ে ফেলছে দৃষ্টির সৌন্দর্য, কীভাবে শুধুই যৌনাঙ্গের পৌনঃপুনিক ব্যবহারে সীমাবদ্ধ থাকছে তাদের অস্তিত্ব ! কীভাবে যৌনকাতর, অসুস্থ মানসিকতার পুরুষ, দালাল ও যৌনব্যবসায়ীদের সম্মিলিত চক্রান্তের শিকার হতে হতে নিজেদের অজান্তেই তারা গ্রহণ করছে ও ছড়িয়ে দিচ্ছে এড্‌স এবং অন্যান্য রোগের জীবাণু ! এ সবই সত্য এবং এই সত্য নারী, পুরুষ নির্বিশেষে বিশ্বব্যাপী সুস্থতাকামী মানুষের পক্ষে ভয়ঙ্কর।

'সুখের কথা, সমস্যার স্বরূপ উপলব্ধি করে এরই মধ্যে বিশ্বের কোথাও কোথাও শুভবুদ্ধির উদয় হতে শুরু করেছে। পতিতাবৃত্তির ভয়াবহ প্রসারে বিপদগ্রস্ত কয়েকটি দেশে গড়ে উঠছে সচেতন মানুষের প্রতিরোধ। ফিলিপিন্‌স-এ পতিতাবৃত্তি নির্মূল করার লক্ষ্যে নিষিদ্ধ করা

www.BanglaBook.org

হয়েছে শুঁড়িখানা ও ক্যাবারে ব্যবসা, দালাল ও তাদের মক্কেলদের জন্যে নির্ধারিত হয়েছে কঠোর শাস্তি, এমনকী দেশ থেকে বহিষ্কারের শাস্তিও। পাকিস্তানে মানবাধিকার রক্ষায় নিযুক্ত আইনজীবীরা বাংলাদেশ থেকে পাচার-করা প্রায় দু'লক্ষ নারীকে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করার বিরুদ্ধে ব্যাপৃত হয়েছেন জনমত সংগঠনে। শ্রীলঙ্কায় ক্যাথলিক পাদ্রীরা দিনের পর দিন প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হয়ে সরকারকে বাধ্য করেছেন এই পেশার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে। ভারতেও এই লক্ষ্যে কাজ শুরু হয়েছে এবং কোনও কোনও সমাজসেবী সংস্থা কাজ করে যাচ্ছেন খুবই সচেতনভাবে।

'প্রিয় সহকর্মীগণ, ইউনেসকো-ও এগোতে চায় একই লক্ষ্যে এবং তারা বিশ্বাস করে, এই সমস্যা কোনও একটি দেশে বা কোনও কোনও দেশেই সীমাবদ্ধ নয়; ধনী ও দরিদ্র, উন্নত ও অনুন্নত সমস্ত দেশই এক সমস্যায় আক্রান্ত এবং এর সমাধান চাই বিশ্ব পর্যায়ে—রাষ্ট্রিক নীতিনির্ধারণের পর্যায়ে। যদি আমরা সফল হই, তাহলে হতভাগ্য নারীরাই শুধু বাঁচবে না, বাঁচবে মানবাধিকারের অর্থ, বাঁচবে সমগ্র মানবসমাজ, বাঁচবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, ইতিমধ্যে ভূমিষ্ঠ এবং এখনও অভূমিষ্ট আমাদের ছেলেমেয়েরা। আসুন, আমরা সেই লক্ষ্যেই একসঙ্গে কাজ করি।...'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

৫

কল্পতরুর নির্দেশে নিজের মতো বিশ্লেষণ করে রিপোর্ট লেখার জন্যে কলগার্লদের যে-কেসগুলি ডলি সেন ও দেবদত্ত ঘোষ সেদিন তুলে দিয়েছিল আত্রেয়ীর হাতে—

আই. এন. ভি/ সি. জি-৬/১৩
কল : সি. পি
মায়া

নাম : মায়া দাস। ডাক নাম : বাবলি। কল নাম : সুইটি। বয়স : ২৬-২৭। ঠিকানা : বরানগর (পুরো ঠিকানা বলেনি। একবার বলে চিড়িয়া মোড়, আর একবার ডানলপ ব্রিজের কাছে) ; কখনও কখনও এজেন্টের ফ্ল্যাটেও থাকে (সেখানে টেলিফোন আছে, কিন্তু নাম্বার বলতে চায়নি)। রোগাটে গড়ন, কিন্তু অসুস্থ নয়। রং : ফর্সা ; নাকমুখ : সাধারণ। উচ্চতা : ৫′-১″। মেকআপ : উগ্র। পোশাক : নাইলনের হলদে শাড়ি, স্লিভলেস হলদে ব্লাউজ—ভিতর থেকে কালো ব্রা-র আভাস ফুটে ওঠে। গলায় মিনে-করা চেন, কানে সবুজ পাথরের দুল, বাঁ হাতের মধ্যমায় পলার আংটি। পায়ে সাদা উঁচু হিলের চপ্পল। ফিল্টার সিগারেট খায়।

মায়াকে ইন্টারভিউ করা হয় মধ্য কলকাতার ধর্মতলা স্ট্রিটের একটি পুরনো বাড়ির দোতলার ফ্ল্যাটে। ইন্টারভিউয়ে বাধা দেয়নি, তবে গোড়াতেই ছবি তুলতে বারণ করে। কথা বলতে বলতে মাটন রোল ও কফি খায়। ৫০ মিনিট কথা বলতে গিয়ে সিগারেট খায় ছ'সাতটা। টেনশন ছিল। পরিবারের কথা যত সহজে বলে প্রথম অভিজ্ঞতার কথা তত সহজে বলেনি। ভাষা সাধারণ হলেও শেষের দিকে মাঝে মাঝে স্ল্যাং ব্যবহার করে।

মায়া যা বলেছে : মায়ার বাবার একটা ছোট মুদিখানা-কাম-স্টেশনারি দোকান ছিল। বাবা কত আয় করত সে ঠিক জানে না। হাজার, না দু' হাজার জিজ্ঞেস করায় সে বলে, দেড় হাজার। টিনের চালার পাকা গাঁথনির দু'টি ঘর, উঠোন এবং রান্নার জায়গা ইত্যাদি নিয়ে বাড়ি।

www.BanglaBook.org

খাওয়া-দাওয়া ভাল জুটত না, তবে চলে যেত। বাবা অঙ্ক জানত ও দেশের বাড়িতে পোস্টকার্ড লিখতে পারত (দেশ কোথায় বলতে পারেনি)। মা ছিল রোগাটে, অপুষ্ট। অল্প বয়সেই তিন মেয়ে ও দুই ছেলের জন্ম দিয়ে (দুটো মারাও গিয়েছিল জন্মের পরে) এবং সংসারের সব কাজ করতে করতে আরও অসুস্থ হয়ে পড়ে। কী একটা রোগ হয়েছিল শেষ দিকে। বাবার থেকে আলাদা শুত। এইসময় বাবা মাকে খুব গালাগালি করত। মা তখন ছোট ছেলেমেয়ে দুটোকে আগলে বসে থাকত চুপচাপ। এর কিছুদিন পরে বাথরুম করতে গিয়ে মা পড়ে যায়। বাবা হাসপাতালে পাঠানোর কথা বলেছিল, কিন্তু পাঠায়নি। পাড়ার ডাক্তার এসে ইঞ্জেকশন ও ওষুধ দিয়েছিল। কিন্তু মা বাঁচেনি (আলোচনার মধ্যে মা ও বাবা সম্পর্কে মায়া যথাক্রমে 'ভাল' ও 'হারামি' শব্দ দু'টি ব্যবহার করে। সে আরও বলে, সংসারে অভাব থাকলেও তারা 'বস্তির লোক' ছিল না)।

পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে মায়া সবচেয়ে বড়। সংসারে গোলমাল থাকা সত্ত্বেও তারা (সে, তার চেয়ে দু' বছরের ছোট ভাই এবং চার বছরের ছোট বোন) স্কুলে পড়ার সুযোগ পেয়েছিল, মূলত মা'র ইচ্ছায়। পুরোপুরি অসুস্থ হয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত মা পাড়ার একটা বাড়িতে রান্নার কাজ করে যে টাকা পেত তাই দিয়েই তাদের পড়াশুনোর খরচ চলত। মাকে সাহায্য করতে সেও মাঝে মাঝে কাজ করতে যেত ওই বাড়িতে। গিন্নি-মা তার স্কুলের পোশাক করিয়ে দেয়।

ছোটবেলায় কোনও যৌন-অভিজ্ঞতা হয়েছিল কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে মায়া পরে বলে, চৌদ্দ পনেরো বছর বয়সে প্রলোভনে পড়ে একবার সে ওই বাড়ির ড্রাইভারের সঙ্গে লুকিয়ে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল—সেদিন ড্রাইভার তাকে জোর করে চুমু খায় ও মর্দন করে, একটা ট্যাক্সির ভিতরে। সে বাধা দিচ্ছে ও ভয় পাচ্ছে লক্ষ করে বুড়ো ট্যাক্সিওলা ড্রাইভারকে ধমক দিতে লোকটা আর কিছু করেনি। তবে ভয়ে এই ঘটনার কথা সে কাউকে বলেনি। লোকটাকেও এড়িয়ে চলত।

মা মারা যাওয়ার বছরে স্কুল-ফাইনাল পাশ করে মায়া। তখন তার বয়স আঠারো। টাকার অভাব দেখিয়ে বাবা আর পড়াতে চায়নি। সংসার ও ভাইবোনদের দেখার ভারও তার ওপর বর্তায়। ভাই ক্লাস এইটে ফেল করার পর বাবা তাকে পাড়ার চায়ের দোকানে ঢুকিয়ে দেয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তার পরের বোন তখন ক্লাস ফোরে। বাকি দুটো ছোট, তখনও স্কুলে যায়নি।

মা মারা যাওয়ার পরে ছেলেমেয়েদের ওপর টান কমে যায় বাবার। বেশির ভাগ সময়েই দোকানে থাকত ; বাড়িতে এলেই মারধোর বকাবকি করত।

বাবার অমত থাকলেও মায়া জোর করে হায়ার-সেকেণ্ডারি পড়তে ঢোকে। স্কুলের দিদিমণিরাও তাকে পড়া চালিয়ে যেতে বলেছিল। এক দিদিমণি তাকে কাশীপুরে একটা বাড়িতে ক্লাস ফোরের একটি মেয়েকে পড়ানোর টিউশনি জুটিয়ে দেয়, মাসে দেড়শো টাকায়। মেয়েটির মা কী একটা অসুখে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল, ওপরের ঘরে থাকত, মায়া কখনও তাকে চোখেও দেখেনি। ছাত্রীর বাবা ব্যবসা করত, মেয়েটি মানুষ হত আয়ার কাছে। বাবার গাড়ি ছিল। স্কুল থেকেই সে ছাত্রীকে পড়িয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসত বলে ছাত্রীর বাবার সঙ্গে ক্বচিৎ কখনও ছাড়া দেখা হত না। তবে মাসের প্রথম শনিবার মাইনে নেওয়ার জন্যে সে ভদ্রলোক ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করত।

মা মারা যাওয়ার দু' আড়াই মাসের মধ্যে একটা 'দজ্জাল মেয়েছেলেকে' বিয়ে করে আনে বাবা ; সংসারের সমস্ত ভার তুলে দেয় তার হাতে। কবে, কোথায়, কী করে তার সঙ্গে বাবার পরিচয় হল তা তারা জানতে পারেনি। পরে প্রতিবেশীদের কাছে শুনেছে, দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে ওদের বিয়ে হয়েছে। বাড়িতে আসার দু'দিনের মধ্যেই ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া বাঁধে সৎ মা'র। বাড়ি ফিরে 'খানকিটার' নালিশ শুনে বাবা খুব পেটায় ভাইকে। সেই যে ভাই চলে গেল বাড়ি থেকে, আর ফেরেনি। চায়ের দোকানের রাস্তায় দেখা হলে কথা বলত, মাঝেমধ্যে দু'-দশটা টাকাও দিত। পরে কাউকে কিছু না জানিয়ে তল্লাট থেকেই বেপাত্তা হয়ে যায় সে।

এদিকে তাদের ওপর সৎ মা'র অত্যাচার বাড়তে থাকে। বাবা ও নিজের জন্যে সে যে খাবার রাঁধত, তাদের তার ভাগ দিত না। কোনওরকমে ভাত, রুটি, একটা তরকারি কি ডাল দিয়েই খালাস হত—ছোটগুলোর পেট ভরত না। তার ওপর দিনরাত গঞ্জনা। বাবা মায়ার হাতে পয়সা দেওয়া বন্ধ করেছিল ; এমনকী ছেলেমেয়েরা কে কেমন আছে, কী করছে না করছে সেসব খবরও রাখত না। তখন সম্বল বলতে ছাত্রী পড়ানোর দেড়শো টাকা। তা-ই দিয়ে লুকিয়ে ছোট

www.BanglaBook.org

ভাইবোন তিনটিকে এটা-ওটা খাওয়াত মায়া। শেষে ওই টাকাতেও কুলোত না।

এক শনিবার মাইনে নিতে গিয়ে ছাত্রীর বাবাকে সে দুঃখের কথাটা বলে—মাইনের দেড়শো টাকাটাকে দুশো করে দিতে অনুরোধ করে। ভদ্রলোক খুবই সহানুভূতি দেখায়, তাকে দুশো টাকাই দেয়। সান্ত্বনা দিয়ে বলে মায়া যদি আরও বেশি টাকার টিউশন চায়, সে-ব্যবস্থাও করে দিতে পারে। ভদ্রলোকের সুন্দর ব্যবহারে রাজি হয়ে যায় সে। ভদ্রলোক বলে, তার এক অবাঙালি বন্ধু নতুন এসেছে কলকাতায়, সেন্ট্রাল এভিনিউয়ে থাকে, তাকে বাংলা শেখানোর জন্যে টিচার চায়। সপ্তাহে দু'দিন তাকে বাংলা শেখালে চারশো, পাঁচশো টাকা পর্যন্ত দেবে। তবে সন্ধের আগে তাকে পাওয়া যাবে না। মায়া বলে, সে যে করেই হোক আসবে।

অবাঙালি বন্ধুর কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্যে পরের দিন বিকেলে ছাত্রীর বাবা তাকে বাড়িতে ডাকে। ছাত্রী বাড়ি ছিল না, ভদ্রলোক বলে সে আয়ার সঙ্গে মামাবাড়ি বেড়াতে গেছে। ভদ্রলোক সোফায় বসে গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিল আর প্লেট থেকে মাংস আর ডিমের টুকরো তুলে তুলে খাচ্ছিল। তাকে জিজ্ঞেস করে, 'ক্লান্ত লাগছে কেন ?' তারপর কিছু খাবে কি না জানতে চায়। ওইসব খাবার দেখে লোভ হলেও মায়া হ্যাঁ কিংবা না কিছুই বলে না। তখন চাকরকে ডেকে তার জন্যেও খাবার দিতে বলে ভদ্রলোক। জলের সঙ্গে ব্র্যান্ডি মিশিয়ে দিয়ে বলে, একটু আগে কাজ থেকে ফিরে ক্লান্ত লাগছিল বলে সে ব্র্যান্ডি খাচ্ছে, এতে বেশ চাঙ্গা লাগে। ডাক্তাররাও এই ওষুধটা খেতে বলে। মায়া স্বীকার করে, ছাত্রীর বাবার জোরজারিতে সে ব্র্যান্ডি মেশানো জল খেলেও শেষ পর্যন্ত খারাপ লাগেনি, সত্যি-সত্যিই চাঙ্গা লেগেছিল। ভদ্রলোক বলে মায়া তার মেয়ের মতো, সুতরাং যখন যা দরকার তার কাছে বলতে পারে। বাড়িতে বাবার চূড়ান্ত অবহেলা পেয়ে পেয়ে ক্লান্ত ও ক্ষুব্ধ মায়ার এই ভদ্রলোককে খুব ভাল লেগে যায়।

সেদিন তাকে গাড়িতে সেন্ট্রাল এভিনিউয়ে সেই অবাঙালি বন্ধুর (লোকটি মাড়োয়ারি, গুজরাতি, বিহারি না সিন্ধি মায়া তা ঠিকঠাক বলতে পারেনি) ফ্ল্যাটে নিয়ে যায় ভদ্রলোক। পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলে, 'টিচার এনেছি। হায়ার-সেকেন্ডারি পড়ে'। লোকটি মাঝবয়েসী, মোটাসোটা চেহারার, রং কালো, ট্রাউজার্স আর রঙিন গেঞ্জি পরা, চেপে বসানো এক

www.BanglaBook.org

মাথা কাঁচা-পাকা কোঁকড়া চুল ও গলায় সোনার হার। মায়াকে বিদ্যাসাগরের 'বর্ণ পরিচয়' দেখিয়ে বলে বাংলা শেখায় তার খুব আগ্রহ, কিন্তু নিজে নিজে শিখতে পারছে না। ছাত্রীর বাবার সামনেই ঠিক হয় আপাতত সপ্তাহে দু'দিন মায়া তাকে বাংলা শেখাবে, এর জন্যে মাসে পাঁচশো টাকা পাবে। লোকটি তাকে পাঁচশো টাকা অ্যাডভান্সও দেয়। মায়া কখনও এত টাকা একসঙ্গে দেখেনি। সে এতই অভিভূত হয়ে পড়ে যে ওরা যখন আর এক প্রস্ত খাওয়া-দাওয়া শুরু করে তখন তারও ওদের আড্ডায় যোগ দিতে ইতস্তত লাগে না। ওরা দু'জন ব্যবসার কথা আলোচনা করছিল, যার বিন্দুবিসর্গও সে বুঝতে পারেনি।

কিছুক্ষণ পরে ছাত্রীর বাবা কাজ আছে বলে উঠে পড়ে এবং বলে ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এসে বাড়ি নিয়ে যাবে তাকে—কথাবার্তা যখন হয়েই গেছে তখন সেদিনই মায়া তার বন্ধুকে কিছুটা পড়াশোনা বুঝিয়ে দিতে পারে। মায়া রাজি হয়ে যায়। অপরিচিত লোকটির কাছে ভদ্রলোক তাকে একা রেখে গেলেও মায়ার মনে কোনও সন্দেহ দেখা দেয়নি।

লোকটি মায়াকে ভিতরের ঘরে নিয়ে যায় এবং মুখোমুখি বসে তার বাংলা জ্ঞান বুঝিয়ে নানারকম ঠাট্টা-ইয়ার্কি শুরু করে। মায়া স্বীকার করে, ততক্ষণে তার শরীরে ও মাথায় কেমন একটা আচ্ছন্নতা এসে গিয়েছিল, বুঝতে পারে নেশা-নেশা লাগছে। কিন্তু একসঙ্গে পাওয়া এতগুলো টাকার ঘোর ও ভাইবোনগুলোকে নিয়ে নতুন করে বাঁচার স্বাদ তাকে প্রায় অবশ করে ফেলেছিল। তারপর যা হওয়ার তা-ই হয়েছে।

(এই পর্বে এসে মায়া থেমে যায় এবং কী হয়েছিল জিজ্ঞেস করলে ইন্টারভিউয়ারের ওপর রেগে গিয়ে বলে, 'মাথায় সিঁদুর লাগিয়ে যে ঘোরে সে ন্যাকা সাজছে কেন!' তারপর ক্ষোভের মাথায় নিজের সম্পর্কে এমন একটি বিশেষণ ব্যবহার করে যা প্রকাশযোগ্য নয়। চলেও যেতে চায়। অনেক বুঝিয়েসুঝিয়ে শান্ত করার পরে সে তার প্রথম অভিজ্ঞতার কথা বলে)।

মায়া বলে, ঠাট্টা-রগড় করতে করতেই লোকটি এক সময় তার গায়ে-পড়া শুরু করলে সে বাধা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু ভয়ে ও আচ্ছন্নতার ঘোরে ঠিক কী করা উচিত তা বুঝতে পারেনি। হাত, পা কেমন ভারী লাগছিল, গলাও শুকিয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকটি ট্রাউজার্স খুলে ফেলে এবং সবল হাতে তাকে চেপে ধরে 'নোংরা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাজ' করতে বাধ্য করে। এত দ্রুত ও এলোপাথাড়িভাবে ঘটনাটা ঘটে যে গ্লানি ছাড়া তার কোনও বোধ বা অভিজ্ঞতা হয়নি। লোকটাও কেমন 'ভ্যাবাচ্যাকা মেরে যায়'।

এরপর ছাত্রীর বাবা ফিরে এসে তাকে নিয়ে যায়। বাড়ির কাছে নামিয়ে দিয়ে বলে এইরকম ভাল মেয়ে হতে পারলে তার টাকা রোজগারে অসুবিধে হবে না।

মায়া বলে, সেদিনের ঘটনার পর সে ভেবেছিল আর ও-পথ মাড়াবে না। তিন চারদিন ছাত্রীর বাড়িও যায়নি। কাউকে বলতেও পারেনি কিছু। রাতে ঘুমোতে পারত না। শুধু ভাবত, নোংরা রোজগারে পাওয়া হলেও এই টাকাগুলো খরচ হয়ে গেলে সে কী করবে।

কয়েকদিন পরে একদিন দেখে ছাত্রীর বাবা স্কুলের দিদিমণির কাছে সে কেন পড়াতে যাচ্ছে না তার খোঁজ নিতে এসেছে। মায়ার বুক শুকিয়ে যায়। দিদিমণি তাকে ডেকে দিলে ছাত্রীর বাবা তার সঙ্গেই তাদের বাড়ি যেতে বলে। ভদ্রলোকের দৃষ্টি দেখে সে বুঝতে পারে না গিয়ে উপায় নেই। দিদিমণির কাছে নালিশ করলে হয়তো উল্টো ফল হত।

ছাত্রীর বাবা সেদিন তাকে বলে, এভাবে অনেক মেয়েই রোজগার করে—সতর্ক থাকলে কিছু হয় না। সে ভয় পাচ্ছে কেন! কেউ কিছু জানবে না। বিজনেসের খাতিরে মায়া মাঝেমধ্যে তার বন্ধুদের সঙ্গ দিলে তারও সুবিধে, মায়ারও সুবিধে। আর রাজি না হলে ফল খারাপ হবে।

মায়া বলে, এরপর তার পড়াশুনো মাথায় ওঠে। ইচ্ছাও চলে যায়। নিজের প্রতি ঘৃণায় মেজাজটাও কেমন খিটখিটে হয়ে যায়। ভাইবোনগুলোর কথা ভেবে এবং ভাগ্যের দোহাই দিয়ে সে পুরোপুরি বেশ্যা হয়ে যায়। কলগার্ল। সন্দেহ থেকে ক্রমশ ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায় বাড়িতেও। বাবা আর সৎ মা হম্বিতম্বি শুরু করলে সেও পাল্টা গালাগালি করে। বাবা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বললে সে বেরিয়েই আসে— আলাদা বাসা নেয়। ততদিনে 'লাইনের' অনেককেই সে চিনে ফেলেছে; নিজের দাম নিজেই ঠিক করতে পারে। মাঝেমধ্যে ভাইবোনগুলোকে দেখতে যেত। বাবাও ক্রমশ মেনে নেয় ব্যাপারটা। এখন প্রতি মাসে ছোট তিনটি ভাইবোনের খরচ-খরচা বাবদ টাকা নিয়ে যায় বাবা। এখন তারা আগের চেয়ে ভাল আছে।

মায়া বলে, সে এজেন্ট মারফত কাজ করে। হোটেলে যায়,

www.BanglaBook.org

ক্লায়েন্টের বাড়িতেও যায়। সেই ছাত্রীর বাবাও ক্লায়েন্ট দেয় মাঝে মাঝে।

(এখনও ছাত্রীর বাবার সঙ্গে যোগাযোগ আছে জেনে মায়াকে জিজ্ঞেস করা হয়, ওই ভদ্রলোক কোনওদিন তার কাছে কোনও শারীরিক সুযোগ নিয়েছে কি না। উত্তরে মায়া স্পষ্টই বলে, না। তারপর গলায় শ্লেষ মিশিয়ে বলে, 'ও শালা শুধু টাকা চেনে, মেয়েমানুষ ছোঁবে না।' একটু থেমে থেকে জানায়, ছাত্রী বড় হওয়ার পরে মামাবাড়িতে থাকে, মাঝে মাঝে আসে। তবু আয়াটাকে ছাড়ায়নি কেন ? পঙ্গু বউটার জন্যে, না নিজের জন্যে ? 'বেধবা মেয়েছেলে অত রঙে থাকে কী করে !')

মায়া জানায়, তার কাজটা নিয়মিত নয়। বছর দুয়েক আগে ঘা ও জ্বর হওয়ার পরে মাস তিনেক বসে গিয়েছিল, টানা ইঞ্জেকশন নিয়ে সুস্থ হয়েছে। এখন মাসে সাত-আট দিন, বড় জোর দশ দিন কলে বেরোয়। মাসে কমবেশি পাঁচ হাজার রোজগার হয়। এজেন্টরা কমিশন নেয়। কলকাতায় ও কলকাতার বাইরে দু'চারজন বাঁধা ক্লায়েন্ট আছে। তবে হোটেলের গেস্ট-ই মায়ার বেশি পছন্দ, তারা বেশি টাকা দেওয়া ছাড়াও ভাল মদ ও খাবার খাওয়ায়, কখনও-সখনও দামি উপহারও দেয়।

মায়া স্বীকার করে, গোড়ার দিকে অসতর্ক থাকায় তাকে একবার গর্ভপাত করাতে হয়েছিল। ব্যবস্থা করে দিয়েছিল সেই ছাত্রীর বাবা। সাত-আট বছরে সে বার তিনেক পুলিশের খপ্পরে পড়েছিল, কিন্তু ছাড়া পেয়ে যায়। সব পুলিশ খারাপ নয়, তবে এজেন্টকে ছাড়াতে একবার এক পুলিশ অফিসারের সঙ্গে শুতে হয়েছিল তাকে।

পেশাগত তৃপ্তির প্রশ্নে মায়া বলে, বাধ্য হয়েই সে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। এতে ভাল লাগা, মন্দ লাগার ব্যাপার নেই। তবে ক্লায়েন্টকে খুশি করার জন্যে ভাল লাগার অভিনয় করতে হয়। তাতে রফার বাইরে বাড়তি টাকা পাওয়া যায় অনেক সময়। টাকাটা কাজে লাগে।

সুস্থ জীবনে ফিরতে চায় কি না জিজ্ঞেস করা হলে মায়া বলে, শরীরে 'ঘেন্না' ধরে গেছে। কিন্তু কেউ তাকে ভালবেসে বিয়ে করলে বিয়ে করতে পারে। তবে এখন সে বোন দুটোর আগে বিয়ে হওয়ার কথাই বেশি ভাবে। তা না হলে ওরাও তো 'লাইনে আসবে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আই. এন. ভি./সি. জি.—১০/৪
কল : এন. এল. পি. এম.
শকুন্তলা

নাম : শকুন্তলা। ডাকনাম : খুকি (মা, বাবা ওই নামে ডাকত)। কল নাম : কুন্তী। বয়স : ৩৭। ঠিকানা : চেতলা (পুরো ঠিকানা বা রাস্তার নাম বলেনি ; বলে, 'যারা এনেছে তারা জানে'), পার্ক সার্কাসে জনৈক ম্যাডামের ফ্ল্যাট থেকে অপারেট করে। টান-টান চেহারা, স্বাস্থ্য ভাল। রং : পরিষ্কার (উজ্জ্বল শ্যাম)। মুখচোখ : সুশ্রী (আকর্ষণীয়ও বলা যায়), ঈষৎ ক্লান্ত, গালে ও কপালে দু'-তিনটি বসন্তের দাগ আছে। উচ্চতা : ৫′-৪″। মেকআপ : পরিচ্ছন্ন ও হালকা, কিন্তু চড়া লিপস্টিক ব্যবহার করেছিল (ইন্টারভিউয়ের সময় নীচের ঠোঁটের ডানদিক সামান্য ফোলা ও ক্ষতযুক্ত ছিল)। পোশাক : সবুজ ডুরে তাঁতের শাড়ি ও সবুজ ব্লাউজ, পায়ে সবুজ চপ্পল। গলা, কান ও আঙুলে কোনও অলঙ্কার ছিল না ; বাঁ হাতে ঘড়ি ও ডান হাতে দু'টি চুড়ি—একটি সোনার, অন্যটি তামার। দেখে 'কলগার্ল' বা 'সেক্স-ওয়ার্কার' বলে মনে হয় না। ঈষৎ লাজুক, কথা বলতে ইতস্তত করে, আবার নির্দিষ্ট প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে প্রায়ই পাল্টা প্রশ্ন করছিল, কিন্তু বিরক্ত হয়নি। অভিজ্ঞতায় যুক্তি মিশিয়ে কথা বলে। নিজের কথা বলতে গিয়ে দু'-একটি ক্ষেত্রে অদ্ভুত উপমা ব্যবহার করে—যাতে মনে হয় অনেক ভেবেছে নিজেকে নিয়ে। কথা বলতে বলতে কখনও অস্ফুট হাসে, কখনও চোখ মোছার ভঙ্গি করে। শকুন্তলাকে (তার ইচ্ছাতেই) ইন্টারভিউ করা হয় এসপ্ল্যানেডের একটি রেস্তোরাঁর নির্জন দোতলায়। দু'বার চা খায় এবং চায়ের দাম নিজেই দিতে চায়।

শকুন্তলা যা বলেছে : শকুন্তলার জন্ম নাগপুরে। বাবা রেলওয়েজে চাকরি করতেন। তবে হোমরাচোমরা কেউ নয়, সাধারণ কেরানি বলতে যা বোঝায় তা-ই, চাকরিজীবনের শেষদিকে বড়বাবু হয়েছিলেন। আয় সম্পর্কে ঠিকঠাক বলতে পারেনি, তবে রিটায়ার করার আগে হাজার তিন-চার নিশ্চয়ই হয়েছিল, তা না হলে ছ'জনের সংসার 'মোটামুটি ভদ্রভাবে চলত কী করে !' পেনসন পেতেন।

ভদ্রভাবে জীবন কাটলেও শকুন্তলাদের পরিবারে একটা চাপা দুঃখ ছিল। তারা পর-পর চার বোন, কোনও ভাই ছিল না। সংসারে ভালবাসা ছিল। কিন্তু 'বড় হয়ে' সে বুঝতে পারে হাসিখুশির ভাবটা

www.BanglaBook.org

ক্রমশ চলে যাচ্ছে বাবা-মা'র মুখ থেকে। কখনও ক্ষুণ্ণ হলে মা তাদের উদ্দেশে 'গলার কাঁটা', 'বোঝা' কিংবা নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করে 'পোড়া কপাল', 'মরে গেলে মুখে আগুন দেওয়ার কেউ থাকবে না' ইত্যাদি বলতেন। বাবাও কেমন চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলেন। এসব দেখেবুঝে তারা চার বোনও মুষড়ে থাকত। বাবার ছিল বদলির চাকরি ; নাগপুর, জামালপুর, রাঁচি হয়ে পাটনায় পৌঁছন। শেষ জীবন সেখানেই কাটে। বোনেরা সকলেই স্কুলে পড়েছে, কলেজে গেছে। তবে গ্র্যাজুয়েশনের আগেই বিয়ে হয়ে যায় তার। শকুন্তলা বলে, এতদিনে অন্য বোনদেরও 'হয়তো' বিয়ে হয়ে গেছে, কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে 'কে জানে !' বাবা বেঁচে আছেন কি না, সে-খবরও শকুন্তলা রাখে না।

যেরকম থেমে থেমে ও অগোছালোভাবে শকুন্তলা তার অতীত জীবনের কথা বলছিল তা থেকে বোঝা যায় অতীতের অনেক কথাই তার নিয়মিত ভাবনায় নেই এবং নিকট আত্মীয়দের সম্পর্কে সে উৎসাহ বোধ করে না। শুধু বলে, তার বিয়ের বছর দুয়েক পরে মা কলেরায় মারা যান এবং ওই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই বাবা রিটায়ার করেন। বাবার সঞ্চয়ের বেশ কিছুটা তার বিয়েতে খরচ হয়েছিল, বাকি তিন বোনের বিয়ের কথা ভেবে সঞ্চয়ের বাকিটায় হাত দিতে চাননি বাবা। ফলে হঠাৎ অভাব দেখা দেয় সংসারে। ততদিনে তারা অল্প ভাড়ার কোয়ার্টার্স ছেড়ে উঠে এসেছে গর্দানিবাগের একটা ছোট বাড়িতে। মেজ বোন আরা-র একটা স্কুলে চাকরি নিয়েছিল। তার মাইনের টাকা এবং বাবার পেনসনে সংসার চলত।

পাটনায় কোয়ার্টার্সে থাকতে থাকতেই এক প্রতিবেশী মাসিমার ঘটকালিতে বিয়ে হয় শকুন্তলার। তখন তার বয়স কুড়ি-একুশ, বি-এ পড়ত। শ্বশুরবাড়ি বর্ধমানে। শ্বশুর, শাশুড়ি, ভাসুর, ভাসুর-বউ, তাদের দুই ছেলেমেয়ে এবং অবিবাহিত দেওর ও দুই ননদ নিয়ে বেশ বড় পরিবার। নিজেদের বাড়ি ছিল। স্বামী ওখানেই চাকরি করত, ব্যাঙ্কে। ভাসুরও ব্যাঙ্কে চাকরি করত, কলকাতায় দৈনিক যাতায়াত করত। শ্বশুরের কাপড়ের দোকান ছিল বর্ধমান শহরে। অ্যাক্সিডেন্টে পা কাটা যাওয়ার পর ক্রাচ নিয়ে হাঁটত, তা ছাড়াও ছিল হাঁপানি। ব্যবসা দেখাশোনা করত চতুর ও চটপটে দেওর—সে কলকাতাতেও কী একটা ব্যবসা শুরু করেছিল। ননদ দু'টির একটি কলেজে পড়ত, অন্যটি স্কুলে। শ্বশুর ভালমানুষ হলেও শাশুড়ি ছিল খিটখিটে ও 'খাণ্ডারনি

www.BanglaBook.org

টাইপের'। তার পক্ষপাত ছিল বড় ছেলের বউয়ের ওপর। বড় বউয়ের বিয়ের পণের টাকায় দোতলা উঠেছে, অথচ শকুন্তলা কয়েক ভরি গয়না আর হাজার সাতেক নগদ ছাড়া কিছুই আনতে পারেনি বলে প্রায়ই খোঁটা দিত তাকে। সংসারে তাকে খাটতেও হত বেশি।

শকুন্তলা আশপাশের কথাই বেশি বলছে দেখে এই সময় তাকে বিয়ের আগে কোনও যৌন অভিজ্ঞতা হয়েছিল কি না জিজ্ঞেস করা হয়। সে 'না' বলে। আরও ব্যাখ্যা করে জিজ্ঞেস করার পরে বলে, বিয়ে দিতে সুবিধে হবে বলে মা তাকে সেলাইয়ের কাজ শিখিয়েছিল, কাজটা তার ভালই লাগত। কলেজে ঢোকার পরে তাকে গান শেখানোর জন্যে একজন 'মাস্টার' রাখা হয়। সপ্তাহে তিন দিন বিকেলে বাড়িতে এসে অঙ্কুরবাবু নামের (অন্য কারও নাম না বললেও, অসাবধানেই সম্ভবত এই নামটি বলে ফেলে শকুন্তলা) বছর চল্লিশের সেই লোকটি গান শেখাত তাকে। বাইরের ঘরের এক কোণে সতরঞ্চির ওপর বসে হারমোনিয়াম বাজিয়ে শ্যামাসঙ্গীত, মীরার ভজন ইত্যাদি বেশ কয়েকটা গান শিখিয়েছিল। বাবা দেরিতে ফিরতেন, গান শেখানোর সময় মা বা বোনরা ঢুকত না সে-ঘরে ; তবে বোনদের কেউ একবার এসে এক কাপ চা দিয়ে যেত অঙ্কুরবাবুকে।

শকুন্তলা বলে, গান শেখা শুরু করার মাসখানেকের মধ্যেই সে বুঝতে পারে মাস্টার তাকে অন্য চোখে দেখছে। হারমোনিয়াম বেলো করার ছুতোয় অঙ্কুরবাবু তার হাতের ওপর হাত রাখত, চট করে সরাত না ; উৎসাহ দেওয়ার অজুহাতে যখন-তখন হাত দিত তার কাঁধে, পিঠে। সুরে ভুল করলেও আগের মতো বকত না। একদিন কলেজ ফাঁকি দিয়ে তার সঙ্গে রিক্সায় চড়ে গঙ্গার দিকে বেড়াতে যাওয়ার কথা বলেছিল, সে রাজি হয়নি। এর কিছুদিন পরে একদিন গান শিখিয়ে চলে যাওয়ার আগে অঙ্কুরবাবু তাকে একটা মুখবন্ধ খাম দিয়ে বলে, ভিতরে চিঠি আছে, সে যেন একা-একা পড়ে। এই ঘটনায় ঘাবড়ে গেলেও সে এক ধরনের রোমাঞ্চ অনুভব করেছিল, খামটা তখনই ব্লাউজের ফাঁকে লুকিয়ে ফেলে। পরে, কলঘরের দরজা বন্ধ করে, খাম খুলে শকুন্তলা দেখেছিল চিঠির ভাঁজে বেশ কিছুটা সিঁদুরের গুঁড়ো ছড়ানো। চিঠিতে অঙ্কুরবাবু তাকে 'প্রিয়তমা ভাবী পত্নী' সম্বোধন করে লিখেছিল, তার কপাল খারাপ, কারণ তার স্ত্রী কুদর্শনা, পেটুক এবং বন্ধ্যা—বারো বছর বিয়ের পরেও তাকে বাচ্চা দিতে পারেনি। এই স্ত্রীকে সে পরিত্যাগ করতে পারলে

www.BanglaBook.org

বাঁচে। লিখেছিল, শকুন্তলা যেন চিঠির সঙ্গে দেওয়া সিঁদুর সিঁথিতে তুলে নেয়, কারণ স্বপ্নে মা কালীর নির্দেশ পেয়েই সে এই সিঁদুর পাঠাচ্ছে এবং সিঁদুরটা কালী মন্দিরে গিয়ে মায়ের পায়ে ছুঁইয়ে এনেছে। এরপর তার শরীরের প্রশংসা করে লিখেছিল, তার 'গানের গলাই শুধু সুন্দর নয়', তার 'সব কিছুই সুন্দর'। গত এক মাস সে স্ত্রীর সঙ্গে এক বিছানায় শোয় না, মা কালীর ইচ্ছায় শকুন্তলার জন্যেই নিজেকে 'পবিত্র' রাখছে। সে জানে শকুন্তলাকে বিয়ে করলেই সে সুখী হবে এবং শকুন্তলা তাকে এক বছরের মধ্যেই 'যমজ বাচ্চা' উপহার দেবে।

গোড়ায় ইতস্তত করলেও ক্রমশ শকুন্তলা বেশ স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠে, বর্ণনায় জড়তা ছিল না। যমজ বাচ্চার প্রসঙ্গে ইন্টারভিউয়ার হেসে উঠলে শিথিল একটু হেসে শকুন্তলা বলে সে বানিয়ে বলছে না, ওই রকমই ছিল চিঠিটা। সে কী করবে বুঝতে পারেনি। মা কালীর পা-ছোঁয়ানো সিঁদুর দেখে ভয়ও পেয়েছিল। চিঠিটা ছিঁড়ে কলঘরের নর্দমায় ফেলে জল ঢেলে দেবে ভাবলেও শেষ পর্যন্ত সাহস হয়নি। সেদিন সারারাত সে ঘুমোতে পারেনি, ব্লাউজের ভাঁজে রেখে দিয়েছিল কাগজটা। ভোরের দিকে সিদ্ধান্ত নেয় কলেজে যাবে না—বাবা ও বোনরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে চিঠিটা দেখিয়েছিল মাকে। মা সেটায় গঙ্গাজল ছিটোন, তারপর ছিঁড়ে পুড়িয়ে ফেলেন। তাকে নিষেধ করেন আর কাউকে জানাতে। কিন্তু, মা নিশ্চয়ই বাবাকে বলেছিলেন ঘটনাটা। পরের দিন অঙ্কুরবাবু গান শেখাতে আসার আগেই বাবা বাড়ি ফেরেন এবং মাস্টার এলে তাকে আর এ বাড়িতে আসতে নিষেধ করেন। শকুন্তলাকেও কয়েকদিন কলেজে না-যেতে বলেন।

এরপর আর গানের মাস্টারের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না শকুন্তলার। ক্বচিৎ রাস্তায় দেখা পেলে 'মুখ ঘুরিয়ে নিত' সে। তবে, তার বিয়ের মাস চার-পাঁচ পরে বোনের চিঠিতে জানতে পারে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে অঙ্কুর মাস্টার।

শকুন্তলা বলে, এটাকে কোনও অভিজ্ঞতা বলা হবে কি না জানে না। তবে, এত বছর পরেও হঠাৎ কখনও লোকটার কথা মনে পড়লে 'খারাপ লাগে' তার। কখনও মনে হয়, ওই লোকটার অভিশাপই তাকে ঠেলে দিয়েছে এই জীবনে।

(এই সময় শকুন্তলাকে সামান্য বিষণ্ণ ও অন্যমনস্ক দেখায়। ইন্টারভিউয়ার পরের প্রশ্নে আসতে চাইলে রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে

www.BanglaBook.org

একটু অসহিষ্ণুভাবে বলে তার ফেরার তাড়া আছে, তাকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিলে ভাল হয়। তবে দ্বিতীয় কাপ চা খাওয়ার প্রস্তাবে অরাজি হয়নি।)

শকুন্তলা বলে, বিয়ের পরে সে জানতে পেরেছিল তার স্বামী শারীরিকভাবে খুব সুস্থ নয়, তার হার্ট দুর্বল, বিয়ের আগে একটা ছোটখাটো 'অ্যাটাকও হয়েছিল'। এসব সে কথায়-কথায় শুনেছিল তার চেয়ে বছর পাঁচেকের বড় দেওরের মুখে। শ্বশুরবাড়িতে এই দেওর আর শ্বশুরমশায়ই তাকে যা একটু পছন্দ করত। দেওর বলেছিল স্বাস্থ্যের কথা ভেবে শকুন্তলার স্বামী বিয়ে করতে চায়নি, কিন্তু মা'র জেদে রাজি হয়। শাশুড়ির ধারণা ছিল বিয়ে হলে ছেলের রোগ সেরে যাবে। তবে স্বামী 'মানুষটি খারাপ ছিল না,' শকুন্তলা বলে, যৌন সম্পর্কেও একবারে অপটু ছিল না, মাঝেমধ্যে শারীরিক দুর্বলতার জন্যে 'পেরে না উঠলে' ক্ষমা চেয়ে নিত। এই ব্যাপারগুলোকে শকুন্তলা তেমন আমল দেয়নি, স্বামীকে সে ভালই বাসত—তাকে শরীরে মনে সুস্থ রাখার চেষ্টা করত। শাশুড়ির গঞ্জনা, ভাসুর বউ, ননদদের উপেক্ষার মনোভাব নিয়ে কোনও অনুযোগ করত না তার কাছে। কিন্তু, তার কোনও চেষ্টাই শেষ পর্যন্ত কাজে লাগেনি।

বিয়ের পরে ছ' বছর কাটতে না কাটতেই তার বিপর্যয় শুরু হয়। ইতিমধ্যে সে একবার গর্ভধারণ করে, হাসপাতালে একটি ছেলেও হয়েছিল। কিন্তু জন্মের পরেই শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়ায় তিন দিনের মধ্যে মারা যায় শিশুটি। সে এবং তার স্বামী দুজনেই এই ব্যাপারে মুষড়ে পড়ে। ওই একটা সময়ে বড় জা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল তার নিজেরও প্রথম বাচ্চাটা 'মিসক্যারেজ' হয়—তার পরেও তো দুটো হয়েছে, সুতরাং হতাশ হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু, আর সন্তান হয়নি তার।

আসল দুর্ঘটনা ঘটে ছ' বছরের মাথায়। স্বামী যে-ব্যাঙ্কে ক্যাশিয়ারের কাজ করত সেখানে টাকার গণ্ডগোল হওয়ায় তাকে এবং আর একজনকে গ্রেফতার করা হয়। ভাসুর ও দেওরের চেষ্টায় স্বামী জামিনে ছাড়া পেলেও তদন্ত শেষ না-হওয়া পর্যন্ত সাসপেন্ড করা হয় তাকে। শকুন্তলার ধারণা তার স্বামী নির্দোষ ছিল, ওর পক্ষে শুধু তছরুপ কেন, কোনও খারাপ কাজ করাই সম্ভব ছিল না—কেউ নিশ্চয়ই অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ফাঁসিয়েছিল তাকে। কিন্তু, এর ফল যা হওয়ার তা-ই হয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তদন্ত শেষ হওয়ার আগেই একদিন দুপুরে খেয়ে ওঠার পর বুকে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হয় স্বামীর ; দেওর ডাক্তার নিয়ে পৌঁছবার আগেই সব শেষ।

(শকুন্তলার চোখে জল ছিল না। কিন্তু, এই সময় মাথা নিচু করে রুমালে চোখ মোছে)।

শকুন্তলা বলে, সন্তান মরে যাওয়া, স্বামী মরে যাওয়ার সমস্ত দায়ই শাশুড়ি তার ওপর চাপায়। তাকে যখন-তখন 'অলক্ষ্মী' বলত। বলত, 'রাক্ষুসি সবাইকে না খেয়ে ছাড়বে না।' তার কথার সামনে শ্বশুর বা দেওরের প্রতিবাদ টিকত না। তবে শাশুড়ি তাকে বিধবার পোশাক পরাতে চাইলে শ্বশুরমশায় আত্মহত্যা করবেন বলে শাসান, ফলে শাঁখা সিঁদুর গেলেও সে রঙিন শাড়ি-ব্লাউজই পরত। জামাইয়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে বাবা দেখা করতে এসেছিলেন, মাত্র একবেলা থেকে সকলের মন জুগিয়ে চলার পরামর্শ দিয়ে ফিরে যান পাটনায়।

মন জুগিয়েই চলত শকুন্তলা। কিন্তু ক্রমশ বুঝতে পারে স্বামী যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুরবাড়িতে তার অধিকার বলে কিছু নেই। শাশুড়ির ব্যবহার ক্রমশ খারাপ হচ্ছিল, থেকে থেকেই জ্বলে উঠত—শ্বশুর, ভাসুর, দেওরের তোয়াক্কা করত না। জা-ননদরা চুপচাপই থাকত। ভাসুর সাতে-পাঁচে থাকত না, কিন্তু অশান্তি বাড়তে থাকায় এবং তার মানসিক নির্যাতন দেখেই সম্ভবত প্রস্তাব দেয় শকুন্তলা কিছুদিন বাপের বাড়ি ঘুরে আসুক। শ্বশুরও এ ব্যাপারে সায় দেন। কিন্তু দেওর রাজি ছিল না—আড়ালে তাকে বুঝিয়েছিল এ বাড়িতে তার 'হক' আছে, সম্পত্তিতেও 'হক' আছে। না চ্যাঁচালে মা'র ভাত হজম হয় না, যা-ই বলুক, গায়ে তো হাত তোলেনি ! ধৈর্য ধরে থাকলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

দেওরের সহানুভূতিতে মন তখনকার মতো শান্ত হলেও বাস্তবে স্বস্তি পাচ্ছিল না শকুন্তলা, সে নিজেই বাবার কাছে যাওয়ার জন্যে ছটফট করছিল। এই সময় আরও একটা ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়ে সে। স্বামীর মৃত্যুর মাস পাঁচেক পরে কিছুদিনের জন্যে পাটনা থেকে ঘুরে আসতে চায় জানিয়ে বাবাকে চিঠি লিখেছিল, বাবা জবাব দেননি। সেজ বোন শুধু দু' লাইনের পোস্টকার্ড লিখে জানিয়েছিল বাবার শরীর ভাল যাচ্ছে না, ইত্যাদি। এতে সে আরও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। সংসারে কে তার আপনজন, কে নয়—এই বোধটাই গুলিয়ে যাচ্ছিল। সে ঠিক করে যে করেই হোক ক'দিনের জন্যে অন্তত বাপের বাড়ি ঘুরে আসবে।

www.BanglaBook.org

(এই পর্যন্ত বলে শকুন্তলাকে চুপ করতে দেখে ইন্টারভিউয়ার তাকে মনে করিয়ে দেয় তার যাওয়ার তাড়া আছে এবং তাড়া থাকলে এমন সবিস্তারে সব কিছু না বলে কী করে এই পেশায় এল সরাসরি সে-কথায় চলে আসতে পারে। প্রস্তাব শুনে সামান্য অপ্রস্তুত বোধ করে শকুন্তলা, সামলে নিয়ে ঈষৎ হেসে বলে, এই পেশায় সে বেশ কিছু ক্লায়েন্ট দেখেছে যারা সবুর সয় না, চোখাচোখি হওয়ার আগেই শুয়ে পড়তে চায়। তারপর জিজ্ঞেস করে, 'পাগলি ছাড়া কোনও অ্যাডাল্ট মেয়েকে নেকেড হয়ে ঘুরতে দেখেছেন ?' তারপর বলে, 'ভদ্র ঘরের মেয়ে, ভদ্র বাড়ির বউ—না হয় বিধবা, বেশ্যাও হয়েছি, কিন্তু শাড়ি, ব্লাউজ, ব্রেসিয়ার, শায়া, প্যান্টি খুলতেও যে সময় লাগে দিদি !'

শকুন্তলার মনোভাব বুঝে ইন্টারভিউয়ার দুঃখ প্রকাশ করলে শকুন্তলা বলে, সে কিছুই মনে করেনি, রাগও করেনি। প্রায় ভুলে-যাওয়া ঘটনাগুলোকে ঠিকঠাক সাজাতে পারছে না বলেই সময় নিচ্ছে। এরপর অবশ্য সে সরাসরি বিষয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে)।

আগের কথার খেই ধরে শকুন্তলা বলে, মনের এই রকম অবস্থায় হঠাৎই নতুন 'ঝামেলায়' জড়িয়ে পড়ে সে। জা'র ভাইয়ের বিয়ে উপলক্ষে ভাসুর ও জা দুই ছেলেমেয়ে ও তার দুই ননদকে নিয়ে বহরমপুরে গিয়েছিল। সেই সময় একদিন সকালে শাশুড়ি শিবমন্দিরে পুজো দিতে গেলে সুযোগ বুঝে সে দেওরের ঘরে ঢোকে এবং তাকে পাটনায় বাবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার অনুরোধ করে। বলে, পৌঁছে দিতে না পারলে ট্রেনের টিকিট কেটে দিক, সে একাই যাবে। দেওর তাকে 'পাগলামি' ছাড়তে বলে। কিন্তু কথায়-কথায় ক্ষোভ ও অভিমানে সে কান্নাকাটি শুরু করলে দেওর হঠাৎই তাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করতে শুরু করে। অপ্রত্যাশিত এই ঘটনায় হকচকিয়ে গিয়েছিল শকুন্তলা। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করলেও দেওর ছাড়ে না। বলে, সে অনেকদিন ধরেই শকুন্তলাকে ভালবাসে এবং তাকে বিয়ে করবে বলে ভেবে রেখেছে, কিন্তু কথাগুলো বলবার সুযোগ পায়নি। বিভ্রান্ত শকুন্তলা এসব কথার 'মাথামুণ্ডু' বোঝেনি—সে ভয় পাচ্ছিল শাশুড়ি বা বাড়ির কাজের লোক কেউ তাদের এই অবস্থায় দেখে ফেললে সর্বনাশ হবে। দেওর ততক্ষণে পাগল হয়ে উঠেছিল, জোর করে তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেও সে কেলেঙ্কারি ঘটতে দেয়নি, জোর খাটিয়ে পালিয়ে আসে। কিন্তু ঘটনাটা ও দেওরের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কথাগুলো কিছুতেই শরীর, মন থেকে মুছতে পারেনি। কেমন একটা আচ্ছন্নতায় অবশ লাগছিল সারাক্ষণ। এমনকী ভেবেছিল, এ বাড়িতে দেওরের দাপট আছে, রোজগারও সবচেয়ে বেশি—দেওর তাকে বিয়ে করলে হয়তো বদলে যাবে জীবন। কিন্তু ব্যাপারটা আদৌ সম্ভব কি না, শ্বশুরবাড়ির লোকেরা সায় দেবে কি না বুঝতে পারছিল না। মৃত স্বামীর অসহায় মুখও মাঝে মাঝে ভেসে উঠছিল চোখে। বুঝতে পারছিল না এসব চিন্তা করাও পাপ কি না।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত যখন একা ঘরে সে ঘুমোতে পারছে না, হঠাৎ টোকা পড়ে দরজায়। অনুভূতি দিয়েই শব্দটা চিনতে পারে শকুন্তলা, বুঝতে পারে তার দেওরই এসেছে। তার নিঃশ্বাস এলোমেলো এবং হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। বেশ কিছুক্ষণ দরজা না খুললেও লোকটা ফিরে যায় না—থেমে থেমে বাজতে থাকে শব্দটা। পাছে কেউ জেগে ওঠে এবং একবারে ফিরিয়ে দিলে দেওর ক্ষুণ্ণ হয়, এই ভয়ে শেষ পর্যন্ত দরজা খোলে সে। ঘরে ঢুকে দেওর নিজেই দরজাটা বন্ধ করে এবং কোনও ভূমিকা না করেই সকালের মতো উন্মত্ত ব্যবহার শুরু করে তার সঙ্গে। সে বাধা দিয়েছিল, শক্তির চাপে এবং চেঁচিয়ে ওঠার অক্ষমতায় অনাবৃত হতে হতেও সে বিধবা এবং এসব করলে 'বাচ্চা হয়ে যেতে পারে' বলে কাকুতিমিনতি করেছিল। কিন্তু কিছুতেই কাজ হয়নি। দেওর বলে এসব চিন্তা তারও আছে এবং সে তৈরি হয়েই এসেছে, শকুন্তলা মিছিমিছি ভয় পাচ্ছে। ওর উন্মত্ততার চাপে এরপর শকুন্তলা নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

শকুন্তলা জানায়, সেই রাত্রে অনেকটা সময়ই তার সঙ্গে কাটায় লোকটা। তাকে নানাভাবে আদর করে এবং বলে, ভাসুররা ফিরে এলে সে শকুন্তলাকে বাপের বাড়ি পৌঁছে দেবে এবং পরে বিয়ে করবে। তার কলকাতার ব্যবসা বাড়ছে। শকুন্তলাকে বিয়ে করা নিয়ে যদি অশান্তি হয় তাহলে এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে কলকাতায় ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকবে। সে আরও বলেছিল গড়িয়া না যাদবপুর কোথায় জমি কিনেছে ইতিমধ্যে, বাড়ির কেউ তা জানে না। বছর দুয়েকের মধ্যেই বাড়ি তুলবে। আচ্ছন্নতার মধ্যে ওর সব কথাই বিশ্বাস করেছিল শকুন্তলা। সেদিনের পর থেকে ভাসুররা ফিরে না-আসা পর্যন্ত প্রতি রাতে দেওর তার সঙ্গে সহবাস করত।

এই ঘটনায় তার মনে কোনও পাপবোধ জন্মেছিল কি না জিজ্ঞেস করা

www.BanglaBook.org

হলে খানিক চুপ করে থেকে পাল্টা প্রশ্ন করে শকুন্তলা—কোনটা পাপ, কোনটা পুণ্য তা কে ঠিক করে ? তাছাড়া এই অবস্থায় সে যা করেছে তা না করে আর কী করতে পারত ? বিয়ের আগে গানের মাস্টারের চিঠিটা যেভাবে দেখিয়েছিল মাকে, ঠিক সেইভাবেই কি ঘটনাটা বলতে পারত শাশুড়িকে ? হ্যাঁ, একটা কাজ করতে পারত—আত্মহত্যা। কিন্তু সত্যি কথাটা এই যে, সে নতুন করে বাঁচার স্বপ্নও দেখতে শুরু করেছিল।

আর এক প্রশ্নের উত্তরে, প্রথমে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেও কিছুটা লজ্জিত ভঙ্গিতে শকুন্তলা বলে, দেওর তার স্বামীর মতো অসুস্থ ও দুর্বল ছিল না, বরং অতিরিক্ত রকমের সবল ছিল। এ ছাড়াও নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়ায় তার শারীরিক সঙ্গ শকুন্তলার খারাপ লাগত না—মানসিকভাবেও সে কিছুটা স্বস্তি বোধ করত।

শকুন্তলা এবার চলে যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে এবং সংক্ষেপে বলে, পরিকল্পনা মাফিক সে বাপের বাড়ি গিয়েছিল। কিন্তু স্বস্তি পায়নি। এভাবে হুট করে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে আসায় একটু ক্ষুণ্নই হয়েছিলেন বাবা ; তাকে বোঝান, তিনটি মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবেই তিনি কূল-কিনারা পাচ্ছেন না, এর মধ্যে শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে সে বোঝা হয়ে এলে তিনি দাঁড়াবেন কোথায় ! বিধবা মেয়ে, ছেলেপুলেও নেই, এখন শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক আল্‌গা হলে পরে আর তারা ঠাঁই দেবে না। তিন বোনও তার সঙ্গে দায়সারা ব্যবহার করত। পাটনায় দিন কয়েক থাকতে না থাকতেই সে হাঁফিয়ে ওঠে এবং বুঝতে পারে শিথিল হয়ে গেছে রক্তের সম্পর্ক, বাপের বাড়ি তার আশ্রয় হবে না। শ্বশুরবাড়িতে 'তবু একজন আছে'। এসব ভেবে বর্ধমানের দোকানের ঠিকানায় সে তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে চিঠি লেখে দেওরকে। আট-দশ দিন পরে দেওর নিজেই এসে নিয়ে যায় তাকে। কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে নয়।

শকুন্তলা বলে, ট্রেনে ওঠার পরে দেওর তাকে জানায় সে যে তাকে ফেরত নিয়ে যেতে এসেছে তা বাড়ির কাউকে বলেনি। কলকাতায় ব্যবসার কাজে যাচ্ছে, সেখান থেকে বোম্বাই যেতে হতে পারে, ফিরতে দেরি হবে—এসব বলে বেরিয়েছে। এখন তারা কলকাতাতেই যাচ্ছে। সেখানে এক বন্ধুর ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে, সেখানেই থাকবে। কালাশৌচ কেটে গেলে তাকে বিয়ে করবে। তবে শকুন্তলা ইচ্ছে করলে কিছুদিন পরে একা-একা বর্ধমানে চলে যেতে পারে, ইত্যাদি।

www.BanglaBook.org

এই ব্যবস্থা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। শকুন্তলা বলে, হাওড়া স্টেশন থেকে দেওর তাকে ভবানীপুর অঞ্চলে একটি ফ্ল্যাটে নিয়ে যায়। সেখানে তারা স্বামী-স্ত্রীর মতো বসবাস করতে থাকে। ফ্ল্যাটে কোনও কিছুর অভাব ছিল না। সপ্তাহখানেক পরে দেওর বর্ধমানে ফিরে যায়। আবার আসে। এইভাবে চলতে থাকে। দেওর তার নামে একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে দেয়, তা ছাড়া বাপের বাড়ি যাওয়ার সময় সে নিজের গয়নাগুলোও সঙ্গে নিয়েছিল—অভাবের চিন্তা ছিল না। স্বাচ্ছন্দ্যে নিজের মতো থাকতে পারছে, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা নেই এবং কয়েক মাস পরেই তাদের বিয়ে হবে, এইসব চিন্তায় শ্বশুরবাড়ি বাপের বাড়ির কথা ভাবত না। দেওর কলকাতায় এলে মাঝে মাঝে আড্ডা, মজলিশ বসাত ফ্ল্যাটে, মদটদও খেত। সেখানেই একদিন যার ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিল সেই বন্ধুর সঙ্গে দেওর তার পরিচয় করিয়ে দেয়।

শকুন্তলা বলে, দেওর যে তাকে রক্ষিতা করে রাখার উদ্দেশ্যে এখানে এনে রেখেছে সেটা সে বুঝতে পারে কয়েক মাস কেটে যাওয়ার পরে। তার কলকাতায় আসা কমে আসছিল ক্রমশ, ব্যবহারেও পরিবর্তন দেখা যাচ্ছিল। একবার মাত্র একদিনের জন্যে এসে বলে বাড়িতে ঝামেলা শুরু হয়েছে, এখন কিছুদিন আসতে পারবে না। কী ঝামেলা, জিজ্ঞেস করেও তা জানতে পারেনি শকুন্তলা। তবে যাওয়ার আগে বন্ধুকে নিয়ে এসে দেওর বলে কোনও অসুবিধে হলে বন্ধুকে জানাতে—বন্ধুই তার খোঁজখবর নেবে। এ কথার কী অর্থ তা সে পরের দিনই বুঝতে পারে।

সেদিন সন্ধ্যায় দেওরের বন্ধু ওই ফ্ল্যাটে এসে বসবাস করবে বলে জানায় এবং উদ্ভট ব্যবহার শুরু করে। তার সঙ্গে সহবাস করতে চায়। সে আপত্তি করে এবং দেওরের কাছে নালিশ করবে জানালে লোকটি মজা পেয়ে বলে, 'বেশ্যার এত রোয়াব কেন!' বলে, তাকে যা করতে বলা হচ্ছে তা না করলে এখনই বেরিয়ে যেতে হবে ফ্ল্যাট থেকে। লোকটি এসব কথা বলেছিল খুব ঠাণ্ডা মাথায়, তার কাকুতিমিনতিতে কান দেয়নি। আরও বলেছিল, দেওর আর ফিরবে না, সে বিয়ে করেছে। এসব শুনে এবং নিজের পরিণতির কথা বুঝে হঠাৎই চোখে অন্ধকার দেখে শকুন্তলা। দেহদানে বাধ্য হয়।

এভাবে কয়েকদিন চলার পরে লোকটি প্রায়ই নতুন-নতুন লোক নিয়ে আসত ফ্ল্যাটে এবং তাকে তাদের খুশি করতে বাধ্য করত। পরিবর্তে তাকে কোনও দিন পাঁচশো, কোনও দিন আরও বেশি টাকা দিত;

www.BanglaBook.org

উপহারও দিত নানা রকমের। বলত, পূর্ব-পরিচয় ভুলে গিয়ে শকুন্তলা যেন নিজেকে 'আনম্যারেড' ভাবে, 'বডিটাকে' ঠিক রাখে আর ক্লায়েন্টদের তোয়াজ করে। এসব করলে ও তার কথামতো চললে সে 'রানি হয়ে যাবে'। তাকে বাইরেও পাঠাত।

শকুন্তলা স্বীকার করে, অনন্যোপায় হয়ে এ কাজ করতে বাধ্য হলেও তার উপার্জন খারাপ নয়। ভবিষ্যতের কথা ভেবে দেওর ব্যাঙ্কে যে অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছিল সেখানে টাকা জমায়। নিজের জোরের জায়গাটা বুঝতে পারার পর ওই লোকটির খপ্পর থেকে বেরিয়ে পার্ক সার্কাসে এক মহিলার ফ্ল্যাট থেকে অপারেট করে। ম্যাডামের লিস্টে তার মতো আরও কয়েকজন আছে, ম্যাডামের কনট্যাক্টও ভাল—বিউটি পার্লার আর বুটিকের ব্যবসা আছে। ম্যাডাম 'খুব সেফ'।

শকুন্তলার বৃত্তান্তে কোথাও একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে মনে করে ইন্টারভিউয়ার তাকে জিজ্ঞেস করে, সে যে কলকাতায় এইভাবে হারিয়ে গেল—তার শ্বশুরবাড়ি, বাপের বাড়ি কেউ তার খোঁজ করল না, এটা কী করে সম্ভব? উত্তরে কয়েক মুহূর্ত শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সে জিজ্ঞেস করে, 'কেন খোঁজ করবে বলুন তো?' তারপর নিজেই বলে, 'মানুষ যাকে ভালবাসে তারই খোঁজ করে। যে অপ্রয়োজনীয় তার খোঁজ করবে কেন!'

শকুন্তলা বলে, সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকদের সঙ্গে নোংরামি করতে তার ভাল লাগে না। নিজের ওপর ঘৃণাও হয়। কিন্তু এই বাস্তব সে মেনে নিয়েছে। সে 'নীতি-ফিতির ধার' ধারে না। এসব ভাববেই বা কেন? তার শ্বশুর, শাশুড়ি, ভাসুর, দেওরের কোন নীতিবোধ কাজ করেছে, কিংবা তার বাবার? তার শরীরের দাম আছে, সেটাই সে বিক্রি করে। এ না করলে তাকে ভিক্ষে করতে হত বা কারও বাড়ি ঝি বা রাঁধুনি হতে হত। সেখানেও এমন হতে পারত—শ্বশুরবাড়িতেও তো তা-ই হয়েছিল!

তবে প্রয়োজন ও ইচ্ছা না হলে সে অ্যাপয়েন্ট নেয় না। নিয়মিত ডাক্তার দেখায় ও ক্যাপসুল খায়। বাধ্য না হলে মদ খায় না; কিন্তু মাঝে মাঝে ইনসমনিয়ায় ভোগে, তখন ঘুমের বড়ি খায়। নিজের মেসিন কিনেছে, সেলাইয়ের কাজ করে। যে-সংস্থা তাকে ইন্টারভিউ দিতে বলেছে তাদের সঙ্গে সে নিজেই যোগাযোগ করে এবং তার অসহায়তার কথা বলে। তারা তার সেলাইয়ের কাজ কেনে, নতুন কাজ দেয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আরও কিছু টাকা জমলে এই কাজ ছেড়ে দিয়ে নিজের টেলারিংয়ের ব্যবসা খুলবে।

না, বিয়ে বা সংসার করার কোনও ইচ্ছাই শকুন্তলার নেই।

আই.এন.ভি./সি.জি—১২/৭
কল : সি.পি./এস.এস
পামেলা

নাম : পামেলা। ডাক নাম : পমি। আলাদা কল নাম নেই। বয়স : ২৮। চৌরঙ্গি অঞ্চলে একটি 'মাঝারি' হোটেলের সঙ্গে যুক্ত। ঠিকানা : বলেনি (বলে, 'দরকার হলে হোটেলেই কনট্যাক্ট করবেন'); হোটেল থেকেই অপারেট করে। লম্বাটে চেহারা, ফিগার চোখ টানে। রং : গমের মতো। মুখচোখ : সামান্য উগ্র, নাক টিকালো হলেও ঠোঁটদুটি ঈষৎ পুরু, সারাক্ষণ সানগ্লাস পরে থাকায় চোখের রং ও দৃষ্টি বোঝা যায়নি। উচ্চতা : ৫′-৬″। মেকআপ : পরিচ্ছন্ন; গালে হালকা গোলাপি আভা, কপালে হল্‌দে চিক-কাটা টিপ, ঠোঁটে ক্রিম জাতীয় কিছু ব্যবহার করেছিল। পোশাক : হল্‌দে রঙের চিকনের কাজ করা কামিজ ও সালোয়ার। ডান হাতে ঘড়ি, বাঁ হাতে মোটা বালা ছাড়া আর কোনও অলঙ্কার চোখে পড়েনি, আংটিও ছিল না। ইন্টারভিউয়ের সময় আগাগোড়া একটা অনিচ্ছুক মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছিল, বিরক্ত হচ্ছিল; তবে মোটামুটি সব প্রশ্নেরই জবাব দেয়। বাংলার চেয়ে বেশি ইংরেজি বাক্য ব্যবহার করে। কথা বলতে বলতে একবার কারও ফোন পেয়ে উঠে যায়। আর একবার কারও সঙ্গে তিন-চার মিনিট কথা বলে টেলিফোনে, হাসি-ঠাট্টা করে এবং স্বরে কিছুটা শ্লেষ মিশিয়ে বলে, '...টকিং টু আ লেডি, সো-কল্‌ড সোসাল ওয়ার্কার। সি ইজ রাইটিং মাই বায়োগ্রাফি। ...ইয়া ...আই নো ...হাউ ডু আই অ্যাভয়েড? ...হি ইজ ভেরি ক্লোজ টু দ্যাট—(স্ল্যাং)', ইত্যাদি। পামেলাকে ইন্টারভিউ করা হয় সে যে-হোটেলের সঙ্গে যুক্ত সেই হোটেলেরই একটি সিঙ্গল রুমে। একবার ইন্টারভিউয়ারকে কফি আনিয়ে দেয়, নিজে খায় না। কথাবার্তার মধ্যে ব্যাগ থেকে দামি সিগারেট বের করে খায়।

পামেলা যা বলেছে : পামেলার জন্ম কলকাতায়। তার বাবা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, একটি বড় বাণিজ্যিক সংস্থায় কাজ করত। কোম্পানির দেওয়া ফার্নিশ্‌ড্ ফ্ল্যাট ছাড়াও গাড়ি ও অন্যান্য সুবিধা পেত। আয়ের

www.BanglaBook.org

পরিমাপে তাদের উচ্চবিত্ত বলা যায় ; নিজেদের ফ্ল্যাটও আছে। মা উত্তরপ্রদেশের মেয়ে, চাপা স্বভাবের। বাবা একসময় টানা আট বছর কোম্পানির বোম্বাই অফিসে পোস্টেড ছিল। ফলে পামেলার স্কুল-জীবন বোম্বাইয়ে কেটেছে। কলেজে পড়েছে কলকাতায়। কমার্স গ্র্যাজুয়েট। ছোটবেলা থেকে বিদেশে পড়াশুনো ও বসবাস করার স্বপ্ন দেখত সে ! সেটা হয়নি।

বোম্বাইয়ে থাকতেই বাবা-মা'র সম্পর্কে চিড় ধরে। কেন তা সে গোড়ায় ধরতে পারেনি। তবে বাবা খুব 'ফাস্ট-লাইফ লিড' করত, পার্টিতে যেত এবং বাড়িতে পার্টি দিত। মা সম্ভবত এই ব্যাপারগুলোর সঙ্গে তাল রাখতে পারত না। মা 'ওয়াজ আ ডিফারেন্ট টাইপ'—উপাধি-পাওয়া ভাল সিতারিস্ট ছিল, একদা এক বিখ্যাত বাজিয়ের কাছে তালিম নিয়েছিল ; ছোটবেলা থেকেই পামেলা দেখেছে মা রেওয়াজ করছে একা-একা। বাবা হাসিখুশি 'এক্সট্রোভার্ট' টাইপের মানুষ ; স্ত্রীর সঙ্গে যেমনই সম্পর্ক হোক মেয়েকে ভালবাসত খুব। কিন্তু মদ খেলেই পাল্টে যেত। প্রায় প্রতি রাতেই ঝগড়া হত মা-বাবার মধ্যে। একদিন রাত্রে ঝগড়াঝাটির মধ্যে মা'র সেতারটা আছড়ে ভেঙে ফেলে বাবা। তারপর থেকে মা কেমন চুপচাপ আর 'কোল্ড' হয়ে যায়।

বাবা কলকাতায় ট্রান্সফার হওয়ার পরেও ওদের সম্পর্ক জোড়া লাগেনি। বরং আরও খারাপ হয়। সকালে অফিসে বেরিয়ে যেত বাবা, ফিরত অনেক রাতে। ছুটির দিনেও হয় ক্লাব, না হয় 'মিটিং আছে' বলে বেরিয়ে যেত। নিজের খোলস থেকে বেরিয়ে এসে পামেলা বলে, 'আসলে বাবার একটা অ্যাফেয়ার ডেভলাপ করেছিল। পার্ক স্ট্রিটের এক হোটেলের রেস্তোরাঁয় একদিন সন্ধ্যায় বন্ধুদের সঙ্গে খেতে গিয়ে এক সুন্দরী মহিলাকে দেখেছিল বাবার সঙ্গে—পিছন থেকে দেখেই বাবাকে চিনতে পারে সে এবং তখনই বেরিয়ে আসে। কী করে যেন মাও এই অ্যাফেয়ারের ব্যাপারটা জেনে ফেলেছিল। এই নিয়ে একদিন রাতে তুমুল ঝগড়া হয় বাবা-মা'র মধ্যে। পরের দিন বাবার অনুপস্থিতিতে মা পামেলাকে ডেকে পুরো ঘটনা বর্ণনা করে এবং বলে বাবা তাকে ডিভোর্স করবে বলে শাসিয়েছে।

'আই ডোন্ট না হোয়াই—', পামেলা বলে, মা'র অনুযোগ শুনে তার সহানুভূতি হয়নি ; সে পরিষ্কার বলে দেয় এই ঘটনায় মা'র দোষও কম

www.BanglaBook.org

নেই—সে নিজেও লক্ষ করেছে মা বাবার প্রতি অসম্ভব কোল্ড, ইত্যাদি। তার কথায় নিশ্চয়ই খুব আহত বোধ করেছিল মা। চোখে একই সঙ্গে ফুটে উঠেছিল বিস্ময় আর হতাশা ; কিন্তু গুটিয়ে যায়নি। তাকে বলে, এটাও বাবার প্রথম অ্যাফেয়ার নয়, পামেলা পেটে থাকার সময়েই একবার এরকম ঘটনা ঘটেছিল, তার পরেও ঘটেছে। একজন 'ওম্যানাইজারের' সঙ্গে ঘর করা যে কী কষ্টকর ! মা এতই ক্ষুব্ধ হয়েছিল যে তাকে বলে, বাবা ডিভোর্স চাইলে দিয়ে দেবে—লক্ষ্ণৌয়ে দাদাদের কাছে চলে যাবে। পামেলাও যেন যায় তার সঙ্গে। কিন্তু, সে রাজি হয়নি।

পামেলা বলে, শেষ পর্যন্ত বাবা-মা'র সেপারেশন হয়। সে বাবার কাছেই থেকে যায়। বাবা খুশি হয়। তবে, এই গণ্ডগোলে তার পড়াশুনোর খুব ক্ষতি হয়েছিল, একবছর ড্রপ করে। পরের বছর পরীক্ষা দিলেও রেজাল্ট ভাল হয়নি। বিদেশে যাওয়ার ইচ্ছা পণ্ড হওয়ায় দমে যায় খুব। এর পরে সে শর্টহ্যান্ড, টাইপরাইটিং শেখে এবং সেক্রেটারিশিপের কোর্সে ভরতি হয়।

পামেলাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তার মা'র কোল্ড হওয়ার কারণ ছিল, তা সত্ত্বেও এই গোলমালে সে বাবার পক্ষ নেয় কেন ?

পামেলা বলে, ছোটবেলা থেকেই বাবার সান্নিধ্যে সে খুব 'প্রোটেকটেড' বোধ করত, বাবার কাছে অনেক 'ফ্রিডম' আর 'লাইসেন্স' পেত—এসব পেতে পেতে এমনই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে কুড়ি-একুশ বছর বয়সে পুরনো অভ্যাস থেকে বেরোনো সম্ভব হত না। 'ওনলি চাইল্ডের কতগুলো এক্সপেক্টেশন গ্রো করে'। সে ভেবেছিল মা'র বাপের বাড়ির 'কনজারভেটিভ অ্যাটমোসফিয়ারে' তার দমবন্ধ হবে, 'ফ্রিডম থাকবে না, ফিনানসিয়াল সিকিউরিটিও থাকবে না।' মা তাকে কখনও বকেনি সত্যি, কিন্তু, 'লাইক মাই ফাদার ইউজড্ টু সে, ভেরি অফ্ন—সি ওয়াজ আ ডিসট্র্যাক্ট পার্সন।' পামেলা বলে, মাকে বেশিরভাগ সময়েই দূরের ও অন্যমনস্ক বলে মনে হত। হয়তো বাবার ব্যবহারই তাকে এমন করেছিল, 'গড নোজ !'

পামেলা স্বীকার করে, সম্ভবত তার সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল না। অন্তত তার নিজের সম্পর্কে। মা'র সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে যাওয়ার পর বাবা আবার বিয়ে করে—হ্যাঁ, সেই মহিলাকেই। কিন্তু মহিলা একা আসেনি, সঙ্গে নিয়ে এসেছিল বছর বারো-তেরোর একটি মেয়েকেও। বাবা যদিও তাকে জানিয়েই বিয়ে করেছিল, তবু কিছুদিনের মধ্যেই সে বুঝতে পারে

www.BanglaBook.org

বাবার অ্যাটেনশনের বেশিটাই পাচ্ছে তার নতুন স্ত্রী ও মেয়ে। নিজের বাড়িতে নিজেকে 'পেইং গেস্টের মতো' লাগত পামেলার। বাবার কথাবার্তার ধরনও পাল্টে গিয়েছিল ক্রমশ, 'কেমন যেন ফরমাল'। আগে যেমন কোনও রেস্তোরাঁ বা ক্লাবে গেলে তাকে 'ইউ মাস্ট কাম' বলত, এখন সেটা 'ইউ মে লাইক টু জয়েন আস'-এ দাঁড়ায়। সে 'লোনলি ফিল' করতে শুরু করে, রাগ হত, ঈর্ষাও হত। তার বাবা 'শেয়ারড্' হচ্ছে এটা সে মেনে নিতে পারত না। এই সময় সে তার মা'র সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। মা বাবার সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করেনি, কিন্তু খুব ঠাণ্ডা ভাষায় তাকে জানিয়েছিল ইচ্ছে করলে সে মা'র কাছে ফিরে যেতে পারে। মা তো তাকে পেতেই চেয়েছিল, ইত্যাদি। তবে সে মা'র কাছে যায়নি।

কেন যায়নি, জিজ্ঞেস করায় পামেলা অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে এবং বলে, সে সাইকোঅ্যানালিস্ট নয়। কেন কী করেছিল বলতে পারবে না।

অল্প বয়সে কোনও যৌন অভিজ্ঞতা হয়েছিল কি না জানতে চাওয়া হলে পামেলা প্রথমে ভুরু কোঁচকায়; তারপর স্বাভাবিক হয়ে বলে, স্কুল-জীবন পর্যন্ত হয়নি। তবে আরও বড় হয়ে যখন কলেজে, একদিন ফাঁকা দুপুরে এক সহপাঠিনী তাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ব্লু ফিল্ম দেখিয়েছিল। এতে সে খুব 'এক্সাইটেড' বোধ করে এবং দুজনেই 'সিলি' যৌনাচারে লিপ্ত হয়। পরে, বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করার পর—যখন সে ওদের সঙ্গে বেরোত না, খুব নিঃসঙ্গ লাগত নিজেকে—এক উইক-এন্ডে বাড়িতেই সে তার এক বয়ফ্রেন্ডকে ডেকে আনে এবং 'আই হ্যাড সেক্স উইথ হিম।' পামেলা বলে, সে ভয় পায়নি, কেন না তার কোনও 'ইনহিবিশন' ছিল না, প্রোটেকশান নিতে শিখেছিল। তা ছাড়াও সে ঠিকই করে ফেলেছিল বিজনেস ম্যানেজমেন্টের ছাত্র ওই বয়ফ্রেন্ডকে বিয়ে করবে। এইখানে এক প্রশ্নের উত্তরে সে বলে, কলেজে তার সহপাঠিনীদের কারও কারও এই ধরনের 'সেক্সুয়াল এক্সপিরিয়েন্স' হয়েছিল।

(এই সময় পামেলার টেলিফোন আসে এবং সে আগে উল্লিখিত কথাগুলি বলে। টেলিফোন নামিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করে, আর কোনও 'সিলি কোয়েশ্চেন' আছে কি না? পামেলাকে এর পরে কী করে কলগার্ল বা সেক্স-ওয়ার্কার হল তা জিজ্ঞেস করা হয়।

পামেলা কাঁধ ঝাঁকায়, যেন প্রশ্নটা পছন্দ হয়নি। বিরক্তি প্রকাশ করে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলে, সে কলগার্ল বা সেক্স-ওয়ার্কার কোনওটাই নয়, জানে না কেন তাকে 'এভাবে লেবেল' দেওয়া হয়েছে। সে একটা চাকরি করে—সেটাই তার প্রথম পরিচয়। তাকে শুধুশুধু হ্যারাস করা হচ্ছে কেন ?, ইত্যাদি। তাকে সোর্স, ইন্টারভিউয়ের কারণ ইত্যাদি বুঝিয়ে বলার পরে সে বলে, সে জানে তার একটা-দুটো ভুলের জন্যে তাকে সারা জীবন হ্যারাস্ড্ হতে হবে। আরও একটা সিগারেট ধরিয়ে সে ক্রমশ শান্ত হয়ে আসে।)

পামেলা বলে, বাবা-মা'র বিচ্ছেদ, বাবার আবার বিয়ে করা এবং বাবার কাছে তার গুরুত্ব কমে যাওয়ায় সে মানসিকভাবে অনিশ্চিত হয়ে পড়ছিল—একা লাগত। এই সময় প্রায় পর-পর দুটো ঘটনা ঘটে। বাবা আগের চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যাঙ্গালোরে একটা কোম্পানিতে জয়েন করে—স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে চলে যায়। তাকেও যেতে বলেছিল, কিন্তু সে যায়নি। কারণ তখনও সে সেক্রেটারিশিপ পড়ছে এবং তার বন্ধুবান্ধব, বয়ফ্রেন্ড সকলেই তখন কলকাতায়। একবারে অপরিচিত জায়গায় গিয়ে নিজের সমস্যা বাড়াতে চায়নি সে। বাবাও জোর করেনি।

নিজেদের ফ্ল্যাটের ভাড়ার লিজ তখনও শেষ না হওয়ায় বাবা পরিচিত এক মহিলার ফ্ল্যাটে পেয়িং গেস্ট হিসেবে তার থাকার ব্যবস্থা করে। কিন্তু সেখানে সে বেশিদিন থাকতে পারেনি—প্রায়ই রাত করে ফেরার জন্যে মহিলার সঙ্গে তার খিটিমিটি লাগত। সেক্রেটারিশিপ কোর্সে পড়তে পড়তে পরিচয় হওয়া তার চেয়ে বয়স্ক এক বান্ধবীর সঙ্গে ব্যবস্থা করে এরপর সে মধ্য কলকাতার একটি পুরনো কিন্তু বড় ফ্ল্যাটে চলে আসে। সেখানে আরও দুজন ওয়ার্কিং গার্ল থাকত। টাকার অসুবিধে হত না। বাবা টাকা পাঠাত ; তা ছাড়াও ছিল বাবার সঙ্গে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট, দরকারে সেখান থেকেও টাকা তুলত।

মা এবং বাবার সান্নিধ্য হারানো একার জীবনে নিজেকে ঠিকঠাক মানিয়ে নিতে পারছিল না পামেলা। কয়েক মাসের মধ্যে বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গেও ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। ভাল রেজাল্ট করে 'হায়ার স্টাডিজ'-এর জন্যে সে চলে যায় আমেরিকায়। বলে ফিরে এসে বিয়ে করবে তাকে। পামেলা তাকে বিয়েটা সেরে ফেলার জন্যে পীড়াপীড়ি করেছিল ; বলেছিল বাবার টাকা আছে, বিয়ে হয়ে গেলে ভিসা জোগাড় করে সেও মাঝেমাঝে উড়ে যেতে পারে তার কাছে—অন্য কোনও ব্যবস্থাও হয়ে

www.BanglaBook.org

যেতে পারে। কিন্তু, বয়ফ্রেন্ড তার প্রস্তাবে রাজি হয়নি। কেরিয়ার তৈরির জন্যে সে তখন এমনই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে পরিষ্কার জানিয়ে দেয় অপেক্ষা করতে না পারলে পামেলা অন্য কাউকে বিয়ে করে সেটেল হোক ; সে কিছু মনে করবে না। এই ঘটনায় পামেলা এতই বিপর্যস্ত বোধ করেছিল যে বয়ফ্রেন্ড চলে যাওয়ার দিন ফোন করে দেখা করতে বললেও সে দেখা করেনি। সেদিন সে আত্মহত্যা করার জন্যে স্লিপিং পিলও জোগাড় করেছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে ভয় পায়। সমস্ত ঘটনা খুলে বলে বান্ধবীকে। তাকে সঙ্গ ও সান্ত্বনা দিয়ে বান্ধবী বলে, এমনও তো হতে পারত যে বিয়ে করে গেলেও বয়ফ্রেন্ডটি আরও সুযোগ নিয়ে ছেড়ে দিত তাকে ! সেটা কি পামেলার পক্ষে বেশি সহনীয় হত ! বরং এটাই ভাল হয়েছে, সে মুক্ত হয়ে গেল। হ্যাঙ্গোভার কাটানোর জন্যে এখন তার একটা অকুপেশান দরকার—যাতে স্বাবলম্বী হতে পারে, সময়ও কাটে।

পামেলা বলে, কোর্সে মন না বসলেও সে পড়াশুনো চালিয়ে যায়। পাশাপাশি চাকরির চেষ্টা করতে থাকে। পার্ট-টাইম স্টেনোগ্রাফারের একটা কাজও পেয়ে গিয়েছিল কোনও ট্র্যাভেল এজেন্সিতে। ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে পড়ছিল নতুন জীবনে। এই সময় একদিন ইংরেজি খবরের কাগজের ক্লাসিফায়েড কলামে সে একটা বিজ্ঞাপন দেখে—কোনও ফরেন ট্যুরিস্ট কোম্পানি এদেশে লিয়াজঁ অফিসার ও গাইড চায়। তাদের রিপ্রেজেনটেটিভ ইন্টারভিউ নিতে আসছে কলকাতায়—টেলিফোন নাম্বার দিয়ে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছিল। বিজ্ঞাপনে কিছু লোভনীয় প্রস্তাব ছিল ; এমনকী বিদেশে ট্রেনিংয়ের সম্ভাবনার কথাও ছিল—যদিও চাকরির টার্মস্ পরিষ্কার জানানো হয়নি।

পামেলা বলে, কারও সঙ্গে পরামর্শ না করেই সে বিজ্ঞাপনে দেওয়া নাম্বারে ফোন করে। উত্তরদাতা তাকে অন্য একটি টেলিফোন নাম্বার দিয়ে সেখানে কথা বলতে বলে। তৃতীয় নাম্বারে যোগাযোগ করলে তাকে এই হোটেলের (যেখানে ইন্টারভিউ করা হচ্ছিল) নাম, ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার দিয়ে দু'দিন পরে দেখা করার নির্দেশ দেওয়া হয়—তার নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বারও জেনে নেয়। নির্দিষ্ট দিনে সকালে সে হোটেলে গিয়েছিল। নিজের পরিচয় দেওয়ার পর রিসেপশনিস্ট যুবক তাকে একটি গেস্ট রুমের নাম্বার জানায় এবং বলে 'মিস্টার সো অ্যান্ড সো' সেখানে অপেক্ষা করছেন তার জন্যে।

www.BanglaBook.org

সেই গেস্টরুমে এক বিদেশি ইন্টারভিউ করে তাকে। পামেলা স্বীকার করে, নিজের ও কোম্পানির পরিচয় দেওয়া থেকে শুরু করে ওই বিদেশি যুবকের (পামেলার অনুমান তার বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের বেশি নয়) সমগ্র আচরণে একটা 'ক্যাজুয়াল' ভাব ছিল যা তার প্রাথমিক নার্ভাসনেস কাটিয়ে দেয়। ক্রমশ মুগ্ধও করে তোলে। যুবকটি জানায় সে নিউ ইয়র্কে বসবাস করলেও আসলে বেলজিয়ামের লোক, সেই জন্যে তার ইংরেজি তেমন সড়গড় নয়। ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, নেপাল, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কায় তাদের কোম্পানির নেট-ওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্যে লিয়াজঁ পার্সোনেল রিক্রুট করতে এসেছে। যারা ফাইনালি সিলেক্টেড হবে তাদের পারফরমেন্স দেখে হেড কোয়ার্টার্সে ট্রেনিং দেওয়া হবে, ইত্যাদি। বিদেশি আরও বলেছিল, এ পর্যন্ত কয়েকজনকে ইন্টারভিউ করা হলেও এখনও স্যুটেবল কাউকে পায়নি—তাদের কেউ কেউ 'গুড বাট শাই, আনউইলিং টু গো প্লেসেস অ্যাট শর্ট নোটিশ, ফ্যামিলি প্রবলেমস', ইত্যাদি। পামেলা বলে, প্রায় এক ঘণ্টা কথাবার্তা বলার পরে বিদেশি যখন আরও কথাবার্তা বলার জন্যে সেই সন্ধ্যায় তাকে ডিনারের আমন্ত্রণ জানায়, তখন সে ধরেই নেয় প্রায় ছ'হাজার টাকা মাইনে এবং অন্যান্য সুবিধার এই চাকরিটা তার হয়ে যেতে পারে। এবং ভাবে, যদি কোনও কারণে না হয়, তাহলে আরও একটা ব্যর্থতায় জড়িয়ে পড়বে সে।

পামেলা বলে, সেদিন সন্ধ্যায় সে 'ডেসপারেট' হয়ে গিয়েছিল। কোর্সে যায়নি। ফ্ল্যাট থেকে বেরোবার আগে বান্ধবীর জন্যে একটা চিরকুট লিখে যায়—এক কাজিনের ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি পার্টিতে যাচ্ছে, ফিরতে দেরি হবে। বিদেশি তাকে একটি ফাইভ-স্টার হোটেলের রেস্তোরাঁয় নিয়ে যায়। সেখানে তাকে দামি ওয়াইন ও খাবার খাওয়ায়, তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে জানতে চায় এবং নিজের কথা জানিয়ে বলে, সে অবিবাহিত এবং কাকে বিয়ে করা উচিত সে-বিষয়ে মনঃস্থির করতে পারছে না, ইত্যাদি। নারীর স্বাভাবিক প্রবণতাবশত পামেলা বুঝতে পারে বিদেশি আকৃষ্ট হচ্ছে তার প্রতি। সে নিজেও খুশি হয়; চাকরির কারণে যতটা না তার চেয়ে বেশি কোনও পুরুষের কাছে গুরুত্ব ও আপ্যায়ন পাচ্ছে বলে—বয়ফ্রেন্ড চলে যাওয়ার পর থেকে তার নিজেকে পরিত্যক্ত মনে হত। বস্তুত, সে এতটাই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল যে সেদিন ডিনারের পরে ওই বিদেশি যখন তাকে আবার হোটেলে যেতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলে এবং তার সঙ্গ চায়, সে দ্বিধা করেনি। হোটেলের নিয়ম অনুযায়ী রাতে গেস্টরুমে যাওয়ার জন্যে বিদেশির গেস্ট হিসেবে নিজের নাম লিখে সইও করেছিল রেজিস্টারে।

পরবর্তী ছ'সাত দিনের অনেকটা সময়, বিশেষত সন্ধ্যাগুলো, ওই বিদেশির সঙ্গে কাটায় পামেলা এবং কয়েকবার তার সঙ্গে যৌন-সম্পর্কে লিপ্ত হয়। বিদেশি তাকে পারফিউম, রিস্টওয়াচ ইত্যাদি নানা জিনিস উপহার দিয়েছিল, নিজের ইচ্ছেমতো খরচ করার জন্যে টাকাও দিয়েছিল—প্রায় দুশো ডলার, হোটেলের ফোটোগ্রাফারকে গেস্টরুমে ডেকে তার সঙ্গে বেশ কয়েকটা ঘনিষ্ঠ পোজের ছবি তুলিয়েছিল। লোকটি তারপর কাঠমাণ্ডু চলে যায় এবং বলে কয়েকদিন পরে ফিরে এসে যোগাযোগ করবে। কিন্তু, সে আর যোগাযোগ করেনি—হোটেলে ফোন করেও তার সম্পর্কে আর কিছু জানতে পারেনি পামেলা।

পামেলা চুপ করলে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, বয়ফ্রেন্ড আর বিদেশি—দু'টি অভিজ্ঞতার পর তার নিজেকে সংযত করা উচিত ছিল; বিশেষত সে নিজেই যখন বলছে তার বাবা টাকা পাঠাত এবং ইতিমধ্যে ট্র্যাভেল এজেন্সিতে একটি চাকরিও জোগাড় করেছিল। তা সত্ত্বেও সে যে এই পেশায় থেকে গেছে, সেটা কি অস্বাভাবিক নয়?

প্রশ্নটা স্বীকার করে নেয় পামেলা এবং একটু ভেবে বলে, তার জীবনের কোনও ঘটনাই স্বাভাবিক নয়। তবে ওই ঘটনার পরে নিজের ওপর রাগ হলেও নিজেকে বদলানোর সুযোগ পায়নি। হয়তো তার ভাগ্যটাই এমন ছিল। 'অ্যাজ লাক উড হ্যাভ ইট', লোকটি কাঠমাণ্ডু চলে যাওয়ার সপ্তাহ দুয়েক পরে একদিন সকালে ওই হোটেল থেকে তাকে ফোন করে দেখা করতে বলা হয়। সেখানে পৌঁছলে ম্যানেজার ডেকে পাঠায় তাকে এবং একটি আলাদা ঘরে নিয়ে গিয়ে ওই বিদেশি সম্পর্কে নানারকম প্রশ্ন শুরু করে। ক্রমশ তাকে বলা হয়, ওই বিদেশি এবং আরও কয়েকজন একটি অপরাধ চক্রের সঙ্গে যুক্ত—তারা স্মাগলিং এবং অন্যান্য ব্যাপারে নানাভাবে এখান থেকে অপারেট করে বলে পুলিশের সন্দেহ। লোকটির খোঁজে পুলিশ হোটেলে এসেছিল; ওর সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য চেয়েছে। পামেলা যে ওর সঙ্গে রাত্রিবাস করে তার প্রমাণ আছে হোটেলের রেজিস্টারে, তাদের একত্রে তোলা ছবিও আছে। এসব প্রমাণ হস্তগত হলে পুলিশ নিশ্চয়ই ছাড়বে না পামেলাকে। সুতরাং, লোকটি সম্পর্কে সে যা-যা জানে বলে ফেলুক। না বললে বিপদ;

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘটনাটা তার বাবাকে এবং অফিসকে জানানো হবে।

পামেলা স্তম্ভিত হয়ে যায়। ম্যানেজারকে বোঝাবার চেষ্টা করে এতে তার কোনও ভূমিকা নেই, সে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে টেলিফোনে যোগাযোগ করেছিল, ইত্যাদি। ম্যানেজার তার কথায় সন্তুষ্ট হয়নি। বলে, ওই বিজ্ঞাপন তাদের দেওয়া নয়—এ সম্পর্কেও অনুসন্ধান করছে পুলিশ। বিজ্ঞাপন দেখে আরও কয়েকটি মেয়েও যোগাযোগ করেছিল ওই বিদেশির সঙ্গে, কিন্তু তাদের কেউই পামেলার মতো এত ঘনিষ্ঠ হয়নি। তবে এগুলো ইনভেস্টিগেশনের ব্যাপার—যা করার পুলিশই করবে। হোটেল পামেলার দায়িত্ব নিতে পারবে না।

এসব শুনে পামেলা ভেঙে পড়ে। ম্যানেজারকে অনুরোধ করে যে-কোনও উপায়ে তাকে বাঁচানোর জন্যে।

পামেলা বলে, তার অনুরোধ ও কান্নাকাটিতে কাজ হয়। সেজন্যে তাকে মূল্যও কম দিতে হয়নি। পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে, ছেড়েও দেয়; কিন্তু সে নিশ্চয়ই চিহ্নিত হয়ে গেছে (তা না হলে 'ইনটারভিউ করা হবে কেন!')। এই খপ্পর থেকে সে আজও বেরোতে পারেনি। সে জানে, তার মতো আরও মেয়ে আছে যারা কোনও না কোনও কারণে এই পেশায় এসে এই কাজ করে উপার্জন করে—হোটেলে তাদের কনট্যাক্ট আছে। তবে সে এ কাজে 'রেগুলার' নয়। ট্র্যাভেল এজেন্সির চাকরি থেকে ছাড়িয়ে এখানে তাকে বেশি মাইনেয় গেস্ট রিলেশন্‌স্-এর চাকরি দেওয়া হয়েছে। এখন কোনও 'বিশেষ অতিথি' বা 'ফরেনার' এলে তাকে সঙ্গ দিতে হয়। সেজন্যে মোটা টাকা পায় (অঙ্ক বলতে চায়নি)। ফরেন গেস্টরা 'জেনারাস অ্যান্ড ওয়েল-বিহেভ্‌ড', বন্ধুর মতো সঙ্গে নিয়ে ঘোরে, শপিং-এ সাহায্য করতে বলে, উপহারও দেয়। এটা তার চাকরির অঙ্গ, পামেলা বলে, 'দিস ইজ পার্ট অফ মাই জব-রেসপন্সিবিলিটি।'

বিশেষ অতিথি বলতে কী বোঝায় প্রশ্ন করা হলে পামেলা জবাব দেয়, সেটা হোটেল ঠিক করে। হোটেলের স্বার্থে তাকে একবার দিল্লি থেকে আসা এক রাজনৈতিক নেতার শয্যাসঙ্গিনী হতে হয়। লোকটি নপুংসক এবং সত্যিই হাস্যকর ('ইম্‌পোটেন্ট অ্যান্ড অ্যাঁ রিয়েল জোক') অবস্থার সৃষ্টি করেছিল।

পামেলাকে জিজ্ঞেস করা হয়, বিদেশি ট্যুরিস্টটি স্মাগলার এই অভিযোগে তাকেও যে পুলিশ কেস-এ জড়ানো হয়েছিল, সেটা হয়তো তাকে 'ব্ল্যাকমেল' করার জন্যেই করা হয়েছিল—এমন কোনও সন্দেহ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তার আছে কি না ? উত্তরে সে বলে, সেটা হতে পারে ; কিন্তু সে এ ব্যাপারে কমেন্ট করতে ইচ্ছুক নয়। কারণ এ বিষয়ে তার দায়িত্বও কম ছিল না। আর একটি প্রশ্নের উত্তরে বলে, হোটেলের ম্যানেজার থেকে শুরু করে লোয়ার গ্রেড স্টাফ পর্যন্ত কেউই কোনওদিন তার কাছে কোনও সুযোগ নেয়নি। ওরা ব্যবসা বোঝে এবং 'জেনারেলি ফ্রেন্ডলি'। গত বছর অসুস্থ হয়ে প্রায় তিন সপ্তাহ নার্সিংহোমে ছিল সে, সব খরচ হোটেলই দিয়েছে।

পামেলা বলে, বাবার সঙ্গে এখনও সম্পর্ক আছে তার। বাবা কখনও-সখনও কলকাতায় এলে দেখা হয়। এর বেশি কিছু নয়। ফ্ল্যাট খালি হওয়ার পর বাবা সেখানে গিয়ে থাকতে বলেছিল, কিন্তু সে যায়নি। বাবা সম্পর্কে তার আর কোনও মোহ নেই। মা ক্বচিৎ চিঠি লিখলে সে দু'-চার লাইনে জবাব দেয়। বয়ফ্রেণ্ডেরও কোনও খবর সে রাখে না।

এখন বান্ধবীর কাছেই সে অনেক 'সেফ্' বোধ করে। ভবিষ্যতে বিয়ে করার ইচ্ছা আছে কি না জিজ্ঞেস করা হলে পামেলা হাসে এবং শ্লেষের গলায় ইন্টারভিউয়ারকে বলে, এসব 'রুটিন' প্রশ্ন বিবাহে অনিচ্ছুক সতীদের ('আনইন্ডিং ভার্জিন') করা উচিত—সে ওই দলে পড়ে না। ভবিষ্যতেও বিশ্বাস করে না। তবে সুযোগ পেলে বিদেশে চলে যাবে।

আই.এন.ভি./সি.জি—২৩/৩
কল : সি.পি./ডব্লু.ডব্লু.এস.
রাজমী

নাম : রাজমী। ডাক নাম : নেই। কল নাম : রাজু। বয়স : ২০। ঠিকানা : এন্টালি (সঙ্গের এসকর্ট বলে, কলকাতা সম্পর্কে ও বিশেষ কিছু জানে না)। এজেন্টের মাধ্যমে অপারেট করে, এজেন্ট যেখানে নিয়ে যায় সেখানেই যায়। স্বাস্থ্যবতী, একটু বা মাংসল। রং : গোলাপি আভা মেশানো তামাটে। মুখচোখ : সরল, নেপালি মেয়েদের ধরনে আকর্ষণীয়। দৃষ্টি উদাসীন, কিছুটা ভীত। উচ্চতা : ৫′-০″। মেকআপ : প্রসাধন চোখে পড়েনি, কপালে একটি কালো টিপ ছিল। পোশাক : মেরুন প্রিন্টেড ভয়েলের শাড়ি, কালো ব্লাউজ, পায়ে স্ট্র্যাপ-লাগানো ব্রাউন চপ্পল। নাকে সবুজ নাকছাবি ছাড়া আর কোনও অলঙ্কার ছিল না। রাজমীকে ইন্টারভিউ করা হয় ডব্লু.ডব্লু.এস.-এর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অফিসে, এসকর্টের সাহায্য নিয়ে। কথা প্রায় বলেইনি, দিশেহারা ও ভীত লাগছিল। ভাষাও বুঝতে পারেনি সব সময়। মাঝপথে কাঁদতে শুরু করায় ইন্টারভিউ সম্পূর্ণ হয়নি।

রাজমী যেটুকু বলেছে : রাজমীর জন্ম নেপালের পোখরায়। বাবা কৃষিজীবী। অবস্থা খুব খারাপ ছিল না। বাড়িতে বাবা-মা ছাড়া সাত ভাইবোন। সে বড়। স্কুলে পড়েছে। কিন্তু উঁচু ক্লাসে পৌঁছলে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। তখন তার বয়স ষোলো-সতেরো। সেই সময় রাজমী প্রতিবেশী একটি যুবকের প্রেমে পড়ে ও ঘনিষ্ঠ হয়। ব্যাপারটা জানাজানি হলে বাবা তাকে খুব প্রহার করে। তারপর কাঠমাণ্ডুতে এক আত্মীয়ের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাকে। তাদের ব্যবহার ভাল ছিল না, উপরন্তু তাকে দিয়ে বাড়ির সব কাজ করানো হত। ওই বাড়ির এক যুবক জোর করে তার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে। এর ফলে সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। ঘটনা বুঝে যুবকটি তার গর্ভপাতের ব্যবস্থা করার জন্যে এক মহিলার কাছে নিয়ে যায়। সেই মহিলা ও তার সাকরেদ এক পুরুষ তাকে বাসে চড়িয়ে কলকাতায় নিয়ে আসে। এখানে গর্ভপাতের পর তাকে অন্য একটি লোকের হাতে তুলে দেয়। সেই লোকটি তাকে নিয়মিত ধর্ষণ করত। প্রায় বন্দি অবস্থায় কিছুদিন ধরে রাখার পরে লোকটি (এখন এজেন্ট) তাকে 'ইধর-উধর' নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন লোকের সঙ্গে সহবাসে বাধ্য করত। একবার একটি ফ্ল্যাটে আরও দু'টি মেয়ের সঙ্গে সে পুলিশের হাতে ধরা পড়লেও এজেন্ট তাকে ছাড়িয়ে আনে। এখনও সে 'কুত্তি' হয়ে আছে।...

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

৬

মায়া, শকুন্তলা, পামেলা, রাজমীর অভিজ্ঞতাতেই থেমে থাকে না কলকাতার বেশ্যাদের জীবন। দিন যত এগোতে থাকে, চাকরিতে যত পুরনো হতে থাকে আত্রেয়ী, তার অভিজ্ঞতায় ততই যুক্ত হতে থাকে আরও অনেকে তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা নিয়ে— সংখ্যার ব্যাপকতায় জড়িয়ে যায় এ ওর সঙ্গে, ক্রমশ গুলিয়ে যায় নামগুলো।

মাস চারেক আগে একদিন দুপুরে সিমার্স্-এর ফুটপাথে মেঘ-মেঘ আলো ও ঈষদুষ্ণ হাওয়ার সংস্পর্শে দাঁড়িয়ে কিছুটা ভারাক্রান্ত আত্রেয়ী ভেবেছিল, এই যে চাকরিটা সত্যি-সত্যিই পেল সে, এই ঘটনাই হয়তো আরও একবার বদলে দেবে জীবন। বুঝতে পারেনি কীভাবে ; নিশ্চিন্তও হতে পারেনি। রিসার্চের বিষয় শুনেই সঙ্কুচিত হয়েছিল, অজ্ঞতা থেকে একটা আশঙ্কা যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিল তাকে— তথাকথিত বেশ্যা বা সেক্স-ওয়ার্কারিদের জীবন ঘেঁটে তথ্য সাজানো ছাড়া আর কোনও ভদ্র কাজ কি সে পেতে পারত না! রিসার্চেই না নিয়ে তাকে বিবেচনা করতে পারত অ্যাডভার্টাইজিং সংক্রান্ত অন্য কোনও কাজে, সেখানেও ঢুকতে পারত ট্রেনি হয়ে! তার বদলে এখানে— কাজটা কী তা কেউ জিজ্ঞেস করলে কী জবাব দেবে সে? এমনও হতে পারে যে, আরও যারা ইন্টারভিউ দিয়েছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল তার চেয়ে যোগ্য, কিন্তু কাজের ধরন বুঝে তারা রাজি না হওয়াতেই শিকে ছিঁড়ল তার ভাগ্যে!

হতে পারে ; যারা চাকরি দিয়েছে তাদের মনস্তত্ত্ব সে কী করে বুঝবে! কাছেই ফ্লুরিজ-এর টেবিলে একা, সামনে চা নিয়ে বসে থাকতে থাকতে অদ্ভুত নির্বান্ধব লাগছিল নিজেকে। লাঞ্চ টাইমের ভিড়ে ক্রমশ ঠাসা হয়ে উঠছে রেস্তোরাঁ। বিভিন্ন কণ্ঠস্বরের কোনওটাই স্পষ্ট নয়, এলোমেলো শব্দের দাপটে ও রকমারি খাবারের মিশ্র গন্ধে দানা বাঁধবার আগেই ছড়িয়ে পড়ছে চিন্তাগুলো। ওরই মধ্যে কখনও অ্যাকোয়্যারিয়ামে বন্দি রঙিন মাছগুলোর দিকে, কখনও কাচের দেওয়ালের ভিতর দিয়ে পার্ক স্ট্রিটের অবিরাম গাড়ির স্রোত এবং ফুটপাথে মেয়ে, পুরুষের দ্রুত সরে যাওয়া মুখগুলির দিকে না-দেখা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আত্রেয়ী ভেবেছিল, ডলি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেনকে যে কিছুটা অখুশি ও নিরুত্তাপ লাগল, তার কারণও সম্ভবত তার মতো অনভিজ্ঞ ও অযোগ্যের যোগ্য হয়ে ওঠা। সেটা আরও স্পষ্ট হল কল্পতরুর চেম্বারে পৌঁছে। সত্যিই কি তার প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছে কল্পতরু? কেন! সন্দেহ ঘনীভূত হয়েছিল প্রায় ঠাট্টার গলায় বলা নন্দিতার ওই 'কে না জানে!' কথাগুলো শুনে। এমনও হতে পারে, ভেবেছিল আত্রেয়ী, সে কিছুই জানে না, কিন্তু সিমারস্-এর ভিতরের লোকেরা জানে কেন, কীভাবে নির্বাচন করা হল তাকে। যদি এটাই পটভূমি হয়, তাহলে আর একটু পরে যখন সে ফিরে যাবে সিমারস্-এ, পরিচিত হবে আরও কারও কারও সঙ্গে, তখন থেকেই কি আড়ালের হাসি, কটাক্ষ, বিদ্রূপ অনুসরণ করবে তাকে— সেই লন্ডনে, রাহুল আর তার বনিবনা না হওয়ার খবরটা চাউর হওয়ার পরে যেমন হয়েছিল?

নিজের নির্বাচন নিয়ে অস্বস্তি বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এসে গিয়েছিল আরও একটা চিন্তা। কয়েকজন কলগার্লের ইন্টারভিউ পড়ে তাকে সামারি রিপোর্ট তৈরি করতে বলেছে কল্পতরু— ডলিকেও সেরকম নির্দেশ দিল, কাজটা ঠিকঠাক করতে না পারলে কোন পরিণতির দিকে এগোবে সে? ডলি সম্ভাবনার কথা বললেও পরোক্ষে এটাও বুঝিয়ে দিয়েছে ট্রেনির কাজে পাকা চাকরির গ্যারান্টি নেই। যদি এমন হয় যে গোড়াতেই ব্যর্থ হল, নিজের সম্পর্কে ইম্প্রেসন খারাপ করল, তাহলে হয়তো কনফার্ম করবে না তাকে। সে-ক্ষেত্রে কার কাছে কী জবাবদিহি করবে সে! সুযোগ না-পাওয়া এবং সুযোগ পেয়েও হারানো, দুটো অবস্থার মধ্যে তফাত এতই স্পষ্ট যে হয়তো এই পরিণতিই আলগা করে দেবে এখন পর্যন্ত ধরে রাখা সম্পর্কগুলো। আজ এই মুহূর্তে যেমন আছে তখনও নিশ্চয়ই তেমনিই থাকবে না। তখন কোথায় দাঁড়াবে সে! উপায় একটাই, যদি তার অবস্থা বুঝে রিপোর্ট তৈরিতে কেউ সাহায্য করে তাকে। কিন্তু, সম্পূর্ণ অপরিচিত এই জায়গায় কে এগিয়ে আসবে তাকে সাহায্য করতে, কে সামলে দেবে গোড়ার ঝক্কিগুলো? সে কি শৈবালকে ধরবে? না, সেটাও সম্ভব নয়। দাদা ব্যস্ত মানুষ, হয়তো বুঝবেও না ওসব। উৎপলদাকে কি বলা যায়? হয়তো। কিন্তু বত্রিশ বছর বয়সে পৌঁছে এবং শিক্ষিতা হয়েও সে স্বাবলম্বী হতে পারছে না, আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভুগছে—যতই কাছের লোক হোক, উৎপলের কাছে এভাবে নিজেকে মেলে ধরা কি লজ্জার হবে না?

পর পর এই সব ভাবনা ছুঁয়ে গেলেও বাস্তবে কোনও সমাধান পায়নি

www.BanglaBook.org

আত্রেয়ী। জলের সীমাবদ্ধতায় ভেসে বেড়ানো অ্যাকোয়্যারিয়ামের মাছগুলোর দিকে অনির্দিষ্ট তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজের সম্পর্কে দ্বিধা ও প্রশ্নে বিব্রত, সেই মুহূর্তের অসহায়তা থেকে বেরোবার কোনও উপায়ই খুঁজে পাচ্ছিল না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভেবেছিল ফোন করবে শৈবালকে, শেষ পর্যন্ত করেনি। উৎপলকেও এড়িয়ে গেল। দুপুর আড়াইটেয় আইরিনের সঙ্গে দেখা করার কথা—সেই রকমই বলেছিল ডলি, সেই সময়টা এগিয়ে আসায় রেস্তোরাঁ থেকে উঠে পড়ার আগে শুধু ভেবেছিল, সমস্যাটা তার ব্যক্তিগত বলেই অন্যদের ওপর চিন্তার ভার চাপানো অনুচিত হবে। শৈবাল, পম্পা, চান্দ্রেয়ী যে তাকে নিয়ে কতটা চিন্তিত আজ সকালেই তো তা দেখেছে। এর মধ্যে আদিনাথ, অনুশীলাও হয়তো জেনে গেছেন সব। ওরা তার অপেক্ষায় থাকবে।

ভেবেচিন্তে রেস্তোরাঁ থেকে বাড়িতেই ফোন করেছিল আত্রেয়ী। পম্পা ধরেছিল, দু' কথায় তাকে জানিয়ে দিয়েছিল চাকরিটা হয়েছে, আজ থেকেই জয়েন করছে, ফিরতে দেরি হবে, ইত্যাদি। সেই মুহূর্তে পম্পার উচ্ছ্বাসটাকে নিজের মধ্যে টেনে আনতে চায়নি সে—সময় বা মানসিকতা কোনওটাই ছিল না। সত্যি বলতে, আবার সিমার্স্-এ ফেরার সময় সে এতটাই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল যে পার্ক স্ট্রিট থেকে ক্যামাক স্ট্রিটে বাঁক নেওয়ার পরিবর্তে রাস্তা পার হয়ে এগিয়ে গিয়েছিল অনেকটা। উড স্ট্রিটের মুখে এসে ফুটপাথে গা-রগড়ানো এক কুষ্ঠরোগী ব্যান্ডেজ জড়ানো দু'টি হাত তুলে ভিক্ষা চাওয়ার মুহূর্তে খেয়াল হয় ভুল রাস্তায় যাচ্ছে। তখন ফিরে আসে দ্রুত।

চার মাস পরে সেদিনের এবং তার পরের দিনগুলোর কথা ভাবতে গিয়ে নতুন করে ফিরে পাওয়া আত্মবিশ্বাস থেকে আত্রেয়ীর মনে হয় এটাই হয়তো তার স্বভাব— অপরিচিতের মুখোমুখি হওয়ার আগেই থমকে দাঁড়ায় নিজের মধ্যে, শুরু হয়ে যায় সন্দেহ। মনে ভয়, দ্বিধা, জড়তা ও আশঙ্কা থাকলেও, সেদিন বিকেলে কনফারেন্স রুমে আরও কয়েকজনের সঙ্গে বসে মিসেস তামজালির কথাগুলো না শুনলে হয়তো এভাবে বদলাতে পারত না নিজেকে। একার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে চেনা-অচেনায় ব্যাপ্ত পৃথিবীতে হাজার হাজার মেয়ের দুর্ভাগ্য ও নির্যাতনের বিবরণ শুনতে শুনতে মনে হত না ওদের সমস্যার সঙ্গে তুলনা করলে বাস্তবিকই তুচ্ছ লাগে নিজের অতীতটাকে। মনে হয় নিজেকে বড্ড বেশি চিনতে চিনতে সে এতটাই স্বার্থপর হয়ে উঠেছিল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যে, নিজস্ব অভিজ্ঞতার বাইরে পড়ে রয়েছে যে বিপুল জগৎ, সেখানে আরও কী কী ঘটছে এবং কী ভয়ঙ্করভাবে, কী তার তাৎপর্য, খবরের কাগজে পড়া দু'-চার লাইন ছাড়া কোনওদিনই সেসব খবর রাখেনি। এমনও তো হতে পারত যে, ওদেরই কোনও একজনের মতো অনন্যোপায়, অপমান ও নির্যাতন সহ্য করতে করতে পাথর হয়ে যেত সেও ; কিংবা, হয়ে পড়ত অসুস্থ, উন্মাদ, অর্থহীন ! কেন ভাবছিল রিসার্চের বিষয়টা ভদ্র নয়, তার রুচি ও শিক্ষার পক্ষে অস্বস্তিকর ! শুধু কলকাতাতেই নয়— কল্পতরু, ডলিরাই নয়, বিশ্বজুড়ে আরও অসংখ্য পুরুষ ও মেয়ে যে জড়িয়ে পড়েছে এই প্রোজেক্টের সঙ্গে, তাদেরও কি রুচি নেই, শিক্ষা নেই, ভদ্র-অভদ্র বোধ নেই ! পেশাদারি অ্যাসাইনমেন্ট হলেও এর মধ্যে কি চাকরির প্রয়োজন ও টাকা রোজগার করা ছাড়া আর কোনও মনোভাব কাজ করছে না ! পরে মায়া, শকুন্তলা, পামেলা ও রাজমীর বৃত্তান্ত পড়ে, দেবদত্ত ঘোষের বুঝিয়ে দেওয়া বিশ্লেষণের পদ্ধতি ধরে সামারি রিপোর্ট তৈরি করতে করতে ক্রমশ একটা অন্য ধরনের অনুভবে ছেয়ে গিয়েছিল আত্রেয়ী। দৃশ্যের ভিতরে অদৃশ্যকে খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ মনে হয়েছিল, এদের সে চেনে, রাস্তায় কিংবা ট্রামে-বাসে যেতে যেতে দেখেছেও কাউকে কাউকে— প্রাপ্ত বর্ণনার সঙ্গে হুবহু হয়ে উঠেও যারা অচেনা ; কোড নাম্বারের নিরপেক্ষতা সত্ত্বেও হয়তো আবারও দেখা হয়ে যাবে কারও কারও সঙ্গে।

জীবন কি এই রকমই, কোনও পূর্বাভাস দেয় না, কিন্তু বদলে যায় ! বদলে দেয়ও ? একান্তে নিজেকে নিয়ে ভাবলে মনে হয় সত্যিই কি কখনও এমন অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কেটেছিল তার— নিজেকে নিজেরই লাগত ভারাক্রান্ত, দুর্বহ ! কিংবা, ভাগ্য বলেও বোধহয় কিছু একটা আছে, অপ্রত্যাশিতভাবে যা এনে দাঁড় করিয়ে দেয় কাকতালীয়ের সামনে ! যদি তা না থাকত, তা হলে সেদিন, একই দিনে, সকাল থেকে সন্ধের মধ্যে অতগুলো ঘটনা ঘটেছিল কী করে।

সেদিন মিসেস তামজালির বক্তৃতার পর ডলির সঙ্গে দেখা করেছিল আত্রেয়ী। লাঞ্চের আগে যেমন দেখেছিল তখনও তেমনি, ফরমাল, ঈষৎ গম্ভীর, টেলিফোনে কথা বলে ক্যাথরিনের সঙ্গে তাকে পাঠিয়ে দিল দেবদত্তর কাছে।

আগেই পরিচয় হয়েছিল কনফারেন্স রুমে। রোগা, লম্বা ও ফর্সা, মাথার চুল বার বার কপালে ঝুঁকে এসে ঢেকে দিতে চায় পুরু লেন্সের

www.BanglaBook.org

চশমার একদিক, প্রায় মুদ্রাদোষের ধরনে বার বারই সরাতে হয় হাত দিয়ে। কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে কাউকে কাউকে দেখত এরকম। প্রথম দেখায় দেবদত্তর বয়স কত অনুমান করা যায়নি, তবে এখনকার হাসি ও অভ্যর্থনায় কৃত্রিমতা ছিল না। টেবিলের একপাশে কয়েকটা বক্স-ফাইল, সামনে কমপিউটার থেকে বেরোনো কাগজে লাল নীল পেনসিলে টিক দিয়ে ডানদিকে নোট লিখছিল কিছু, আইরিন চলে যাওয়ার পর তাকে 'এক মিনিট বসুন' বলে হাতের কাজটা সেরে নিল চটপট। তারপর চোখ তুলল, 'চা খাবেন?' আত্রেয়ী 'না' বলায় ঘড়ি দেখে দেবদত্ত বলল, 'ছ'টা বেজে গেছে। প্রথমদিনের পক্ষে আপনাকে একটু বেশিই থাকতে হল বোধহয়। যাক, আমি বেশিক্ষণ আটকাব না। আজ আপনাকে চারটে স্যাম্পল দিচ্ছি—মিসেস সেন আগেই বলেছিলেন আমাকে— আমি রেডি করেই রেখেছি।' দ্বিতীয় বক্স-ফাইলের ভিতর থেকে ক্লিপ-করা চারটে রিপোর্ট বের করে দেবদত্ত বলল, 'এগুলো জেরক্স কপি। খুব ভাল করে পড়বেন। প্রত্যেকটি কেসের ডেমোগ্রাফিক ব্যাকগ্রাউন্ড— যেমন ইনকাম, এডুকেশন, এজ— এগুলো খুঁটিয়ে দেখে ব্যাকগ্রাউন্ডটা বের করবেন, তারপর রিয়েলিটিজ দ্যাট মেড দেম টেক টু দিস প্রফেসন, প্রত্যেকের কমন অ্যান্ড আনকমন ফ্যাক্টরগুলোকেও অ্যানালাইজ করতে হবে। কোনও কোনও ইন্টারভিউ খুব ডিটেলে আছে— কিছু ডিটেল অপ্রয়োজনীয়, সুতরাং ইমপর্ট্যান্ট আনইমপর্ট্যান্টিও আলাদা করতে হবে। একটা স্কোর-শিট দেখলেই বুঝতে পারবেন। যদি অসুবিধে হয়, কাল বলবেন আমাকে—'

দেবদত্তর ব্যাখ্যায় অধৈর্য ছিল না; সময় নিয়ে, আস্তে আস্তে এমনভাবে বোঝাল যেন আত্রেয়ীর সাফল্য বা ব্যর্থতার দায় তাকেই নিতে হবে। আর কিছু না হোক, অন্তত একটা ব্যাপার তখনই বুঝে ফেলেছিল আত্রেয়ী, প্রথম চেষ্টায় ভুল হলে সে আবারও ফিরে আসতে পারবে ওর কাছে, দরকারে সাহায্য পাবে। খামবন্দি রিপোর্টগুলো ব্যাগে ভরে সে যখন ওঠবার জন্যে তৈরি হচ্ছে, দেবদত্ত হঠাৎ বলল, 'একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

স্বভাববশত সামান্য কুঞ্চন এসে গিয়েছিল ভুরুতে। নিজেকে অনাড়ষ্ট করে আত্রেয়ী জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

'আপনি বোধহয় আমাকে চিনতে পারেননি?'

এটা তার অবাক হওয়ার সময়। আত্রেয়ী তাকিয়েই থাকল।

www.BanglaBook.org

দেবদত্ত হাসল, 'আপনি প্রেসিডেন্সিতে পড়তেন না ? ফিলজফি ?'

তখনও অবাকভাব কাটেনি আত্রেয়ীর। ঠোঁটদুটো অল্প স্ফুরিত হল হাসিতে। জবাব দিল না।

'আমি ইকনমিক্স-এ ছিলাম। সেম ইয়ার। আজ কনফারেন্স রুমে আপনাকে দেখেই মনে পড়ে গেল।'

'কী আশ্চর্য !' আত্রেয়ী বলল, 'আমি—'

'মনে করতে পারছেন না তো ! তেমন আলাপ থাকলে পারতেন হয়তো। তাছাড়া—', একটু থেমে বলল দেবদত্ত, 'তখন আমার চশমা ছিল না। দাড়ি রাখতাম। আই হ্যাড আ উইক চিন।'

দুজনেই হেসে উঠল একসঙ্গে। অতীত মনে করার চেষ্টায় কলেজের বিল্ডিংটাই শুধু ভেসে উঠল আত্রেয়ীর চোখে, মনে পড়ল প্রায় রোজই দুপুরে কফিহাউসে যাওয়া, আর কিছু নয়। তখন বলতে হয় বলেই বলল, 'এখন একটু-একটু মনে পড়ছে। পারস্পেকটিভ বদলে গেলে অনেককেই অচেনা লাগে। চশমা আর দাড়ির তফাতটাও কিন্তু কম নয়।'

'হয়তো তা-ই।' দেবদত্ত বলল, 'আপনি কিন্তু বিশেষ বদলাননি।'

কিছু ছিল দেবদত্তর তাকানোর ধরনে। খুশি হলেও চোখ নামিয়ে নিল আত্রেয়ী।

'আলাপ হয়ে ভাল লাগল।' তাকে এগিয়ে দেওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে দেবদত্ত বলল, 'সিমার্‌স্ ওপরে-ওপরে একটু ফর্মাল। মানিয়ে নিতে পারলে ভালই লাগবে। মিস্টার দাশগুপ্ত আমাকে বলেছেন আপনাকে হেল্‌প্ করতে। কিন্তু আপনাকে বোধহয় রিপোর্ট করতে হবে মিসেস সেনের কাছে। কাল নিশ্চয়ই উনি ডিটেলে আলোচনা করবেন আপনার সঙ্গে।'

দেবদত্তর ব্যবহারে আন্তরিকতা থাকলেও একটা অস্বস্তি নিয়েই সেদিন বাড়ি ফিরেছিল আত্রেয়ী। ঠিক বুঝতে পারছিল না ডলিকে নিয়ে যে-ভাবনাটা দুপুরেও চিন্তিত রেখেছিল তাকে, অতদূর অন্তরঙ্গতা দেখিয়েও মিসেস সেনের কাছেই রিপোর্ট করতে হবে বলে সেই ভাবনাটাকে আবার কেন উসকে দিল দেবদত্ত। তা হলে কি তার নিয়োগ নিয়ে এরই মধ্যে কোনও জটিলতা দেখা দিয়েছে—সত্যিই জানাজানি হয়ে গেছে গোটা অফিসে ! কাজে জয়েন করতে না করতেই যদি এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়, তা হলে সে পৌঁছবে কোথায় ! অশান্তি কি এখানেও

www.BanglaBook.org

তাড়া করে বেড়াবে তাকে !

ভাবনাটা স্থায়ী হয়নি অবশ্য । পরে ভেবেছিল, আড়ালের ঘটনা নিয়ে সে-ই বা এত চিন্তিত হচ্ছে কেন ! প্রয়োজনটা তার ; প্রয়োজন যা চাইবে তার বাইরে না গেলেই তো হল । যেখানে সব সম্পর্কই চাকরির সুবাদে— চাকরির সম্পর্ক না থাকলে যাদের ভুলে যাওয়া যায় সহজে, সেখানে ডলি কিংবা কল্পতরু, কোনও একজনের ওপর নির্ভর করা বা বিশেষ কারও প্রতি পক্ষপাত দেখানোর সুযোগই বা কোথায় ! সে দূরের, ওদের থেকে অনেক দূরের—আজ, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে, বেরিয়ে এসেছে একটা অনিশ্চিতি থেকে । দূরত্বটাই বজায় রাখবে । আগের পরিচয় জানিয়ে দেবদত্ত যে অন্তরঙ্গতা দেখাল, প্রয়োজন না হলে সেই পরিচয় ব্যবহার করারও তো দরকার নেই ! সিমার্‌স্‌-এ সে নতুন ; তার চেয়ে বড় কথা, এখনও অপরিচিত, একজন ট্রেনি মাত্র । এই অবস্থানটাই ভাল । সে অপরিচিতই থাকবে ।

সেদিন এভাবে ভাবলেও পরের ক'মাসের অভিজ্ঞতায় আত্রেয়ী বুঝতে পারে সে নিজের ইচ্ছাধীন থাকেনি । চাকরি তাকে নিরাপত্তা দিয়েছিল, ক্রমাগত হীনমন্যতা ও অস্থিরতায় ভোগার ক্লান্তি থেকে ফিরিয়ে এনেছিল স্বস্তিতে ; কিন্তু কখনও কি ভেবেছিল নতুন জীবনে এসে একদা হারিয়ে যাওয়া নারীত্বের আকাঙ্ক্ষাগুলোকে নিজের আড়ালে ক্রমশ খুঁজে পাবে সে ! ক্রমশ অনুভব করবে, শুধু চাকরি করে, শুধু আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের ওপর নির্ভর করেই একটা গোটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে না— সদ্য বত্রিশ পেরোনো তেত্রিশে পৌঁছে আবার ফিরে পাবে সেই পুরনো অনুভূতিগুলোকে, রাহুলকে বিয়ে করার আগে যেগুলো আচ্ছন্ন করে রাখত তার শরীর, মন ; নিজেকে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে ফিরে পাওয়ার স্বপ্নে । আর, নিজের অজান্তেই ক্রমশ ঢুকে পড়বে সেই অবচেতনার বৃত্তে, যেখানে ডলিকে মেনে নিয়েও মানতে পারা যায় না ; কাজে দক্ষ হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট চিনতে পারা যায় তার প্রতি কল্পতরুর পক্ষপাত ও ঘনিষ্ঠ হওয়ার ইচ্ছে !

জয়েন করার তিন মাস পরে হঠাৎ একদিন তাকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠিয়ে ডলি যখন একইসঙ্গে কনফার্মেশন আর রিসার্চ একজিকিউটিভের পোস্টে প্রোমোশনের চিঠিটা হাতে দিয়ে বলল, 'গুড লাক টু ইউ', তখন ওর গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে আত্রেয়ীর বুঝতে অসুবিধে হয়নি এত দক্ষ ও সপ্রতিভ হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে লুকোতে পারেনি ডলি ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আত্রেয়ী দমে গেল। এই মুহূর্তে চিঠিটা পেয়ে খুশি হওয়াই উচিত ছিল তার, কিন্তু ডলির দায়সারা ব্যবহার এগোতে দিল না তাকে। অপমানও লাগল। বিমূঢ় ভঙ্গিতে ক' মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে কিছু না বলেই চলে যাবে কি না চিন্তা করতে করতে সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল সে— এ ক্ষেত্রে ঘটনাটাই জরুরি, ডলির ব্যবহার নয়। সে কেন স্বাভাবিক থাকবে না! তখন অসম্পূর্ণ গলায় বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ, মিসেস সেন। এত তাড়াতাড়ি চিঠি পাব ভাবতে পারিনি।'

ডলির ঠোঁটে চাপা হাসি। এবার সোজাসুজি আত্রেয়ীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি ভাবতে না পারলেও আর কেউ নিশ্চয়ই পেরেছেন। তা ছাড়া, আমাকে থ্যাঙ্কস্ জানাচ্ছেন কেন! আমি কিছুই করিনি। চিঠিতে যাঁর সিগনেচার আছে কিছু বলতে হলে তাঁকেই বলবেন।' ডলি থামল একটু, তারপর জুড়ে দিল, 'অবশ্য কী করবেন না করবেন সেটা আপনি ভালই জানেন।'

এর চেয়ে বেশি স্পষ্ট করে আর কী বলা যায়! ডলির কথায় দ্বিধা ছিল না, ইঙ্গিতও স্পষ্ট। কথাবার্তায় ও বরাবরই টু-দা-পয়েন্ট, কিন্তু, এর আগে কখনো ওকে এতটা রূঢ় হতে শোনেনি। এমনও মনে হল আত্রেয়ীর, ঠিক এই ধরনের কথা বলবার জন্যে আগে থেকেই তৈরি ছিল ডলি, উপলক্ষ পাচ্ছিল না, ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের সুযোগটা সে নিজেই তৈরি করে দিয়েছে। অসুবিধে হল, ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ থাকা সত্ত্বেও এই মুহূর্তে তাকে সংযতই থাকতে হবে। চিঠিতে কল্পতরুর সই থাকলেও সেটা এসেছে ডলিরই মারফত। না, নাম্বার টু-কে চটানো যাবে না। কল্পতরু তাকে যতই পছন্দ করুক, যত তাড়াতাড়িই কনফার্ম করুক ও প্রোমোশন দিক— সেটা ওর ক্ষমতার মধ্যেই পড়ে। কিন্তু এখনই যদি দুজনের মধ্যে একজনকে বেছে নেওয়ার প্রশ্ন ওঠে, তাহলে, সিমারস্-এর স্বার্থে ডলিকেই বেছে নেবে কল্পতরু। খুব ভুল করবে কি? বাস্তবিক, সে কে! নারীত্ব ও যৌবনের আকর্ষণ দিয়ে মোহ হয়তো সৃষ্টি করা যায়, সেটা তাৎক্ষণিকও হতে পারে, কিন্তু এত বড় বিজনেস চালানো যায় কি!

আত্রেয়ী অসহায়তা চিনল। জবাব দিল না। এটুকুও বুঝল, এই সময়ের কথাবার্তায় অফিস নেই— সে যার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেও একজন নারী, যাকে সে পুরোপুরি চেনে না। এখন কিছু বললে পরের আঘাতটা কীভাবে আসবে তা অনুমান করা সম্ভব নয়। হয়তো অধিকারের প্রশ্ন উঠবে। অধিকারের মধ্যে থেকেও তো অনেকদিন

www.BanglaBook.org

আগে একদিন সে রাহুলকে ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল !

চলে আসছিল, ডলি হঠাৎ বলল, 'সরি, মিস ব্যানার্জি ! আই ডিডন্‌ট্ মিন এনিথিং। আমি আপনাকে কনগ্র্যাচুলেটই করছি। আই নো ইউ আর অ্যামবিসাস্। তবে একটা কথা মনে রাখবেন, নিজের লিমিটেশন না বুঝে অ্যামবিসাস্ হতে গেলে অনেক সময় ক্ষতিই হয়—'

কথাগুলো গেঁথে গেল কানে। বোধগম্য হল না ঠিক। ওপরে বিমর্ষ, ভিতরে প্রায় বিপর্যস্ত, নিজের জায়গায় ফিরে এসে আত্রেয়ী ভাবল, এই অফিসে জয়েন করার পর থেকে সে কি এমন কিছু করেছে যা ডলিকে এই ধরনের মন্তব্য করার সুযোগ দিল ? নাকি কল্পতরুর সই করা কনফার্মেশনের চিঠিটারই অন্য অর্থ করে নিয়েছে ডলি ? সত্যি-সত্যিই কি সে এই সময়ে এই চিঠি পাওয়ার যোগ্য ছিল না ?

ভাবনাগুলো আসছে, জড়িয়ে যাচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে, কোনও নির্দিষ্টতায় পৌঁছবার আগেই বেঁকে যাচ্ছে সন্দেহে। হঠাৎই যেন নিজেকে গুলিয়ে ফেলল আত্রেয়ী।

আজ না হোক, ক'দিন পরে—হয়তো বাঁধাধরা ছ' মাসের প্রোবেশন পিরিয়ড কাটিয়ে— কনফার্মেশন যে পাবেই তা নিয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না এতদিন। গোড়ার সেই সামারি রিপোর্ট দেওয়া থেকে এ পর্যন্ত সে যা-যা করেছে তার কোনওটাতেই নিজের জানা-বোঝার সবটুকু দিতে কার্পণ্য করেনি। অফিসে বসে ইন্টারভিউ বিশ্লেষণ করে একটার পর একটা রিপোর্ট তৈরি করা ছাড়াও ইতিমধ্যে ডলি সেনের নির্দেশে ফিল্ড এক্সপিরিয়েন্সের জন্যে নিজেও কয়েকবার বেরিয়েছে ইন্টারভিউ নিতে। কাজ কাজের জন্যেই করেছে, নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভালও লাগছিল। এর মধ্যে অন্য প্রসঙ্গ আনা কি সত্যিই জরুরি ছিল ?

একদিন অফিস ছুটির পর সে আর দেবদত্ত বেরিয়েছিল একসঙ্গে। গল্প করার জন্যে হঠাৎ খেয়ালে চা খেতে ঢুকেছিল পার্ক হোটেলের কফিশপে। অফিসের বন্ধুর সঙ্গে আলাপে অফিসের কথাই এসে পড়ে। কথায় কথায় দেবদত্ত বলল, 'ট্রেনিংয়ের প্রোগ্রেস ভাল, কনফার্ম হওয়াটা কি কোনও সমস্যা আপনার কাছে ? ধরে নিন হয়েই গেছেন। সমস্যা হল, তারপর কী ?'

দেবদত্তর কথার অর্থ ঠিকঠাক ধরতে পারেনি আত্রেয়ী। দৃষ্টিতে প্রশ্নই ফুটল।

দেবদত্ত বলল, 'আই অ্যাম নট আ ডিসিশন-মেকার ; কিন্তু আমিও

www.BanglaBook.org

তো কিছুটা বুঝতে পারি ! মিস্টার দাশগুপ্ত আপনার সম্পর্কে খুবই হ্যাপি। ইন আ ওয়ে, মিসেস সেনও আমাকে বলেছেন, ইউ হ্যাভ পিক্‌ড আপ ভেরি ফাস্ট। কিন্তু—'

কথাটা শেষ না করেই থেমে গেল দেবদত্ত। কফিতে চুমুক দিতে ব্যস্ত হল।

নিজের কাপটা আগেই নামিয়ে রেখেছিল আত্রেয়ী। দেবদত্ত মুখ খুলছে না দেখে সময় নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ইন আ ওয়ে মানে কী ?'

'সেটাই বড় প্রশ্ন।'

'তার মানে !'

আত্রেয়ীর অসহিষ্ণুতা লক্ষ করে সহজ হওয়ার চেষ্টায় দেবদত্ত বলল, 'আপনি জানেন না ?'

আত্রেয়ী চুপ করে থাকল।

'আপনি আমার বন্ধু, একসঙ্গে কলেজে পড়েছি। আপনাকে নিশ্চয়ই কনফিডেন্সে নিতে পারি।' ভূমিকা করে একবার স্পষ্ট চোখে সামনে বসা আত্রেয়ীকে দেখে নিল দেবদত্ত, আশপাশেও তাকাল, যেন পুরোপুরি নিশ্চিত হতে চায়। তারপর বলল, 'সিমার্‌স্‌-এর আজকের রমরমার মূলে কল্পতরু দাশগুপ্ত বিরাট রোল প্লে করেছেন। হি ইজ হোয়াট হি ইজ। এখনও পঁয়তাল্লিশ পেরোননি, বাট হি হ্যাজ অ্যাচিভ্‌ড্‌ এভরিথিং। জাস্ট ব্রিলিয়ান্ট ! দু' এক বছরের মধ্যেই হয়তো ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে যাবেন। মিসেস সেনকেও উনিই এনেছেন— অ্যান্ড শি ট্যু ইজ আ ভেরি এফিসিয়েন্ট পার্সন। আমি সিমার্‌স্‌-এ জয়েন করার পর শুনেছিলাম ওদের দুজনের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। বছর তিনেক আগে মিস্টার দাশগুপ্তর স্ত্রী অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাবার পর দে হ্যাড বিকাম ভেরি ইনটিমেট। এমনও শুনেছিলাম, ওদের বিয়ে হবে— আই মিন, দিস ইজ আ স্মল ওয়ার্ল্ড, কোনও কথাই পড়ে থাকে না। যাই হোক, সেটা হয়নি—কারণটা কী তা জানি না। কিন্তু মিসেস সেন আলাদা থাকা শুরু করলেন—।'

দেবদত্ত থামল, একনাগাড়ে অনেকগুলো কথা বলার পর যতটা সময় নেওয়া যায় ততটুকুই নিল। শেষ হয়ে আসা সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে বলল, 'মাস ছ' সাত দেখছি ওদের সম্পর্কটা আর আগের মতো নেই। দে মাস্ট হ্যাভ ফল্‌ন্‌ আউট ফর সাম রিজন ; যদিও ওপর-ওপর বোঝা যায় না। একদিন একটা মিটিংয়েই ব্যাপারটা টের

www.BanglaBook.org

পেয়েছিলাম— মিস্টার দাশগুপ্ত এমনিতে ভদ্র, কিন্তু সেদিন মিসেস সেনকে এমন কয়েকটা কথা বলেছিলেন, যা থেকে মনে হল উনি মিসেস সেনকে বোঝাতে চাইলেন, সি ওয়াজ নট দা লাস্ট ওয়ার্ড। এই আর কি। দুজনের মধ্যে টেনশনটা এখনও চলছে—'

দেবদত্তর কথা শুনতে শুনতে মাঝখানে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল আত্রেয়ী, স্মৃতি খুঁজে মেলাতে চাইছিল এর মধ্যে তার ভূমিকা কোথায়। শেষের কথাগুলোর খেই ধরে বলল, 'তা না হয় হল। কিন্তু, এগুলো আমার প্রশ্নের উত্তর নয়।'

'উত্তরটা তো আপনাকেই খুঁজে নিতে হবে।' স্বভাবসুলভ হেসে বলল দেবদত্ত, 'মেয়েদের গেস-ওয়ার্ক খুব তীব্র হয় বলেই শুনেছি।'

আত্রেয়ী নিজেকে আড়াল করে নিল। কৌতূহলটাকে গাম্ভীর্যে পাল্টে বলল, 'আসল কথাটা কী? মিসেস সেন আমাকে পছন্দ করেন না, কনফার্মেশন আটকে দিতে পারেন, এই তো?'

'না, সে-ক্ষমতা ওঁর নেই—। কিন্তু, উনি খুব ভাল করেই জানেন মিস্টার দাশগুপ্ত আপনাকে পছন্দ করেন। হি টেক্স আ কাইন্ড অফ স্পেশাল ইন্টারেস্ট ইন ইউ—এটা হয়তো মিসেস সেনের ইগোতে লাগে। আর কী বলব! এসব নিয়েই হয়তো একটা ছোটখাটো ক্রাইসিস দেখা দিতে পারে।'

যেন এখনও দেবদত্ত বসে আছে তার সামনে, ওর কথাগুলো শুনতে পাচ্ছে স্পষ্ট— জানলার বাইরে শেষ বিকেলের কিছুটা মেঘাচ্ছন্ন আলোর দিকে তাকিয়ে অপমানের গ্লানিতে আত্রেয়ী ভাবল, সেই ক্রাইসিসটা কি আজই শুরু হল? সে কি গুটিয়ে নেবে নিজেকে?

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে ভাবল, কিন্তু কেন? কল্পতরুর সঙ্গে যদি একটা সম্পর্ক গড়েই উঠে থাকে— সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার, এর মধ্যে ডলির কোনও ভূমিকা থাকবে কেন! এমন তো নয় যে ডলি কল্পতরুর স্ত্রী বা এমন কেউ, আত্রেয়ী যার অধিকার কেড়ে নিচ্ছে! নিঃসম্পর্কিত একজনের ধমক শুনে সে নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলোকে দূরে সরাবে কেন!

এসব ভাবতে ভাবতেই মেরুদণ্ড টান-টান হয়ে উঠল আত্রেয়ীর। এ ঘরে আরও যে দুজন বসে তার মধ্যে দীপক ছুটিতে, মিত্রাও চলে গেছে খানিক আগে। এখনই সময় ভেবে, এর আগে যা কখনও করেনি, সেটাই করবার জন্যে ইন্টারকম তুলে ডিরেক্ট নাম্বারে ফোন করল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কল্পতরুকে। ওদিকে 'হ্যালো' শুনে বলল, 'আমি আত্রেয়ী বলছি—'

'ইয়েস। বলো!'

পরের কথাটা বলার আগে নিঃশ্বাস এলোমেলো হয়ে উঠল আত্রেয়ীর। নিজেকে সংবরণ করে বলল, 'আপনাকে থ্যাঙ্কস্ জানাচ্ছি। আজ একটা চিঠি পেয়েছি—'

'থ্যাঙ্ক ইউ। কিন্তু এতটা ফর্মাল হওয়ার কী আছে! ওটা তোমার প্রাপ্যই ছিল।'

'তাহলে রাখি—'

কল্পতরু একটু ভাবল যেন। তারপর বলল, 'ব্যাপারটা সেলিব্রেট করা যেতে পারে। সন্ধেবেলায় কী করছ?'

'বাড়িই যাব। বৃষ্টি আসছে—'

'দ্যাটস অ্যান এক্সকিউজ।' কল্পতরু বলল, 'লিফ্‌ট তো আগেও পেয়েছ। সো, প্লিজ ওয়েট ফর মাই কল—'

অনুরোধ নয়, প্রায় আদেশের মতোই শোনাল কল্পতরুর গলা।

অন্যরকম অনুভূতির মধ্যে শান্ত হাতে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল আত্রেয়ী।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

৭

জীবন বদলে যায়। প্রতিদিনের অনুভূতিতে হতে থাকে আরও অন্যরকম। বদলে যায় সময়ও। এগোতে এগোতে হঠাৎ খেয়ালে কখনও থেমে দাঁড়ালে জড়িয়ে পড়তে হয় নিজেরই আলস্যে— শরীর ভেঙে উঠে আসে হাই। তখন অতীতটাকে খুঁজলে পর পর ভেসে ওঠে দৃশ্য, কাছের ও দূরের মানুষজন। স্মৃতির স্পর্শে কয়েকমাস আগেও যেমন হত, এখন আর তেমন কোনও দুঃখ বা জ্বালা অনুভব করে না আত্রেয়ী। সন্দেহ হয় সত্যি-সত্যিই সে এত সব অভিজ্ঞতা পেরিয়ে এসেছে কি না—পুরনো অ্যালবামের আড়ালে প্রায় বিস্মৃত, সাদা-কালো থেকে সিপিয়ায় পরিণত ছোটবেলার গ্রুপ ফটো দেখার মতো অনেক খুঁজে খুঁজে বের করতে হয় নিজেকে। জোর করে মনে করতে হয় ক্লিভলি ক্রিসেন্ট, হ্যারো, এনফিল্ড, পিকাডিলি, ট্রাফালগার স্কোয়ার নামগুলোকে। রাহুলকে মনে পড়লেও একদা-স্বামীর অস্তিত্ব কোনওভাবেই ছায়া ফেলে না তার চোখে। সময়ই যার নেই সে সময় কাটানোর জন্যে কিংবা একটি টেলিফোন পাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠবে কেন!

ঠোঁট-স্তন-জানু-যোনি সমন্বিত মুখহীন এত মানুষের—যদি এদের মানুষ ভাবা যায়—জীবনের বৃত্তান্ত ঘাঁটতে ঘাঁটতে অভ্যাস এসে যায় স্বভাবে ; কখনও কখনও শুধু মনে হয় জীবন অনেক রকমের, সংখ্যার পরিমাপে ধরা যায় না তাকে। যেটুকু জানছে তার বাইরেও আছে আরও অসংখ্য জীবন—শাড়ি-ব্লাউজ, সালোয়ার-কামিজ, স্কার্ট-টপে গা জড়িয়ে, লাইফ-স্টাইলের সংজ্ঞায় মাখামাখি হয়ে অদ্ভুত এক সুখের বৃত্তে ঘুরছে তারা— কোনও ডেমোগ্রাফিক পারস্পেকটিভেই কি ধরা যাবে তাদের! দুই বৈপরীত্যের সহাবস্থানের মধ্যে কোথায় তার নিজের জায়গা? এদের মধ্যে পম্পা, চান্দ্রেয়ীরা আছে, দেবিকাও আছে। কেমন আছে দেবিকা? কিংবা তার ফুলের বয়সের ছোট্ট মেয়েটা—উৎপলও যাকে দেবী বলে ডাকে? একজনের ক্রমাগত ক্ষয়ে যাওয়া কি কোনওভাবেই ভরে দিতে পারে আর একজনের জীবন! সেই যে ক'দিন আগে চান্দ্রেয়ীর আনা পত্রিকার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎই চোখ আটকে গিয়েছিল একটি

www.BanglaBook.org

কবিতায়— 'ফুলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে মৃত্যু, মৃত্যুর পাশে জীবন', বুঝতে না-পারা কিন্তু সত্য বলে মনে হওয়া সেই উপলব্ধির সঙ্গে তার দূরত্ব বা নৈকট্য দুটোই তো সমান ! অর্থ ও অর্থহীনতায় জড়িয়ে থাকা এক অদৃশ্য গতির মধ্যে নিজের অবস্থানটাকে ঠিকঠাক চিনবে কী করে ! বরং ভাল জীবন যেভাবে আসে, ইচ্ছা কিংবা ভাগ্য যেদিকে নিয়ে যায় সেদিকেই তাকিয়ে থাকা, দেখা, এগিয়ে যাওয়া— বদলের অনুভূতিগুলোকে চিনে রাখা স্পষ্ট করে।

আজকাল এইভাবেই ভাবে আত্রেয়ী। অফিসের কানাকানি থেকে নিজেকে যতটা সম্ভব আড়ালে রেখে সাবধানে এগোয় সে ; প্রায় হারিয়ে যাওয়া অনুভূতিগুলোকে ফিরে পেতে পেতে অনুভব করে ক্রমশ এগোচ্ছে পূর্ণতার দিকে, ক্রমশ ভরে উঠছে বাঁচা। ওরই মধ্যে পরিচ্ছন্ন নীলে মিশে থাকা অস্পষ্ট ধূসরের মতো উঁকি দেয় সন্দেহ— এভাবে আড়াল খোঁজা, এতটা ব্যক্তিগত হওয়া কি ভাল ! যে-সম্পর্কে সামাজিকতা নেই তা নিয়ে কতদূর এগোবে সে ?

প্রশ্ন দাঁড়ায় না। আত্রেয়ী ভাবে, এত ব্যস্ততার আছে কী ? মাঝখানের অভিজ্ঞতা কি তাকে কিছুই দেয়নি ! যে নিজের, নিজেরই থাকতে চায়, পুরোপুরি স্বনির্ভর, তাকে কেন ভাবতে হবে সমাজের কথা !

ডলির কাছে অপমানিত হওয়ার ক্ষুব্ধতা থেকে একদিন বিকেলে সে নিজেই সাহস করে এগোতে চেয়েছিল কল্পতরুর কাছে, পরে শেষ বিকেলের মেঘের দিকে তাকিয়ে 'বৃষ্টি আসছে' বলে দ্বিধান্বিত হয়েও সরে আসতে পারেনি। সেই বৃষ্টিই এখন নেমে আসছে যখন-তখন। কখনও ঝিরঝিরে, কখনও বা আকাশ উপুড়-করা এক নাগাড়ে। ক্বচিৎ রোদের আভা দেখা দিলেও তা এতই ক্ষণস্থায়ী যে অন্যমনস্কতা থেকে চোখ তুলে কখনও আকাশে ও চারপাশে তাকালে মনে হয় এমন ভিজে-ভিজে, সকাল দুপুরেও সন্ধ্যা নামানো আবহাওয়া সহজে কাটবে না। ইচ্ছেমতন বেরোনো যায় না, বেরোতে গিয়েও থেমে পড়তে হয়। তেমন কোনও কারণ নেই, তবু নিজের চারপাশে সারাক্ষণই কেমন একটা বিষণ্ণ গন্ধ খুঁজে পায় আত্রেয়ী। সুবিধে এইটুকু, প্রোমোশন হওয়ার পর থেকে অফিসে যাতায়াতের জন্যে পুল কার-এ লিফ্‌ট পায় সে। কাজের ব্যস্ততার মধ্যে ইদানীং প্রায়ই হারিয়ে যায় তার ব্যক্তিগত জীবন। এতটা ঘনিষ্ঠ হওয়ার পর ক'দিন কল্পতরুকেও কেমন বিচ্ছিন্ন লাগছে—মনে হয় ইচ্ছে করেই আগের দূরত্বে ফিরে যাচ্ছে ও। ইচ্ছে করেই ? না, আত্রেয়ী

www.BanglaBook.org

ভাবে, সম্ভবত ভুল ভাবছে সে, সম্ভবত কাজই নিরপেক্ষ করে রাখছে ওকে। দিল্লি থেকে ফিরে এসে জানিয়ে দিয়েছে আর মাসখানেকের মধ্যেই প্রোজেক্ট রিপোর্ট কমপ্লিট করে জমা দিতে হবে ইউনেসকোর কাছে।

যুক্তি দিয়ে নিজেকে বোঝালেও মাঝে মাঝেই এক ধরনের বিপন্নতা ছুঁয়ে যায় আত্রেয়ীকে। এড়াতে পারে না। সঙ্কল্পে ঢুকে পড়ে সন্দেহ আর মনখারাপ।

নিজেকে ঠিকঠাক বুঝতে না-পারার অসহায়তা থেকেই একদিন অফিস থেকে উৎপলকে ফোন করল সে। পেয়েও গেল।

'আ-রে!' স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি সময় নিয়ে উৎপল বলল, 'এতদিন পরে!'

কথাগুলো ক' মুহূর্ত স্তব্ধ করে রাখল আত্রেয়ীকে। হঠাৎ মনে পড়ল, দিন সাত-আট আগেও ফোন করেছিল উৎপল, মেসেজ রেখেছিল, ফোন করবে ভেবেও শেষ পর্যন্ত ভুলে গেছে সে।

কিছুটা অপরাধের ভাব নিয়েই আত্রেয়ী বলল, 'খুব রাগ করেছেন তো?'

'রাগ! তোমার ওপর!' উৎপল হাসল, 'কেন!'

'ফোন করেছিলেন, রিংব্যাক করিনি। এর মধ্যে দেখাও করিনি!'

'এইজন্যে!' উৎপল সময় নিল, বলল, 'একদিন বাড়িতেও ফোন করেছিলাম। পেলাম না কাউকে। সেইজন্যেই অফিসে—'

'ইস্! দেখুন তো!' আত্রেয়ী বলল, 'বাড়িতে ফোন ধরার লোক কমে গেছে। বোন কোচিং-এ যায়, তাড়াতাড়ি বেরোয়। বউদি ক্যারিইং, বাপের বাড়িতে গিয়ে থাকছে। বাবা-মা কোথায় ছিল জানি না।'

'যাক্‌গে। তুমি আছ কেমন?'

'ভাল' বলবে ভেবেও অনিশ্চিত হয়ে পড়ল আত্রেয়ী। হঠাৎ অনুভব করল স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারছে না। তখন জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কেমন আছেন?'

'আমি? কী বলব! আজকাল বুঝতে পারি না।'

কথা এইখানেই থেমে যেতে পারে। যদি সে না এগোয়, আত্রেয়ী বুঝতে পারল, এ ধরনের কথোপকথন থেকে উৎপলও এগোবে না। তখন মরিয়া হয়ে বলল, 'আর একটা অন্যায়ও আমি করেছি, উৎপলদা। আপনি সে-কথা বলছেন না!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'মুশকিলে ফেললে। তুমি আবার কী অন্যায় করলে!'

'একদিন আপনার সঙ্গে দেবিকাকে দেখতে যাব বলেছিলাম। সময়ও দিয়েছিলাম—'

'হ্যাঁ। সেটা অবশ্য পুরনো ব্যাপার। তোমার অফিস থেকে জানিয়েছিল আটকে পড়েছ, আসতে পারবে না। আটকে পড়লে আর কী করবে!' উৎপল একটু ভাবল যেন, তারপর অন্যরকম গলায় বলল, 'গেলে ভাল হত। দেবিকাকে বলে রেখেছিলাম তুমি আসবে—'

'সেইজন্যেই বললাম অন্যায় হয়ে গেছে।' আত্রেয়ী বলল, 'দেবিকা কেমন আছে, উৎপলদা?'

'ভাল নেই। একবারে ভাল নেই। বুঝতেই পারো, সব ট্রিটমেন্ট যখন ফেল করে, তখন অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় থাকে না।'

আত্রেয়ীর মুখে কথা ফুটল না। এ পর্যন্ত দু'বার ক্যানসার হাসপাতালে দেখতে গেছে দেবিকাকে। প্রথমবার যাকে দেখেছিল, দ্বিতীয়বার তাকে চেনা যায়নি। কথাও বলেনি বিশেষ। শুধু একবার বলেছিল, 'এভাবে চলে যেতে বড় একা লাগে। যখন হঠাৎ চলে যাব, তখন কি কেউ থাকবে আমার পাশে! মেয়েটাও তো বুঝতে পারবে না মা চলে গেছে!' এখন নিশ্চয়ই দেবিকা আরও বদলে গেছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস সংবরণ করল আত্রেয়ী। মাঝখান থেকে শুরু করা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'দেবী কেমন আছে?'

'আছে। একটু মনমরা হয়ে থাকে। এ-বয়সে তো মৃত্যুর কথা ভাবতে পারে না।'

'স্বাভাবিক।'

উৎপল বলল, 'একটাই খবর। দেবীকে আমার কাছে নিয়ে এসেছি। দেবিকার কাকা-কাকিমা আর থাকতে পারছিলেন না। সকলেরই তো সুবিধে-অসুবিধে থাকে!'

'শুধু আপনারই থাকে না!' আত্রেয়ী বলল, 'এত বড় দায়িত্ব কাঁধে নিলেন?'

'কী করব! অনাথ আশ্রমে তো পাঠাতে পারি না!' একই সঙ্গে দুঃখ ও হাসি মিশে গেল উৎপলের কথায়, 'এখন আমার মা'র কাছে আছে—সে-বুড়িও তো চলে যাবে একদিন। তখন আমিও একা হয়ে যাব। ওকে কাছে পেয়ে আমার ভালই লাগছে।'

আত্রেয়ী কিছু বলতে পারল না।

www.BanglaBook.org

উৎপল বলল, 'যাক। প্রোমোশনের কথা জানিয়েছিলে—তারপর তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি আর। ব্যস্ত আছ মানে তো ভালই আছ?'

আত্রেয়ী বলতে চাইছিল, সে একদিন আসবে। দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই একদিন দেখতে যাবে দেবিকাকে। দেবীকেও দেখে আসবে। কিন্তু অদ্ভুত অপরাধবোধে কোনও কথাই উচ্চারণ করতে পারল না। শুধু ভাবল, এই কি সে? স্বার্থ কি তাকে এতটাই বদলে দিয়েছে! ডলি যে তাকে অ্যামবিসাস্ বলেছিল, বলেছিল সে ক্ষতির দিকে এগোতে পারে—এগুলো কি তারই সূচনা?

'আজ রাখি, উৎপলদা। পরে যোগাযোগ করব।' বলে কোনওরকমে কথা শেষ করল সে। মনে হল আজ, এই মুহূর্তের মতো বিপন্নতা আর কখনও বোধ করেনি।

দিন যায়। বৃষ্টি পড়ে আকাশ আঁধার করে। প্রোজেক্ট শেষ হয়ে আসছে, মনখারাপের মধ্যেও কাজের ব্যস্ততায় নিজেকে আটকে রাখে আত্রেয়ী। ব্যস্ততার মধ্যেই কখনও কখনও এসে যায় অন্যমনস্কতা—একটু বা পরিত্যক্ত মনে হয় নিজেকে। তখন ভাবে, আবারও কি ভুল স্বপ্নে জড়িয়ে পড়ল? কল্পতরুর নিরুত্তাপ কি শুধু প্রোজেক্ট শেষ করার ব্যস্ততা দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায়? বুঝতে পারে না। তখন আবার জোর করে ফিরে আসে কাজে। জীবন যে আরও একবার বদলানোর দিকে এগোচ্ছে তার কোনও আঁচই সে পায় না।

দেবদত্তর দেওয়া নতুন কয়েকটা ইন্টারভিউ রিপোর্ট দেখতে দেখতে একদিন নির্দিষ্ট একটি রিপোর্টে এসে থেমে গেল আত্রেয়ী। একবার পড়ার পর আরও একবার পড়তে পড়তে টের পেল অননুভূত একটা উত্তাপে ছেয়ে যাচ্ছে শরীর। অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেল মাথার ভিতর।

কোড: আই.এন.ডি/ সি.জি—১৩৭/৯। কল: সি.পি/ এন.এন.পি.এম। মেয়েটির নাম: স্বপ্না, বয়স: ৩০। ইংরেজিতে অনার্স, একটি বাণিজ্যিক সংস্থায় কোনও এক ম্যানেজারের সেক্রেটারি। চেহারায় অ্যাট্রাকটিভ, চোখমুখ: 'সুন্দরীই বলা যায়'। বিয়ে হয়েছিল বোম্বাইয়ে, সম্বন্ধ করে। বিয়ের পর জানতে পারে স্বামীর সম্পর্ক আছে অন্য এক মহিলার সঙ্গে। ব্যাপারটা সহ্য করতে না পেরে ফিরে আসে বাবা-মা'র কাছে। ডিভোর্সও হয়ে যায়। তারপর নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা, চাকরি পাওয়া। ওখানেই থেমে থাকেনি, নিজেই স্বীকার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করেছে, 'উচ্চাশায় পেয়ে বসেছিল' তাকে। অনেকটা এগিয়েছিল। কিন্তু ('মোস্ট মেন আর লাইক দ্যাট'), ব্যবহৃত হতে হতে পরিত্যক্ত হয়। চাকরিও যায়। তখন—

আত্রেয়ী এগোয় না আর। এ কার বৃত্তান্ত পড়ছে সে? স্বপ্নার অভিজ্ঞতা আরও দীর্ঘ, আরও নিষ্ঠুর আর ঘৃণ্য—স্বপ্নার সঙ্গে এই মুহূর্তের আত্রেয়ীর দূরত্বও অনেকখানি। তবু গোড়া থেকে অনেকটা পর্যন্ত কেন মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে দুজনের অভিজ্ঞতা! এরকমই যদি হয়, তা হলে কী মানে হয় এই রিসার্চের, এই বিশ্লেষণের? কোন তাৎপর্যে পৌঁছবে মিসেস তামজালির সেদিনের আবেদন? কে এই কল্পতরু দাশগুপ্ত? কে ডলি সেন? সে নিজেই বা কে?

না, সে এমন নয়। এমন হতেও পারবে না কোনওদিন। ক্যানসারের মতো দ্রুত ছড়িয়ে পড়া এই স্পৃশ্যতা থেকে দূরে গিয়ে বরং মেনে নেবে দেবিকার বাস্তব— জীবন যেখানে স্বাভাবিকভাবে বাঁচার পথ ধরে এগিয়ে ক্রমশ মুখোমুখি হয় মৃত্যুর।

সেদিন অফিস থেকে কাউকে কিছু না জানিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে আত্রেয়ী। একার বৃত্তে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত, বাড়ি ফেরে অনেক রাতে। কাউকেই বলে না কিছু। পরের দিন অনেক বেলা পর্যন্ত দুশ্চিন্তার আলস্যে কাটিয়ে দুপুর গড়ানো বিকেলে ফিরে আসে সিমারুস্-এ। খামবন্ধ দু' লাইনের রেজিগনেশনের চিঠিটা কল্পতরু দাশগুপ্তর সেক্রেটারির হাতে দিয়ে, কোনও কথা না বলে, কারও সঙ্গে দেখা না করেই আবার ফিরে আসে রাস্তায়।

ক্ষণিকের স্তব্ধতা ঘিরে ধরে আত্রেয়ীকে। এরপর যাবে কোথায়? কার কাছে?

তারপরেই চঞ্চল হয়ে ওঠে তার পা দুটো।

ভাবে, সে একাই তো একা নয়।

এই উপন্যাসে বিভিন্ন সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, গ্রন্থ এবং নমুনা-সমীক্ষায় প্রাপ্ত কিছু তথ্য কাহিনীর প্রয়োজনমতো ব্যবহার করা হয়েছে। —লেখক

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

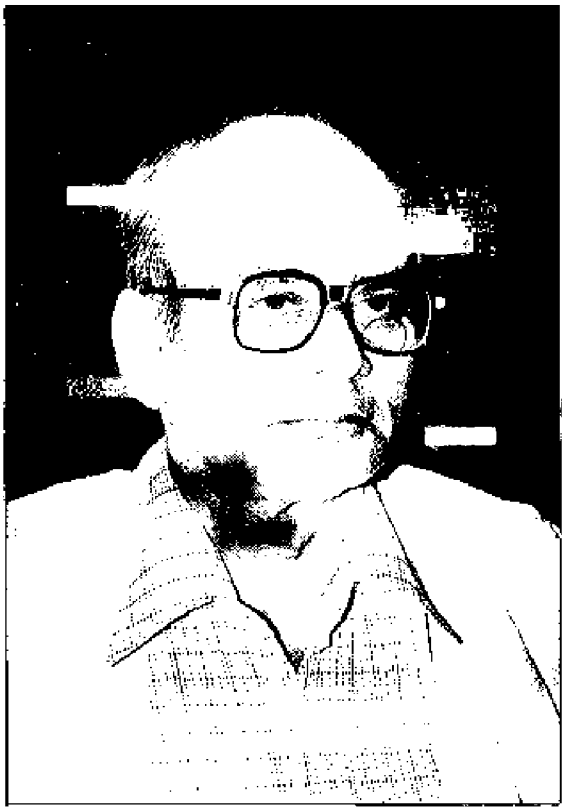

দিব্যেন্দু পালিতের জন্ম ৫ মার্চ ১৯৩৯ (২১ ফাল্গুন ১৩৪৫), বিহারের ভাগলপুরে। তুলনামূলক সাহিত্যে এম. এ. (১৯৬১)।

কর্মজীবনের শুরু ১৯৬১-তে, অধুনালুপ্ত ইংরেজি দৈনিক হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড-এ সাব-এডিটর হিসাবে। ১৯৬৫-তে যোগ দেন বিপণন ও বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত পেশায়। সেই সূত্রে দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন ক্লারিয়ন-ম্যাকান অ্যাডভার্টাইজিং সার্ভিসেস, আনন্দবাজার সংস্থা এবং দ্য স্টেটসম্যান-এ। বর্তমানে সাংবাদিক, আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে যুক্ত।

লিখছেন ১৯৫৫ থেকে। উপন্যাস, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ—সব ক্ষেত্রেই স্বচ্ছন্দ। বিদেশ ভ্রমণ করেছেন বেশ কয়েকবার।

সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার (১৯৯৮), পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বঙ্কিম পুরস্কার (১৯৯০), রামকুমার ভূয়ালকা পুরস্কার (১৯৮৬) এবং আনন্দ পুরস্কার (১৯৮৪)-সহ আরও কয়েকটি সাহিত্য পুরস্কারে সম্মানিত। ইংরেজি ও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে বহু রচনা। চলচ্চিত্র, দূরদর্শন ও বেতারে রূপায়িত হয়েছে অনেকগুলি কাহিনী।

প্রচ্ছদ শেখর রায়
লেখকের আলোকচিত্র প্রশান্ত অরোরা